সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর

দাস্তান্ বদিওজ্জামাল।

সায়ের

মুনশী মহাম্মদ এছহাক উদ্দিন সাহেব

৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড পুস্তকালয়

আফাজদ্দিন আহাম্মদ

দ্বারা প্রকাশিত

শ্রীআফাজদ্দিন আহাম্মদ দ্বারা
১৫৫।১ নং মসজিদ বাটি ষ্ট্রীট, দরাজপাড়া।
সিদ্দিকিয়া ইলেকটিক মেশিনে মুদ্রিত।

সন ১৩৩৩ সাল

সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর

দাস্তান বদিওজ্জামাল।

সায়ের

মুনশী মহাম্মদ এছহাক উদ্দিন সাহেব

৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড পুস্তকালয়

আফাজদ্দিন আহাম্মদ

দ্বারা প্রকাশিত

শ্রীআফাজদ্দিন আহাম্মদ দ্বারা
১৫৫।১ নং মসজিদ বাটি ষ্ট্রীট, দরজিপাড়া।
সিদ্দিকিয়া ইলেকটিক মেশিনে মুদ্রিত।

সন ১৩৩৩ সাল

দাস্তান বদিওজ্জামাল।

হামদো নাথ। (৫২)

পয়ার॥ করিম রহিম আল্লা ছাত্তার গফ্যার॥ রহমান ছোবহান সাই মালেক মোক্তার ※ বিনয় করিবে পাপী আর কার কাছে॥ দয়াবান তেরা ছেওা আর কেবা আছে ※ কাদের কালাম মাওলা পাক পরওার॥ গোনা খাতা মাফ কর যতেক আমার ※ হামেসা রহিনু আমি পাপেতে পড়িয়া॥ গোনা বক্সি নেক রাহা দেহ দেখাইয়া ※ সকলি এক্তিয়ার সব পার করিবারে॥ তেরা ছেওা মাঙ্গি আর কাহার দুয়ারে ※ মকছেদ হাছেল মেরা কর পরওার॥ দেলের কুলফত যত মেটাও আমার ※ ছহি ছালামতে মুঝে রাখ ইমানেতে॥ আখেরে নাজাত কর রছুলের সাফাতে ※ দিনদারি কামেতে কাইম রাখ মোরে॥ নাজাত ইমান সাত আমি কমিনারে যবতক হায়াতে মোরে রাখহ দুনিয়ায়॥ ইমানে রাখহ আল্লা আরজ দরগায় ※ ওাক্ত হবে জাকান্দানি যখন করিব॥ কলমা সাহাদাত হয় আমার নছিব ※ আরও গোরেতে হবে যখন ছওাল রাখিবে সাবেত মোরে আয় জুলজালাল ※ কবর আজাব মাফ কর

পরওার ॥ যবতক নাহি হয় রোজ মহাশ্বার * পুল ছেরাত পরে মোরে না হয় মুস্কিল ॥ পার করি লিবে আল্লা কাদের জলিল * জলদি হেছাব মোরে করিবে আল্লাতালা ॥ নবির সাক্ষাত পাই হেছাবের বেলা * নবির সাক্ষাতে পাই তোমার দিদার ॥ হে খোদা তোমার রহমে আছি ওম্মেদওার * তোমার রহম পর আছি এন্তেজার ॥ নাকর নৈরাস আল্লা দোহাই তোমার * তোমার হবিব নবি মোদের রছুল ॥ তার উছিলাতে দোয়া করহ কবুল * যার নামে তেরা নাম ছিলে মেলাইয়া ॥ গোলামের উছিলাতে কবুল করিয়া * রহমত বকসীবে তেরা অধিন উপর ॥ তুমি বিনে এছহাকের কেহ নাই আর * ইষ্ট মিত্র নাই মোর নাই সদর ভাই তুমি বিনে দাড়াইতে কোন জাগা নাই * তোমার রহম বিনে ওহে জগত পতি ॥ একালে ওকালে নাই এছহাকের গতি * তোমার হবিব নবি দিন মহাম্মদ ॥ তার উছিলাতে তারি দেখাও দুপদ * খাবেতে দেখাও তার মোবারক কদম ॥ দুনিয়াতে সার্থক করহ এ জনম * তিনি আছে মদিনাতে আমি বাঙ্গালাতে ॥ জেলা রঙ্গপুর বিছে থানাজলঢাকাতে * মহকুমা নিলাকা মারী পুর্ব্ব পাকে তারে চারি কোশ দুরে রাখ এই গোনাগারে * খালিসা খুটামারা গ্রাম জনমের ভুমি ॥ সেখানে গরিব হালে মোরে রাখ তুমি * টাকা নাই কেমনে যাইব মদিনায় ॥ রওজা শরিফের মাটী মাখি মাথে গায় হে খোদা রহমত করি এ পাপী উপর ॥ মহাম্মদ উছিলাতে পা-দু খানি তার * দেখাইবে খাবে মোরে এলাহি আলমিন ॥ এইত অধিন পাপি কান্দে রাত দিন * কবুল করহ আল্লা আরজ আমার ॥ হে খোদা কবুল কর দোহাই তোমার * তেরা দাস হইবারে যেবা করে আশ ॥ দোহাই তোমার খোদা না কর নৈরাশ * এছহাক করে আশা দাস হইবার ॥ না কর নৈরাশ আল্লা দোহাই তোমার হায়াতে হালাল রুজি দিবেন বরকত ॥ হালাল রেজ্জকে করি তেরা এবাদত * তেরা নাম নাই ভুলি জবানেতে লই ॥ তোমার নামের সাতে জীবন কাটাই * সয়তানের হাতে যেন নাযায় ইমান ॥ নফছের দাগাতে মোর বাচাইবে মান * কবুল করহ আল্লা আমিন২ ॥

আমিন২ আল্লা আমিন২ ॥ মুনসী হাজি আফাজ্জদ্দিন কলিকাতা ঘর ॥ ছাপাইল এ দাস্তান সেই মাতব্বর * হে খোদা তাহার যত দেলের আরমান ॥ পুরাকরে দেহ আল্লা পাক ছোবহান * তাহার জীবন ধন্য পৌছিল মদিনা ॥ রওজা শ্বরিফ চক্ষে দেখায় রব্বানা * হাতেম মতন তিনি বড় ছাখাওত ॥ মেছাল আতসী আয়না তাহার কলবত তরিকার বিছে তিনি মজবুত এয়ছাই ॥ যেমন কুতব তারা ঠিক আছে ভাই * তাহার তারিফ করা আমাকে কেমন ॥ সাগরের পানি খায়া পিপড়া যেমন * কিছুনা কমাতে পারে সেপানি খাইয়া ॥ তেমনি তারিফ তার হদ নাই লেখিয়া * যেমন দাস্তান এই করিল প্রচার ॥ হে খোদা বদলা জাজা দেহ পরওার *

দাস্তান বদিওজ্জামাল লেখিবার বিবরণ ॥

পয়ার ॥ শুনহে আল্লার বান্দা যত বেরাদর ॥ এছহাক উদ্দিন কহে খেদমতে সবার * পহেলা কেতাব পুথি আমির হামজার পুর্ব্বেতে সায়ের করে দুই কবিকার * সাহা গরিবুল্লা নাম জাহানে মসহুর ॥ মুল্লকে রৌশন যার তছনিফের নুর * সায়রি করিল পুথি আমির হামজার ॥ তাঞার লাগাদ কেচ্ছা করিল তৈয়ার * তার পরে ছৈয়েদ হামজা নেকনাম ॥ দোছরা জেলেদ পুথি করে মোতরজম * তাহাতে বয়ান শেষে সহিদ হামজার ॥ মোক্তাছারে খতম করিল নামদার * তার পরে এক পুথি হইল তৈয়ার ॥ দাস্তান আমির হামজা নাম হৈল তার * মুনসি বেলায়েত হোছেন নামদার ॥ দোছরা জেলেদ তক দাস্তান হামজার * তার ফরমাইসে মৌলবি আবদুল মজিদ ॥ উড়িষ্যা মুল্লকে ঘর জানিবে ছাবিদ * দান্দান সহিদ হয় পাক মোস্তফার ॥ সহিদের হাল লেখে আমির হামজার * জেহেলের জঙ্গ নাই বোরহানার জঙ্গ ॥ রচনা সুন্দর যে শুনিতে ভাল রঙ্গ * বোরহানার মাতারি বিবি কেরাচিন সহরে ॥

লস্কর করিল জমা মারিতে আমিরে * আড়ে দিগে কুড়ি কোশ লস্কর ছামনা ॥ আহাদ ময়দানে জমা হয় সেই দিনা ॥ আমির সহিদ হৈল সেই লড়াইতে * ওহাদ খন্দকে এক হেন্দিয়ার হাতে এ সব বয়ান ঐ দো কেতাব মাঝার ॥ মোক্তাছারে খতম করিল নামদার * এসব বয়ান আছে দারাজির সাত ॥ দোন কেতাবতে নাই সেই হকিকত * আরযে বদিওজ্জামা বাহের হইয়া ॥ লড়াই করেন বাপেব দাদের লাগিয়া * কুরছি বাহির করি বদিওজ্জামারে মদায়েলে সাহি করে মারি হরমুজেরে * এসব বয়ান নাই দো-কেতাব মাঝার ॥ কেতাবেতে যা লেখিল চার কবিকার * লোকের খাহেস ভারি শুনিবারে সেই ॥ বহুত তালাস করে কবু মিলে নাই গেরামের বিছে ফের কহে দোস্তগণ ॥ দাস্তান বদিওজ্জামা করহ রচন * আবদুল করিম নামে ফুফু ভাই আমার ॥ বড় জেদ করে সে দাস্তান লেখিবার * মুনসী মেহের উল্লা থাকে কলিকাতা বিছেতে ॥ ডাকে খত লেখে মোরে দাস্তান লেখিতে * ছাপাইব দাস্তান ডাকে ভেজহ সেতাব ॥ সাইরি করিব দিনু তাহারে জওাব দোহার কথায় এই হিন গোনাগার ॥ কলম ধরিনু যে দাস্তান লেখিবার * আল্লা যদি রাজি থাকে নবি পোস্তপানা ॥ সাইরি করিব কেচ্ছা ভাবিয়া রব্বানা * কহে হিন খাকছার এছহাক উদ্দিন চাহারাম কেতাব এই রচনা অধিন * আহাকামল হেদায়ত পুথি পহেলায় ॥ বহুদিন হৈল ছাফা জারি বাঙ্গালায় * দোছরাতে লেখিলাম বিমাতার বানি ॥ না হইল ছাফা চুরি গেল পুথি খানি * তেছরাতে লেখি নাজাতে এছহাকি ॥ ছাপা হৈয়া হৈল জারি বাঙ্গালা বেবাকি * চাহারমে দাস্তান বদিওজ্জামালের ॥ নজর দিলাম ভেজে পদে মমিনের * মহাম্মদ বারামদ্দিন কেবলার নাম ॥ দুনিয়াতে ছালামত রাখ হক নাম * এখন হইল তিনি বয়স বহুত সারা সরিয়তে আছে বড়ই বজবুত * লেখিনু এহাকে দাস্তান জামালের বানি ॥ এছহাক মরিবে আল্লা রাখহ নিশানি *

কেচ্ছা শুরু ॥

ত্রিপদী ॥ মন দিয়া শুন সবে, আখেরি দাস্তান এবে, শুন কেচ্ছা বদিওজ্জামার ॥ নৌসেরওা জপিন সবে, আলবুর্জ্জ পাহাড়ে যবে, লড়াই করেন দুরাচার * বক্তক হারাম জাদ, দেলেতার যত বদ, সেই বড়া জালেম কুফর ॥ বাদসার উজির সেই, নৌসেরওা বাদসা যেই, ফেরেব লাগায় দেলেতার * আলবুর্জ্জ পাহাড় নিচে, কাউছ সহর আছে, বাদসা সেথা নামেতে জোপিন ॥ নৌসেরওা বাদসা গিয়া, তার কাছে পানা লিয়া, হামজা সাতে লড়াই করেন * কেরাচিন সহর বিছে, সেথা এক বাদসা আছে, নাম তার হেন্দি রইতন ॥ জোপিন লেখন দিয়া, লিল তারে মাঙ্গাইয়া, তার হাতে আরবি হয়রান * আমির আপন জোরে, তামাম কুফরে মারে, রইতনেরে বন্দ খানা দেয় ॥ মোছলমান করিবারে, বন্দখানা দেয় তারে, রইতনেরে দয়াবান হয় * রইতন বড়া জোরওার, কিকব বয়ান তার, তার হাতে আরবিরা জের ॥ এমন হয়রান হৈল, তার জোরে না আটিল, আমিরের ছেপাই লস্কর * তার দাগাবাজি পরে, ওম্মর হেকমত করে, মারে তারে তামা পেলাইয়া ॥ সেই দাগাবাজি দেখে, আমির যে ওম্মরকে, মারে সাত কোড়াযে খেচিয়া রইতন বাদসার নারী, হেন্দি নাম ছিল জারী, ছিল হামেল পাঁচ মাহিনার ॥ আর পাঁচ মাস পর, খালাস হয় হেন্দিয়ার, সেই লাড়কা হয় জোরওার * উম্মর আঠার তার, জোরের বয়ান তার, কি বলিব খোদার কোদরত ॥ দানা লোক যেই জনা, খেয়াল করে সেই জনা, নাদানেরা করে হেকারত *

পয়ার ছন্দ ॥ যেমন দেখিনু আমি কেতাব দাস্তান ॥ সেই মত সায়রে দিলাম জিউদান * আগেকার কবিকার চার মহাজনে ॥ গরিবুল্লা হামজা আর বেলায়েত হোছেনে * আবদুল মজিদ এই চার কবিকার ॥ ছালাম তছলিম ভেজি জোনাবে এহার * এরা যেয়ছা রওায়েত করিল জেকের ॥ সেইমত করি আমি কেতাব

জাহের * রইতন বাদসার বেটা কেরাচিন সহরে॥ খোসালিতে ফিরে সেই গমনাই করে * তোফেলি বয়েসে তিনি জঙ্গলে যাইয়া বড়া২ জানওয়ারে আনে পাকড়িয়া * গরিলা গণ্ডার সিংহ ভাল্লুকের তরে॥ জিউতা ধরিয়া আনে আপনার জোরে * আছিল রইতন বাদসা পোলাদ যেমন॥ তলওয়ারে না কাটে গাও লোহার মতন * বাঘ বাচ্চা বাঘ হৈল বেটা রইতনের॥ বোরহানা বলিয়া নাম হইল জাহের * তির তেগ নেজা গোর্জ্জ নাকরে আছর॥ ঢাল ছেওা লড়ে তিনি মহিম ভিতর * যখন বয়েশ সাত বরছের তার॥ একুস বরছ মত হৈল জোরওার * যখন করিয়া সাজ মায়ের কাছে আসে॥ পাচ কাঠা জমি প্রায় ঘির করে বসে * দেখিয়া হেন্দিয়া বুড়ি বহু দোওা দেয়॥ বাদসাই কাইম তেরা করেন খোদায় * দেলেতে ভাবিয়া বুড়ি বোরহানার তরে॥ দরসে পড়িতে দিল শিক্ষা করিবারে * দরশে বোরহানা মর্দ্দ পড়ে রাত দিন॥ এই মতে গোজারিয়া গেল কতদিন * একদিন বসে লেখে দরসে বোরহানে॥ হাত হৈতে কলম গিরে পড়িল জমিনে * সরম পাইল মর্দ্দ উঠাতে কলম॥ পোড়দের তরে কহে হইয়া নরম॥ তোমরা লেখহ ভাই আমি বসে থাকি॥ কলম উঠাইয়া দেহ তবে আমি লেখি * যখন বোরহানা মর্দ্দ এই কথা কয়॥ শুনিয়া যতেক পড়ুয়া জলিল গোস্বায় * কিন্তু সবে ভয় ভাবি রহিল সবাই॥ সেকায়ত তানামারে হেন কেহ নাই * তার মধ্যে একজনে বেটা আনাছের॥ নামে খোজা গোস্বা ভরে কহে বোরহানের * কি জোরে কলম তুলি দিতে বল হাতে॥ বাপের কিনাম তোর না পার বলিতে * হেন্দিয়ার বেটা তুমি নাই তোর বাপ॥ মায়ের গৌরবে ফিরে কর এত গপ * মজুবে বলিতে পার তোর বাপের নাম॥ তবে মোরা দেই হাতে তুলিয়া কলম * যবে খোজা গোস্বা হৈয়া এই কথা বলে॥ বোরহানা সরমিন্দা হইয়া ছের নাই তোলে * আপনাকে জানিতেন পাহাড় মতন॥ সকলের হিন হৈয়া ভাবেন বোরহান * সরমে মরন ভাল লেখা নছিবের॥ হক কথা বলে খোজা বেটা আনাছের * এই কথা ভেবে মর্দ্দ

কহেন খোজারে॥ নছিবে আগুন মোর কি বলিব তোরে * নহেত দেখিতে তুমি মর্দ্দমি আমার॥ এই ঘড়ি ভেজিতুন জমের দুয়ার * এহা বলে চলে গেল বেটা হেন্দিয়ার॥ শুইয়া রহিল গিয়া ঘরে আপনার * সোনার পালঙ্গে সজ্জা ত্যাজ্জ করিয়া॥ মাটীতে শুইয়া রহে সরম পাইয়া * আর যে বোরহানা হৈল অতি গোস্বা দিল॥ ঘরের কপাটে এটে দিল তবে খিল * হেথা দিন গোজা-রিয়া রাত দেখা দিল॥ বোরহানা দরশ হইতে ঘরে না আসিল হেন্দিয়া কাতর হৈয়া বেটার কারনে॥ ঘর ও বাহের বিবি দেখে রাহাপানে * দিন গোজারিতে বিবী বিপদ জানিল॥ বান্দির ধরিয়া গলা কান্দিতে লাগিল * ও বান্দি বোরহানা বই অভাগীর ঘরে॥ বেটা বেটী নাই আর দুনিয়ার পরে * দরশে পড়িতে গেল উঠিয়া ফজরে॥ দিন গেল না আইল গেল কোথাকারে * একবার খবর জানিয়া এস তুমি॥ শুনিলে বেটার বাত ঠাণ্ডা হব আমি * বিবির ফরমানে বান্দি ঢোড়ে বাড়ি ঘর॥ কোথাও না দেখা পায় হেন্দিয়া জাদার * শেষে পশ্চিমার ঘরে নেহরিয়া দেখে॥ খাট ও পালঙ্গ ছাড়ি শুয়ে আছে খাকে * দেখে বান্দি জলদি করি পুছে বোরহানার॥ ধুলায় লুটিয়া কেনে কহ শমাচার * বাহের হইয়া দেখ কান্দে তোমার মা॥ বোরহানা গোস্বায় তার জবাব দিলনা * ভালমন্দ কথা যদি কিছু না বলিল॥ কান্দিতে২ বান্দি হেন্দির কাছে গেল * দস্ত জোড়া বান্দি খাড়া কহে হেন্দিয়ারে॥ বোর-হানা শুইয়া আছে পশ্চিমার ঘরে * শুনিয়া হেন্দিয়া বিবী করিল গমন॥ পশ্চিমা ঘরের দ্বারে দিল দরশন * দুয়ারে যাইয়া বুড়ি ডাকে বোরহানারে॥ কেন বাছা গোস্বা হইয়া শুয়ে আছ ঘরে * দুয়ার খুলিয়া এস হেন্দিয়ার ধন॥ মা বলিয়া কোলে বৈস জুড়াক জীবন * বোরহানা নাশুনে তবু হেন্দী জার২॥ দেখে কপাটেতে খিল আসিমন ভার * আকুল হইয়া বিবী অতি গোস্বা দিল॥ খেদমনে মারে জোরে কপাটেতে কিল * মারে কিল ভাঙ্গে খিল দ্বার গেল খসে॥ বোরহানার কাছে বিবি পৌছিলেন এসে * শিওরে বসিয়া বিবি পুছে বোরহানারে॥ কহ বাছা কেহ কিছু

বলিয়াছে তোরে * কেহ কিছু বলে থাকে কহ মোর তরে ॥ আওলাদ সহিতে তারে ভেজি যম ঘরে * শুনিয়া বোরহানা কহে মায়ের নিকটে ॥ তেরা দোওায় দুনিয়াতে কেহ নাই আটে * শুন মাতা মনে বেথা দরশে পেলাম ॥ কে আমার বাপ আর তার কিবা নাম * বিবী বলে ওরে বেটা কি কথা বলিলে ॥ নিভেছিল মনাগুন আবার জ্বালিলে * কান্দিয়া কহেন বিবি বোরহানা বেটারে তেরা বাপ চলে গেল কাউছ সহরে * জুপীন নামেতে ছিল বাদসা সেথাকার ॥ কাউছ সহর বিছে বাদসাই তাহার * সেইত বাদসার কাছে বাদসা মদানের ॥ নৌসেরওা নামে বাদসা সাত মুল্লকের সেই বাদসা পানা লিল জুপিনের কাছে ॥ নামা লেখে তেরা বাপে মাঙ্গাইয়া লিছে * রইতন ছাহেব তোর বাবাজির নাম ॥ যার ডরে অজাগর নাই মারে দম * যখন আছিলে তুমি উদরে আমার ॥ তখন গিয়াছে সে লড়াই করিবার * আঠার বরছ গেল এখন হইতে ॥ না মিলিল পাত তার কহি হকিকতে * শুনিয়া বোরহানা অতি পেরেসান হৈল ॥ বাপের খবর শুনি কান্দিতে লাগিল * আমি এয়ছা পাহালওান দুনিয়ার বিছে ॥ তুরুকের হাতে মেরা বাপ মারা গেছে * তাহা না হইলে বাপ আসিত দেশেতে ॥ রাত পোহাইয়া গেল এই বাত চিতে * বেহানে হেন্দির তরে বোরহানা কহিয়া ॥ তক্তের উপরে গিধি বসিল যাইয়া * উজিরে ডাকিয়া তবে করিল ফরমান ॥ নৌসেরওা বাদসা আগে ভেজহ লেখন * বাপের আহওাল মেরা জানাবে এখন ॥ তবেত ভালাই দেখি তোমার কারন * নহেত তোমার দেশ করিব বিরান ॥ পানিতে ভাসায় দিব দেশ মদায়ন * উজির শুনিয়া তবে করিল এয়ছাই ॥ কাছেদ রওানা করে মদায়েন তাই * কাছেদ পৌছিল গিয়া মদায়ন সহর ॥ যেখানেতে নৌসেরওা তক্তের উপর কাছেদ আদব রাখি খত দিল হাতে ॥ কুলখ খুলিয়া বাদসা লাগিল পাড়িতে * এয়ছাই মজমুন লেখা ছিল সে খতের ॥ শুন বাদসা কহিবাত তোমার খাতের * যখন লড়াই কর আলবুর্জ্জ পাহাড়ে ॥ মুল্লকে২ ফির আমিরের ডরে * জোপিনের কাছে লিলে পানাহি

আসিয়া ॥ মেরা বাপে মাঙ্গাইলে লেখন ভেজিয়া * শুনিনু জবানি আমি এই হকিকত ॥ জোপিন পড়িল মারা হামজার হাত * মেরা বাবা কি হইল নাজানি খবর ॥ মারা গেল বাচে কিবা কয়েদ ভিতর * কি করিলে মেরা বাপে ওরে দাগাবাজ ॥ মেরা বাপে দেহ নহে করিব এলাজ * পানিতে ভাসায় দিব মুল্লক তোমারে ॥ তেরা জরুজাত ধরে দিব হালাল খোরে * হালাক করিব তেরা দেশ মদায়ন ॥ শুলি দিয়া জান লিব তোমারি কারণ * তুমি বুঝি নাই শুন মর্দ্দমি আমার ॥ জঙ্গলের সের ভাগে তুমি কোন ছার * রুইতনের বেটা আমি বোরহানা জোরওার ॥ তির গুলি গায় মেরা না করে আছার * এয়ছাই লেখন পড়ি বাদসা নৌসেরওা ॥ কলেজা শুকাইল বুক মুখ হৈল চৌওা * থর২ কাপে বাদসা তক্তের উপর ॥ কাপিতে২ বাদসা লেখেন উত্তর * শুন বাবা বোরহানা বেটা রইতনের ॥ ছাচ্চা বাত লেখি আমি তোমার খাতের রইতনের তরে ধরি জিউতা কারন ॥ লিয়া গেল খিমা বিছে আমির জাহান * ওম্মর ওম্নিয়া ছিল ইয়ার হামজার ॥ তামা পেলাইয়া মারে সেই দুরাচার * রইতন বেচারা তাহে জানে গেল মারা ॥ বাবাজান মেরা দোস নাহি এক জারা * রইতন মরিয়া গেল কাজার নিরবন্দ ॥ আমাকে সে দোষ দেওা বড় বেপছন্দ * সেই দোষ মাফ দিবে আমার কারন ॥ জোনাবে আরজ এই শুন বাবাজান * লাজেম তোমারে এই শুন কহি বাত ॥ আপন বাপের দাদ লেহ হাতে হাত * আমির হামজারে মার লড়াই করিয়া ॥ তার সাতে ধরি মার ওম্মরকে লিয়া * তবেত বাপের দাদ পাইবে আপনি ॥ মারিলে আমার তরে লাব নাহি জানি * জইফ লাচার আমি শুন বাবাজান ॥ লড়াইর লস্কর চাহ দিবতো ছামান * আশী লাখ আছে মেরা বক্ত জাহাবাজ ॥ বড়২ মস্ত হাতী আর তিরেন্দাজ * শুন বাবা কহি বাত দস্ত উঠাইয়া ॥ না লেহ আমার দোষ বিচার করিয়া * মর্দ্দমি জাহের বাবা আছেন তোমায় ॥ লড়াই করিয়া মার আমির হামজায় * দাদ লওা হয় তবে শুনহ খবর ॥ মর্দ্দমি জাহের হয় আপনার জোর * আমার খাতেরে মাফ কর নেকনাম ॥ বাদসা

আলম্পানা মেরা জানীবে ছালাম * এয়ছাই লেখিয়া বাদসা কুল্লখ করিয়া ॥ আর কাছেদের তরে খুব নেওাজিয়া * কাছেদ বিদায় করে সেই খত দিয়া ॥ কাছেদ বিদায় হৈল আদব রাখিয়া * রাত দিন চলে যায় আরাম না করে ॥ কাছেদ পৌছিল গিয়া কেরাচিন সহরে * যেখানেতে তক্ত পরে বোরহানা জোরওার ॥ লেখন দাখেল করে হুজুরে তাহার * লেখন পড়িয়া বাদসা জানিল কারণ বাপের সোগেতে কান্দে অঝর নয়ন * হায় বলে পড়ে বাদসা জমিন উপরে ॥ তক্ত পরে হাত মারে কান্দে জারে২ * হায় মেরা বাবাজান পেয়ারা দেলবর ॥ কে তোমারে মারিয়াছে মহিম ভিতর বহুত কান্দিয়া গিথি কহেন উজিরে ॥ লস্কর তৈয়ার কর লড়াই খাতিরে * যেখানেতে পাব আমি তুরুক আমিরে ॥ লইব বাপের দাদ মারিয়া তাহারে * আরব্ব সহর তার ভাসাব পানিতে ॥ দিবত হালাল খোরে তার জরুজাতে * আমিরের তরে যদি আমি নাহি মারি ॥ লান্নত মর্দ্দমি আমি বৃথা প্রান ধরি * যতেক ছেপাই তার তামাম মারিব ॥ তবেত বোরহানা বলি নিজ নাম লিব * এহা যদি নাই করি মর্দ্দমির হালে ॥ কেরাচিনে মুখ না দেখাব কোন কালে * এতেক বলিয়া জোরে মারে এক হাক ॥ যেই শুনে সেই বলে ঘটিল বিপাক * উজির বসিয়া ছিল সুমুখে তাহার ॥ বেহুস হইয়া গিরে জমিন মাঝার * জঙ্গলের সের ভাগে সেহাক শুনিয়া ॥ ডরে অজাগর যায় গাড়ে সান্ধাইয়া * হাক মারি বোরহানা করে কোন কাম ॥ তলওার হাতিয়ার বান্ধে ছেলা ছরঞ্জাম * উজির বেহুস ছিল আওাজের জোরে ॥ কতক্ষন বাদে হুস হইল তাহারে হুস পাইয়া কহে বাত বাদসার লাগিয়া ॥ এতেক দেওানা হৈলে কিসের লাগিয়া * লাজেম তোমারে চাহি লড়াই কারণ ॥ লস্কর করহ জমা ভেজিয়া লেখন * লস্কর তোমার থোড়া লড়িবে কেমনে ॥ আমিরের নাম বুঝি নাই শুন কানে * তুড়িল রাক্ষস দেও আঠার বচ্ছর ॥ মারিল বহুত দেও যাদুর লস্কর * আমির একেলা যদি লড়াইতে লড়ে ॥ তামাম জাহান হৈলে কি করিতে পারে * তামাম মুল্লুক লিল দখল করিয়া ॥ না হইল মোছলমান

ডালিনু মারিয়া * মেরা বাত শুন সাহা স্থীর কর মন ॥ লস্কর করহ জমা ভেজিয়া লেখন * শুনিয়া বোরহানা গিধি খাতের হইয়া ॥ তামাম মুল্লকে দিল পরওানা ভেজিয়া * কাউছ গিলান তুছ হলব মেছের ॥ খোতন কাছ মির ভুট পাহাড় সহর * তুরান কাবুল রুম চিন ও মাচিন ॥ খোতন বলখ আর সাম হিন্দুস্তান * জলপাই বিহার আর খোলা হাটি নগর ॥ চাটিগাঙ রংপুর কামাক্ষা নগর * এই মতে চারি দিগে যত দেশ ছিল ॥ তামাম বাদসার কাছে খত ভেজে দিল * পাহাড়ে বাদসা ছিল বাহমন জোরওার ॥ ওম্মর ইউনানি মারে খাতেরে জাহার * আছিল তাহার পোতা ছিরাব নামেতে ॥ দুই লাখ আছওার করে লিয়া সাতে * কেরাচিন সহর বিছে যাইয়া পৌছিল ॥ দেখিয়া বোরহানা গিধি খোসাল হইল * ছিরাব কহেন বাত বোরহানার তরে ॥ মেরা বাপে মারিয়াছে তুরুক আমিরে * আমিরের বেটা ছিল ওম্মর ইউনানা ॥ দাদাকে মারিল সেই করিয়া সয়তানি * বোরহানা বলেন ভাই কি বলিব আর ॥ মেরা বাপে মারিয়াছে যেই দুরাচার * চল ভাই যাই দোন আরব মাঝার ॥ দেখিব তুরুক বেটা কত জোরওার * বাপ দাদা চাচাদের দাদ লই গিয়া ॥ জরু ও বেটীকে তার আনিব বান্দিয়া * এই মত কত সত করে তকাব্বর ॥ লেখন ভেজিয়া দেয় দেশ দেশান্তর * চারি দিগে হৈতে ছেপাই পৌছেন আসিয়া ॥ ছিরাব বোরহানা দোন খোসাল দেখিয়া * এছহাক উদ্দিন কহে ভাবি পরওার ॥ আখেরি দাস্তান কেচ্ছা বদিওজ্জামার * সাইর করিনু আমি বহুত মেহনতে ॥ মমিনের আদর হইলে সাফলতা চিতে *

হজরত আমির হামজা রোখাম হইতে মক্কা সহর পৌছিবার বয়ান ॥

পয়ার ॥ বোরহানা ছিরাব লিয়া এই কারবার ॥ আমির লইয়া কিছু শুন সমাচার * নায়স্তান জোলমাতে আগুনে পুড়িয়া ॥ তামাম লস্কর যত গেলেন জলিয়া * তিন সত আসী ছিল নামি পাহাল-

বদিওজ্জামাল যাদুর তেলেছমাতে পড়িয়া কয়েদ হইবার বিবরণ ॥

পয়ার ॥ যে কথা ছাড়িয়া আইনু শুনসে বয়ান ॥ কি মতে কয়েদ হৈল বদিওজ্জামাল * যখন জামাল মর্দ্দ কোকাফ সহরে ॥ কুরছি পরির ডেরে খোসাল খাতেরে * সেসব বয়ান আছে হামজার দাস্তানে ॥ দরকার নাহিক হেথা দোবার রচনে * কোকাফ সহরে মর্দ্দ বদিওজ্জামাল ॥ ঘুমিয়া ফিরেন জেন পুর্ণিমার চাল * জিনে ছুর বাহাদুর বিজলির ছটা॥ গিল ছওার পেটে পয়দা আমিরের বেটা * দেখিয়া জামাল রূপ কোকাফের পরি ॥ কত জন করে হায়২ মরি২ * কিন্তু জামাল কার তরে না করে কবুল ॥ কোন জন পরি কাবু নাই পায় কুল * কুরছি খোসাল বড়া জামকে দেখিয়া ॥ জঙ্গল ময়দানে ফিরে জামালে লইয়া * কোকাফ ছরহদ্দে এক মস্কালা সহর ॥ সেখানে ছরদার এক ছিল নামদার * ফিরোজ বক্ত বলে নাম পরির ছরদার ॥ তিন লাখ পরিছিল তাবেতে তাহার তার এক বেটী ছিল ছবনুর নাম ॥ ছুরাতের জোতে তার হয়রান আলম * পিঞ্জিরা মতন ছবি আছিলেক গায় ॥ চক্ষেতে দেখিলে তারে মুনি ভুলে যায় * চুলকে চাহিয়া শরু কোমর তাহার ॥ দেখিতে হাছিন মান চান্দ পুর্ণিমার * বুকেতে কমল কলি আনার মতন ॥ গোলাবের খোসবু গায় চলন খঞ্জন * জৌবন বাহার অতি ছরতের বান ॥ লেখিলে দাস্তান হবে দরিয়া দাস্তান * এক দিন কুরছি পরি জামালে লইয়া ॥ ময়দানে ছায়ের করে খোসাল হইয়া ঐ ময়দানেতে ছবনুর পরিজাত ॥ ময়দানে ফিরিতেছিল দেল খোসালিত * হেন কালে জাম মর্দ্দ সেখানে পৌছিল ॥ জামালে দেখিয়া ছব বেহুস হইল * লাগিল চাহনি বান ছবনুর বুকে ॥ ছট ফট করে পরি উকি ঝাকি দেখে * সাত হাজার পরি ছিল ছবের ইয়ার ॥ ছবনুরে হাওা করি কান্দে জার২ * কতক্ষন পরে পরি হুস পাইয়া কয় ॥ না দেখি আদম জাত গেলেন কোথায় * পরিগন বলে কুরছি সাতে গেল লিয়া ॥ ছবনুর শুনে কান্দে বেহুস

হইয়া * দেওানা হইয়া গেল বিছানায় পড়িয়া ॥ আপনা আপনি ছাতি মলেন কসিয়া * বারতকি আনিয়া মুজি আলতে চালায়। তাহাতে কি মিটে সাধ কবিকার কয় * গোশ্বা হৈয়া কহে পরি শুর্জ্জের কারনে॥ তাকিদ ডবিয়া যাও দেরি কর কেনে * শুরুজ ডবিল যদি ছবনুর জান॥ সঙ্গেতে লইল মুজি উজির দেলজান * কুরছির মোকানে পরি গেল রাত কালে॥ গোপনে থাকিয়া পরি দেখেন জামালে * জামাল কুরছির সাতে নাচে গীত গায়॥ দেখে ছব নুর পরি করে হায়২ * কোনমতে দাও নাই পায় দুরাচার॥ ফিরিয়া আইল ঘরে হইয়া লাচার * বেহানে কুরছি পরি জামালেরে কয়॥ বাবার আগেতে চল দাদা মহাশয় * শুনিয়া বদিওজ্জামা হইল খোসাল॥ দেখিতে বাপের তরে হৈল মস্ত হাল * সাইট হাজার ছেপাই আছিল কুরছির॥ সাজিয়া তামাম পরি হইল বাহির * কুরছি জামালে লিয়া চলিল উড়িয়া॥ আমীর হামজারে দিল জামালে শুপিয়া * চলিয়া আইল জাম বাপের নজদিক॥ হেথা ছবনুর গোশ্বা দেলেতে অধিক * যেখানেতে পাব আমি এই যে আদমে॥ আনিব বাহানা করি না ছাড়িব দমে॥ দেলজান উজির সাত মছলত করিয়া॥ জাদুর ওস্তাদ এক আনে বোলাইয়া * শিখিতে লাগিল জাদু তার বরাবর॥ হরেক যাদুর কামে হৈল ওস্তয়ার * পাহাড় গলায়ে পানি করিবার পারে॥ পানির ঢেউকে যে পাহাড় করে জোরে * আদমকে পশু করে নিজে পশু হয়॥ উজানে চালায় পানি বান্দি লিয়া যায় * যাদুর এলেম পরি তামাম শিখিয়া॥ জামাল লাগিয়া পরি চলিল উড়িয়া * দেখিল বদিওজ্জামা আজহারের দেশে॥ হাল হকিকত জানি ফিরে এল শেষে * যাদুর বাগান এক তৈয়ার করিল॥ তাহার বিছেতে কত তছবির খেছিল দোকান পসার কত বসায় বাজার॥ গান তহশিল আমদাদি খাজা-নার * গাছ বৃক্ষ মেওাজাত তালাব নহর॥ সাদ্দাদ বানায় যেন বেহেস্ত শহর * বাগান তৈয়ার করি ছবনুর পরি॥ দেলের বিছেতে খুসি হইল সুন্দরী * বলে এই বাগানেতে জামালে লইয়া॥ শুইয়া রহিব দোহে বুকে বুক দিয়া * এ বলিয়া দাসীগণে লিয়া ছবনুর।

জামালের লাগি ফিরে দেশ দেশান্তর * অবশেষে পৌছে গিয়া রোখাম সহর॥ যেখানেতে গাওলঙ্গি তক্তের উপর * সেখানে যাইয়া পরি ভাবা গোনা করে॥ কোথায় পাইব দেখা জামাল খাতেরে * পরেতে তামাম পরি রাত্রি অবষানে॥ বাড়িং ঢুড়ি ফিরে বদিওজ্জামালে * ছবনুর দেলজান লিয়া জামাল কারন॥ গাওলঙ্গি ঘরে শেষে পৌছে দুইজন * দেখিল সেকেল তার আরবি বাহার॥ শুইয়া আছেন সবে নিন্দের বাহার * দেলজান ছবনুরে কহে এইত আরবি॥ এখানে বদিওজ্জামা পাওা যাবে খুবি এ বলিয়া সাতে লিয়া যত পরিগনে॥ জামাল লাগিয়া ফিরে মন উচাটনে * একেং করি সবে ঢুড়িতে লাগিল॥ কোনখানে জামা- লেরে দেখা না পাইল * আছিল জামাল সাহা কোঠার ভিতর॥ গাওলাঙ্গি বেটা সাতে খোসাল অন্তর॥ গাওলাঙ্গির বেটা ছিল বুল কাছেম নাম॥ তাহার বাজুর জোরে হয়রান আলম * দোন সাহাজাদা দোন হৈয়া এক সাত॥ কোঠার ভিতরে দোন হাস্য কহে বাত * এখনেতে ছবনুর জামাল লাগিয়া॥ বাড়িং ঢুড়ি ফেরে পেরেসান হৈয়া * কোন খানে না পাইল জামালের তরে॥ অবশেসে কহে বাত দেলজান উজিরে * কি করিব কোথা যাব কি হইল উপায়॥ কোথা গেল জাম সাহা মরি তার দায় * উজির দেলাসা দিয়া কহে ছবনুরে॥ খুবভাতে চিনি আমি আমির হামজারে লাল রঙ্গ ছবুজের উড়ে যে নিশান॥ ঐ যে আমির হামজা জান বাদসা জান * উজির একথা বলে ছবনুরে লিয়া॥ গাওলঙ্গি অন্দরেতে পৌছিল যাইয়া * দেখে ঠাইং আছে তক্ত আলিসান॥ ছেহেলি বান্দিরা বিবি শুয়ে নিদ্রা যান * ঈশ্বানে উপরে তাকে সেথা জ্বলে বাতি॥ সেখানে পৌছিল গিয়া পরি দুষ্টমতি * নজর করিয়া দেখে কপাট ঝিড়কিতে॥ দুই সাহাজাদা দোন শুয়ে এক সাতে * একে বুল কাছেম সাহাজাদা রোখামের॥ দোছরা বদি ওজ্জামা পতি আরবের * দেখে ছবনুর পরি হইল খোসাল॥ মাত্তার সিন্দুক যেন পাইল কাঙ্গাল * দেল জান তরে কহে শুনহে উজির এইত বদিওজ্জামা কিকরি ফিকির * কেমনেতে লিয়া যাই

মস্কাল সহর॥ কিমতে কাবুতে ফেলি কহনা খবর * আমি বলি নিন্দ গুলা আছে মোর হাতে॥ গিয়ানে ফেলিয়া দেই জামাল চক্ষুতে * আশী লাখ নেরানব্বই হাজার নিন্দ আছে॥ নিন্দ যোগে লিয়া যাই বাগানের বিছে * উজির কহেন শুনে এ পছন্দ নয়॥ তা হইলে আদম জাত পাইবে বিষয় * যখন যাইবে জাম করিতে সেকার॥ গিয়ানে হরিণ রূপ ধর আপনার * কোদা ফান্দা করি ফির জামালের আগে॥ তোমাকে দেখিয়া জেন তার এস্ক লাগে তোমাকে দেখিয়া ঘোড়া উঠা ব জামাল॥ যাদু জোরে উড় তুমি হাওার সামাল * এখন যাইয়া এক বানাও নহর॥ তাহার ভিতরে রাখ তালাব যাদুর * সেখানে যাইয়া তুমি কুণ্ডাতে পড়িয়া॥ দেখাও আপনা ছাতি জামালে খুলিয়া * মারিবে চাহনি বান জামাল পরেতে॥ যাদুর জোরেতে জেন পড়েন কুণ্ডাতে * আমি হুসীয়ারি রব লস্কর লইয়া॥ জামালে লইয়া যাব বাগানে চলিয়া * শুনে ছব নুর খুব পছন্দ করিল॥ উপযুক্ত কথা শুনি এনাম বকসিল তখন খোসাল হৈয়া দেলজান উজির॥ ছবনুরে লিয়া গেল ময়দান বাহির * যাদুর জোরেতে এক উচা জমিনেরে॥ পানিতে ছয়লাব কৈল ময়দান মাঝারে * তাহার ভিতরে ফের খুদে কুণ্ডা এক॥ বহুত গহেরা কৈল পলিদ নাপাক * বে চিন করিয়া রাখে যাদুর জোরেতে॥ এখানে জামাল রহে কাছেমের সাতে * হেথায় আমির হামজা ফজরে উঠিয়া॥ ওম্মর মাদীর তরে কহে বোলাইয়া দেল বড়া পেরেসান আছেন আমার॥ চলহ ময়দানে আজি করিব সেকার * শুনিয়া ওম্মর মাদী হামজার ফরমান॥ তৈয়ার হইয়া সবে চলিল ময়দান * গাওলঙ্গি আবুওল কাছেম বেটা তার॥ চলিল বদিওজ্জাম করিতে সেকার * বহুত হয়রান হৈল দুই প্রহর বেলা সেকার না পায় সবে হইল উতালা * আবুওল কাছেম আর বদিওজ্জামান॥ জণ্ডা মর্দ্দ দুই জন বাহার সাজান * এহারা সেকার লাগি কেনারা হইয়া॥ সেকার লাগিয়া চলে হামরাও হইয়া * হেথা ছবনুর ছিল জঙ্গলে লুকিয়া॥ বদিওজ্জামাল তরে নজরে দেখিয়া * দেলজান উজিরে কহে শুন সমাচার॥ এইত বদিওজ্জামা

— —

মাশুক আমার * রহ তুমি পিছামোর নাছাড় কখন ॥ হরিণ ছুরাত হইয়া দেখিব জামান * এ বলিয়া ছবনুর যাদুতে হাকিল ॥ ছুর্দ্দ বেশ ধারন করি মৃগ বেশ হইল * কোদা ফান্দা করে হরিণ জামালের আগে ॥ লাফা লাফী করে হরিণ বাউ ভরে ভাগে * সোনার ছুরাত ছবি হরিণের গায় ॥ দেখিয়া বদিওজ্জামা করে হায়২ মনে কহে জিউতা ধরিব হরিণেরে ॥ ঘোড়াকে মারিয়া কোড়া চলে বাও ভরে * চলিল যাদুর তেজে হাওাতে হরিণ ॥ না পারে পৌছিতে পিছা বদিওজ্জামান * গোস্বা হৈয়া মারে কোড়া ঘোড়ার পরেতে ॥ হরিণের পিছে ঘোড়া চলিল হাওাতে * এই মতে কত দুর যায় নেকালিয়া ॥ ঐ কুঙা বিছে হরিণ গিরিল যাইয়া * কুঙাতে পড়িয়া মৃগ ধরি নিজ বেশ ॥ জামাল পরেতে বান মারে শোবিশেষ * মারিয়া চাহনি বান ছবনুর তায় ॥ ছাতির কাপড়া খুলি জামালে দেখায় * ছুরাত দেখিয়া জাম আসক হইয়া ॥ ঘোড়া সহ কুঙা বিছে গিরিল যাইয়া * দেলজান লস্কর লিয়া আছিল পিছেতে ॥ যখন দেখিল জাম গিরিল কুঙাতে * আপনা লস্কর লিয়া তাকিদ পৌছিল ॥ জামের ঘোড়ার বাগ ধরিয়া চলিল * জামাল নজর করি দেখে তাকাইয়া ॥ কোথায় লস্কর বোন কোথা গেল কুঙা * কাছেম পরান ধিক গেলেন কোথায় ॥ ছব নুরের রূপ দেখি করে হায়২ * ছব নুর পরি লিয়া জামাল কারন ॥ ঘড়ি বিছে পৌছে গিয়া যাদুর বাগান * বাগানে পৌছিল যদি ছব নুর পরি ॥ দেলের মাঝারে খুসি হইল সুন্দরী * এছহাক উদ্দিন কহে লেখা নছিবের ॥ বান্ধন হইল জাম এহার খাতের *

পয়ার ॥ যখন জামালে লিয়া ছবনুর পরি ॥ যাদুর বাগান বিছে পৌছিল সুন্দরী ॥ জামালে পাইয়া ছবনুর খুসি হয় ॥ আদর করিয়া তারে পালঙ্গে বসায় * নিজ হাতে বানাইয়া গুয়া আর পান ॥ জামালের মুখে দেয় ছবনুর জান * ছবনুর পরি তবে কহেন সবারে সকলে ঘুমাও গিয়া বাহিরেরঘরে*নেঘাবানি কর সবে বাগানচৌদিগ

দেলজান শুপিল তক্ত করিতে তাইদ * শুনিয়া দেলজান পরি হইল বিদায়॥ সাহি তক্তে বসিলেন বাহির না হয় * উজির হইল তার মেহেরজান পরি॥ যাদুর বাগান বিছে করেন ছরদারি * রোজ২ যায় পরি ছবনুর কাছে॥ হাল হকিকত জানি ফিরে এল শেষে * সাত হাজার সেনা ছিল ছবনুর পরির॥ বাগানের চারি দিকে থাকেন হাজির * হেথা ছবনুর জামে কহে এই বাত ॥ আসকেতে জ্বলি বার বচ্ছর লাগাত * এ বার বচ্ছর মরি তোমার কারন॥ মন সাধ মিটাইয়া দেহ প্রান ধন বদিওজ্জামাল শুনে হেট ছিরে রয়॥ দেলাসা ভরসা দিয়া ছবনুরে কয় * ছবুর করহে পরি কাহে পেরেসান॥ মিটাইয়া দিব তোমার দেলের আরমান * শুনে ছবনুর বাত মস্তি জোস হইয়া॥ পালঙ্গ উপরে সোয় উলঙ্গ হইয়া * দেখিয়া আমির জাদা তৌবা২ করে॥ ফেরেবে বাচাও আল্লা কবিকার বলে * আওরত মস্কারা জাতি জানে কত কলা॥ মক্করে মরদে ফেলি করে কত জ্বালা॥ চোর আর নারি দোন একুই সমান॥ যে করে বিশ্বাস সেই বড়ই নাদান * না কর বিশ্বাস নারীজাত নহে ভাল॥ চোর যদি দোস্ত তবু আছবাব সামালো * ছবনুর পরি গিধি আসকে উতালা॥ দুই হাতে লেপটিয়া জামের ধরে গলা * জাম সাহা আসকেতে হয়রান নেহাত হুসিয়ার হইয়া আপে কহে এই বাত * শুন পরি কহি আমি তোমার কারন॥ হারামিতে মাফ কর এই নিবেদন * আমার তল্লাসে হেথা আমির আসবে॥ তা হইলে তেরা সাতে সাদি বিয়া হবে * তখন গোজরান হবে হালাল কামাই॥ থোড়া দিন দেরি কর আজি মাফ চাই * হাস্য পরি হাস্য মত দুই জনে রই॥ আসিবে আমির হামজা থোড়া দিন বই * শুনে ছবনুর আগ জ্বলিল গোস্বাতে দ্বাদশ বচ্ছর আমি জ্বলি আসকেতে * তবুত আমার কোল নাহি দিল জাম॥ এতেক বেওফা দারি খাছলত আদম * গোস্বা হৈয়া ছবনুর যাদু প্রকাসিল॥ যাদুর ছববে জাম বেহুস হইল * বেহুস হইয়া জাম হুস হারা হৈল॥ ছবনুর পরি সাতে ভজনা করিল * দুই জনে সারারাত থাকিল শুইয়া॥ দ্বাদশ বরছের দুঃখ দিল

নিভাইয়া * বেহানে ছবনুর পরি বাহিরে আসিয়া॥ দেলজাম উজিরে গিধি কহেন ডাকিয়া * আদমে কাবুতে রাখ দিয়া বন্দখানা সারা দিন ফাকা রাখ নাই দেহ খানা * সাম হইলে মেরা আগে করিবে হাজের॥ বেওফা আদম জাত না রাখে খাতের * উজির হুকুম পাইয়া তেমনি করিল॥ জামালকে বন্দ খানা বিছেতে রাখিল সারা দিন ভুকা রাখি সামেতে নেকালে॥ ছবনুর সাতে রহে শুয়ে রাত কালে * বেওফা হারাম জাদী যাদুর জোরেতে॥ হারামি করেন জাম ছবনুর সাতে * দিন হইলে থাকে জাম বন্দখানা ঘরে॥ কোকাফ ছরহদ্দে এক মস্কালা সহরে * সেথা হৈতে কুরছির বাড়ি কুড়ি দিন॥ কুরছি নাহিক জানে এর কোন চিন * জামাল হয়রান থাকে ছবনুর হাতে॥ ছবের গোলাম এক চেহের নামেতে * বন্দখানা বিছে সেই মালেক আছিল॥ জামালে দেখিয়া সেই আসক হইল॥ যখন জামালে লিয়া বন্দখানা দেয়॥ চেহের আপন হাতে বন্দন কাটায় * খানা পানি আছুদা মতন জামে দেয় মেহের করিয়া পরি খেদমত করায় * জামাল তাহার পর খোসাল হইল॥ হাতের অঙ্গুরা জাম চেহেরে বকসিল॥ চেহেরে কহিল এই রাখহে যতনে॥ যদি খোদা রাজী মোরে হয় কোন দিনে * হাজের হইবে তুমি এ অঙ্গুরী লিয়া॥ এই দেশের বাদসাহী তোমাকে যাব দিয়া * শুনিয়া চেহের পরি খোসাল হইল॥ দেল দিয়া খেদমত করিতে লাগিল * এছহাক উদ্দিন কহে আওরত কমিন এই হালে জাম সাহা রহে বন্দখানা * জেলা মোর রঙ্গপুর-কাজির হাট পরগনা॥ মহকুমা নিলফামারি জল ঢাকা থানা * খালিসা খুটামারা বলি গেরামের নাম॥ মহাম্মদ বারামদ্দি কেবলার নাম নিলফামারি হইতে পুর্ব দিগে তার॥ চারি কোস দুরে এই অধিন অসার * জামাল রহিল বন্দ মস্কলা সহরে॥ না দেখিল সে সহর এ পাপী নজরে * হেথাকার কথা হেথা রহিল এখন॥ আমির হামজার বাত শুন দিয়া মন *

হজরত আমির হামজার সহিত আবু জেহেলের লড়াই হইবার বয়ান॥

পয়ার॥ হেথায় আমির হামজা আরব্ব বিছেতে॥ হামেসা মদদে রহে রছুলের সাতে * দিনেং বাড়ে দিন মোহাম্মদী দিন॥ মোছলমান হয় কত আসিয়া বেদিন * আমির হামজার ডরে তামাম কুফর॥ মোছলমান হয় আসি রছুল হুজুর * এই সব শমাচার দেশ দেশান্তর॥ তামাম মুল্লক জুড়ি হইল প্রচার .. মক্কা মদিনার বিছে মহাম্মদী দিন॥ আমল করিয়া লিল যতেক বেদিন * বুত পুজা ছেড়ে দিয়া পড়েন নামাজ॥ নবির তা ক বিনে নাহি কোন কাজ * মহাম্মদী জোস খুব উথালিয়া গেল॥ সমুদ্রের ঢেউ জেন বাড়িতে লাগিল * মক্কার কোরেসী যত হৈল মোছলমান॥ জেহেল পুজেন বুতে আর ছুফিয়ান * আরং থোড়াং তাহার সঙ্গেতে॥ কাফেরের দল হৈল মক্কার বিচেতে * আবু জেহেলের তরে বলে ছুফিয়ান॥ আমির হামজার ডরে হৈনু পেরেসান * লড়িয়া না পাব ফতে ছামনে তাহার॥ আমির আজরাইল মত উপরে সবার * দেখহে কতেক লোক মেরা সাতে ছিল॥ আমিরের ডরে সবে মোছলমান হৈল * মক্কায় থাকিলে জাতি না থাকিবে আর॥ মোছলমান হ তে হবে একবার * সাত হাজার ফৌজ আছে তাবেতে আমার॥ আমিরের আগে যেন পতঙ্গ আকার * মদায়ন সহরে বাদসা হরমুজ মর্দ্দানা॥ চলহ তাহার আগে লই গিয়া পানা * শুনিয়া জেহেল মর্দ্দ গোস্বায় জলিল॥ আবু ছুফিয়ান তরে কহিতে লাগিল * কত জোর ধরে সেই আমির নাদান॥ কোলে করি পুসিয়াছি পতঙ্গ সমান * খাতের জমা রহ তুমি এখানে বসিয়া॥ আমির আসিবে যবে মারিয়া ডালিব আপনার জাত ছাড়া কভুনা হইব॥ বেশী যেই কবে তারে মারিয়া ডালিব * এই মতে কহা শুনা করেন বসিয়া॥ আমির হামজার লেখা পৌছিল আসিয়া * আছিল খাতের মাঝে এই শুমাচার॥ শুন ভাই কহি

আমি কারনে তোমার * তোমার আমার মাতা পিতা এক জান॥ কুফরি ছাড়িয়া দেহ হও মোছলমান * এবরাহিম নবির ছহিফা কেতাবতে॥ মহাম্মদ নবি ছাহেব লেখা আছে তাতে * জানিয়া শুনিয়া আমি খেদমত তাহার॥ আমলে আনিয়া লিনু শুন সমাচার লাজেম তোমারে এবে শুন নামদার॥ কুফরি ছাড়িয়া তুমি হও দিনদার * আজেজি মিনতি আমি করি বার২॥ না মানিলে জান লিব তোমা সবাকার * মেরা বড় ভাই তুমি গুষ্টি এক জান॥ তাকিদ আসিয়া তুমি আনহ ইমান * এই সব বাত যদি লেখনে পড়িল॥ পড়িয়া জেহেল খত গোস্বায় জ্বলিল * খতের জবাব ফিরে লেখিল এয়ছাই॥ বেয়াদবি কথা তুমি লেখ মেরা ঠাই * আপনার জাতি ছাড়া যাদুরগীর বাতে॥ সেই বাতে চাহ তুমি আমারে ভুলিতে * ভাল চাহ মেরা ঠাই এসহ চলিয়া॥ দুই ভাই এক সাতে থাকি খুসী হৈয়া * তুমি যদি এসে রহ সঙ্গেতে আমার মহাম্মদে মেরে ডালি মারিয়া পয়জার * এই মতে লেখা পড়ি তৈয়ার করিয়া॥ কাছেদের হাতে দিল বিদায় করিয়া * কাছেদ লিখন লিয়া বিদায় হইল॥ আমির হামজার আগে লেখা লিয়া দিল আমির লেখন পড়ি করিল মালুম॥ লড়িবে আমার সাতে বেদিন জালেম * হজরত রছুল আগে কহেন আমির॥ আমাকে বিদায় দেহ লড়াই খাতির * আবু জেহেল ছুফিয়ান ভেজিল লেখন॥ লড়িবে আমার সাতে বেদিন নাদান * নবি বলে চাচা জান তেরা হয় ভাই॥ মোছলমান কর তারে মারিতে নাচাই * লড়াই করিয়া তারে আন দিন পরে॥ না মানিলে যাহা পার না পুছ আমারে * আমির ডাকিয়া বলে ওম্মর মাদিরে॥ সেতাবি তৈয়ার হও লড়াই খাতেরে * শুনিয়া ওম্মর মাদি হামজার ফরমান॥ লড়াই খাতেরে সাজে উনশত্তর জওান * ধুধু নাকারা বাজে ধাওসা নিসান॥ পায়-তারা করিল সবে লড়াই কারন * ওম্মর ওম্মীয়া চলে হামজার সহিতে॥ আবু জেহেলের সাতে লড়াই করিতে * জেহেলের আগে যদি আমির পৌছিল॥ দেখিয়া জেহেল আবু গোশ্বায় জলিল ছুফিয়ান তরে বাত কহে ডাক দিয়া॥ আমির আইল হেথা ডালহে

মারিয়া * সাত হাজার ছেপাই ছিল জেহেলের তাবে॥ মারিতে হামজার তরে সাজিলেক সবে * সাজিয়া বাহির হৈল জেহেল নাদান ॥ লড়াই খাতেরে মর্দ্দ চলিল ময়দান * আমির বলেন বাত আবু জেহেলেরে॥ খোদার রছুল নবি ঠিক পয়গম্বরে * মেরা বাত মান তুমি শুন ভাই জান॥ মোহাম্মদী দিনে তুমি আনহে ইমান * নহেত আমার হাতে জান খোয়াইবে॥ বড় ভাই হৈয়া মোর হাতেতে মরিবে * জেহেল শুনিয়া বাত আগ বরাবর॥ এসরে আমির বলি ডাকে বার২ * শুনিয়া আমির মর্দ্দ বেছমেল্লা বলিয়া॥ উঠায় আস্কর ঘোড়া মহিম লাগিয়া * জেহেল দেখিল যদি একেলা আমির॥ লস্করে হুকুম করে মহিম খাতের * চারি দিকে ঘিরে তির দেহ চালাইয়া॥ এখান হইতে যেন না যায় ফিরিয়া * হুকুম পাইল যদি জেহেল লস্কর॥ একেবারে ঘিরে আমিরের চারিওর * ঝাকে২ তির মারে বেদিন নাদান॥ দেখিয়া আমির হামজা খোদাকে মানান * ওহে আল্লা দয়াময় মালুম তোমায় ভাই হৈয়া মারে তির সহা নাহি যায় * এতেক বলিয়া মর্দ্দ আছমানে তাকিয়া॥ মারিল আছমানি হাক খোদায় ভাবিয়া * দেখিয়া ওম্মর মাদী লন্ধর পাহালওান॥ মকবেল হলবি আর মালেক জওান * বাহারাম গাওলঙ্গি ছাদ জোরওার॥ কুফর কাটিতে লাগে বলে মার২ * বেদেরেগ ছমছাম মারে আমির জাহান॥ যেই তেগ চালাইত শাম নুরিমান * ঘড়ি এক ময়দানেতে তেগ চালাইল॥ জেহেল লস্কর বিচে ভাগেল পড়িল * লস্করের হাল দেখি জেহেল নাদান॥ সাতেতে লইল আর আবু ছুফিয়ান * পলাইয়া যায় দোহে মদায়ন সহর॥ আমির দেখিতে পায় করিয়া নজর * আমির হাকিয়া কহে আবু জেহেলেরে॥ মহিম ছাড়িয়া ভাই কেনে ভাগ দুরে * মোকাবেলা হৈয়া আসি করহ লড়াই॥ পলাইয়া যাও কেনে ফিরে এস ভাই * শুনিয়া না শুনে তবু পলাইয়া যায়॥ আমির ধরিতে তারে আস্কর উঠায় * দেয়ের নছলে পয়দা আস্কর আছিল॥ হাওাকে রাখিয়া পিছে কুদিয়া চলিল ঘড়ি বিছে জেহেলের ছামনেতে গেল॥ দেখিয়া জেহেল বড়া

সরমেন্দা হইল * লাচার হইয়া মর্দ্দ তেগ হাতে লিয়া ॥ আমির হামজার পরে মারিল খেচিয়া * আমির উড়িয়া লিল ছেরে দিয়া ঢাল ॥ গোশ্বায় অজুদ কাপে দোন আখি লাল * কুদিয়া আমির তার ধরিল কোমর ॥ একুবারে ঘুমাইল ছের পরে * বান্দে হাত পায় ওম্মরে শুপিয়া দিয়া চলিল রাহায় * থোড়া ঘড়ি ফোরছত ছুফি-য়ান পাইয়া ॥ পলাইয়া গেল নিজ পরান লইয়া * আমির জেহেলে লিয়া ইয়ার সহিত ॥ হজরত রছুল আগে পৌছে খোসালিত * নবির হুজুরে দিল দাখেল করিয়া ॥ রছুল কহেন বাত চাচার লাগিয়া শুন চাচা এছলামি বড়ই মাকুল ॥ লাসরিক একা আল্লা করহ কবুল আরামে রহিবে গিয়া বেহেস্ত মাঝার ॥ জেহেল শুনিয়া তাহা করিল এঙ্কার * বারং কত মত কহিল রছুল ॥ হরগেজ জেহেল তাহা না করে কবুল * রছুল দেখিল যদি নামানে জেহেল ॥ আমিরের আগে নবি করিল দাখেল * আমির জেহেলে কয় মিনতি বচনে ॥ কদাচ জেহেল তবু দিন নাহি মানে * আমির দেখিল যদি নামানে জেহেল ॥ বড়ই কঠিন শক্ত ছঙ্গ তার দেল * ছমছাম লইয়া হাতে মারে উঠাইয়া ॥ ধড় হৈতে ছের তার গেল জুদা হৈয়া সেই ছের লিয়া মর্দ্দ নবির আগে যায় ॥ হজরত রছুল দেখি তাজ্জ-বেতে রয় * এসময় জিবরিল আসিয়া পৌছিল ॥ হজরত নবির তরে কহিতে লাগিল * শুন নবি জবে তেরা পয়দা না হইল ॥ কুফর তুড়িতে আল্লা আমিরে ভেজিল * তেরা দিন যেই জন করিবে এঙ্কার ॥ হামজার তলওয়ারে সেই হইবে সংহার * আমির হইতে কুফর পয়মাল হইল ॥ এ বলিয়া জিবরিল বিদায় হইল * হজরত রছুল তবে আমির হামজায় ॥ ছামনেতে রাখে কোথা যাইতে না দেয় * এছহাক উদ্দিন কহে দাস্তানের জীবনি ॥ কিমতে বোরহানা লড়ে শুনসে কাহেনী *

হরমুজের খত বোরহানা পাইবার বয়ান ॥

পয়ার ॥ কেরাচিন সহরে হেন্দি বোরহানা জোরওার ॥ আমিরে মারিতে করে লস্কর তৈয়ার * এই মতে কত দিন যায় গোজারিয়া

মদায়েন হৈতে খত পৌছিল আসিয়া * কুলখ খুলিয়া লেখা লাগিল পড়িতে ॥ এয়ছাই মজমুন লেখা ছিল সে নামাতে * মদায়নের বাদসা লেখে এই সমাচার ॥ হরমুজ তাহার নাম বেটা নৌসেরওার * শুন রইতনের বেটা বোরহানা মর্দ্দনা ॥ তোমার বিচার নাই মাফিক দেওানা * তোমার বাপকে আর চাচাকে তোমার ॥ মারিল আমির হামজা কাউছ মাঝার * সে খবর পাইয়া তুমি বাপকে আমার ॥ লেখনে জানিয়া লিলে সব সমাচার * মেরা বাপ লেখে তুজে খবর এয়ছাই ॥ আমির হামজা মারে করিয়া লড়াই কেমনেতে আছ তুমি বেহুস হইয়া ॥ নালিলে বাপের দাদ মরদানা হইয়া * মেরা বাবা নৌসেরওা বাদসা মুল্লুকের ॥ শুনিয়া ছাড়িল তক্ত হইল মোদের * দোছরাতে শুন আছে একেলা আমির ॥ ইয়ার আছহাব নাই সঙ্গের সাতির * নাস্তিয়ান জোলমাতে আগুনে পড়িয়া ॥ তামাম লস্কর গেল গারত হইয়া * একেলা হইয়া আছে আরব্ব সহরে ॥ থোড়েক লস্কর হৈলে মারা সেহ পড়ে * এখা-তেরে লেখি আমি তোমার লাগিয়া ॥ আমির হামজাকে মার লড়াই করিয়া * তুরুক আমিরে যদি পার মারিবার ॥ তামাম আরব্বে ফিরে দোহাই তোমার * মুল্লুকে জাহের থাকে আপনার নাম ॥ তাবেদার হবে তেরা আলম তামাম * বোরহানা লিখন পড়ি খোসালিত মন ॥ উজিরের তরে পিধি করিল ফরমান * লস্কর তৈয়ার কর দের না করিয়া ॥ লড়াই করিতে যাব আরব্বে চলিয়া * কয়জান উজির শুনে হুকুম বাদসার ॥ হুকুম করিয়া দিল ডাকিয়া ছরদার লস্কর তৈয়ার কর মহিম কারণ ॥ সেতাব করিয়া কর জঙ্গের সাজন পরেতে উজির গেল আন্দর মাঝার ॥ দস্ত জোড়া হৈল খাড়া আগে হেন্দিয়ার * হেন্দিয়া উজিরে কহে কি তেরা দরকার ॥ শুনিয়া উজির কহে আগে হেন্দিয়ার * যাইবে বোরহানা সাহা আরব্ব সহরে ॥ লইবে বাপের দাদ মারিয়া আমিরে * তামাম মুল্লক বিচে যত বাদসা ছিল ॥ নামা লেখে সবাকারে মাঙ্গাইয়া লিল * শুনিয়া হেন্দিয়া বিবি হৈল জার২ ॥ লাঙ্গা ছেরে চলে বিবি আগে বোর-হানার * বোরহানা দেখিল যদি আপনার মায় ॥ নতসিরে কর

যোড়ে এই বাত কয় * আপনে আইলে হেথা কিসের কারণ হেন্দিয়া বলেন বাছা কিসের সাজন * এতেক লস্কর দেখি কি লাগি তৈয়ার॥ বোরহানা বলেন জাব মক্কার মাঝার * লইব বাপের দাদ আমিরে মারিয়া॥ লইয়া বাপের দাদ আসিব ফিরিয়া শুনে হেন্দি বোরহানেরে এই বাত বলে॥ খুসিতে বাদসাই কর গম নাই দেলে * নাহক লড়িয়া তুমি হবে পেরেসান॥ বড় জোর ধরে সেই তুরুক জওান * শুনিয়া বোরহানা কহে আপনার মায়॥ আমির না আটে মোরে তোমার দোয়ায় * নেহাত লড়িব আমি আমিরের সাতে ॥ লইব বাপের দাদ কাটি তার মাতে * আমিরের তরে যদি আমি নাহি মারি॥ লান্নত মর্দ্দমি আমি বৃথা প্রাণ ধরি * কান্দিয়া হেন্দিয়া বলে শুন বাবাজান॥ সাদি বেহা নাহইল দুনিয়ার গোজরান * এখন করহ সাদি নাহও বৈমুখ ॥ হরদম দেখিব আমি বধু চাঁদমুখ * বোরহানা এবাত শুনি কবুল করিল॥ হেনকালে উজির উঠিয়া খাড়া হৈল * হেন্দিয়ার আগে কহে উজির কায়জন॥ আমার ভাগ্নিকে সাদি করেন বোরহান * হেন্দিয়া শুনিয়া কহে উজিরের তরে॥ কেমনে মিলন হবে বাঙ্গালীর তরে মোরা হৈনু হিন্দুস্তানি হিন্দির জবান॥ কেমনে বাঙ্গালী সাতে হবে আলাপন * উজির আরজ করে হেন্দিয়া হাজির॥ ভগ্নী পালন হৈল সহর দেহলীর * আমার বাড়িতে সেই হৈয়াছে পালন॥ হামেসা হিন্দির বাত করে আলাপন * হিন্দিও বাঙ্গালা দোন পারে বুঝিবার॥ এলেমে আলেম সেই বড় ওস্তয়ার * হিন্দিয়া কবুল করে শুনি এই বাত॥ পয়ার প্রবন্ধে কহে দাস্তানের বাত বোরহানার সাদি হয় দাস্তান মাঝার॥ এছহাক উদ্দিন লেখে করি মোক্তছার *

বোরহানার সাদি হইবার বয়ান

খোলাহাটী সহরেতে আজাদ সাহার॥ তার ঘরে এক বেটী দিল পরওার * পিয়ার করিয়া নাম রাখে মহিজান॥ সুরতের খুবি তার কি কব বয়ান * মহিতে মহিত ছিল এ মহি মণ্ডল॥ রূপেতে

সবার জান আসকে দখল ❋ চৌদ্দা বরছ ছেন রূপে যেন সোনা ॥ কাচা হরিদ্রার মত শরীর গঠনা ❋ বুক মাজে দু পেস্তান আনার জেমন ॥ রাজ হংস চলনের নয়ান খঞ্জন ❋ জে জন দেখিল চক্ষে মহিজান তরে ॥ পাগল হইয়া ফিরে দেশ দেসান্তরে ❋ রূপের আহওাল যদি লেখি বিনাইয়া ॥ নাহক দাস্তান জাবে দরিয়া হইয়া সে সব ছাড়িয়া দিনু শুন ফল বানী ॥ বোরহানা করিল সাদি সেই বিবী আনি ❋ জবাই করিল দুম্বা বিরাসি হাজার ॥ খানা খেলাইল লোকে কে করে শুমার ❋ টাকা কড়ি বেশুমার করিল খয়রাত ❋ লোটাইল কত ধন খোদার রাহাত ❋ রহিল চাল্লিস দিন খেলওতে বিবীর ॥ হামেল হইল বিবী ফজলে এলাহির ❋ বোরহানা বাহিরে আসি উজিরে ডাকিয়া ॥ হুকুম করিয়া দিল লস্করে ডাকিয়া ❋ তৈয়ার হইয়া রহ যতেক ছেপাই ॥ পায় তারা করিব কাল করিতে লড়াই ❋ বোরহানার হৈল সাদি রচেন অধিন ॥ গোনা খাতা মাফ কর এলাহি আলমিন ❋ মোর মত গোনাগার কেহ নাই আর কেবল দরগায় কান্দি রহম তোমার ❋ ইষ্ট মিত্র নাহি আল্লা ভরসা তোমার ॥ তোমার ভরসা লাগি আছি ওম্মেদ ওয়ার ❋ বিমাতার জুলমেতে কান্দি রাত দিন ॥ ভাবিয়া না পাই কোন ভালাইর চিন আমি জেয়ছা বিমাতার জুলমে হয়রাণ ॥ কাহারে না কর আল্লা হও দয়াবান ❋

বোরহানা আমিরে মারিতে আরবে পৌছিবার বয়ান

পয়ার ॥ মন দিয়া শুন সব জামালে দাস্তান ❋ কি মতে লড়াই করে বোরহানা পাহালওান ❋ রাত যদি পোহাইয়া বেহান হইল ॥ কায় জান উজিরে গিধি হুকুম করিল ❋ দের নাহি সহে আর চলহে মক্কায় ॥ যাহাতে আমির হামজা ঠায় মারা যায় ❋ সাজিয়া তৈয়ার ছিল যতেক লস্কর ॥ হুকুম করিল যদি কমিনা কুফর ধুধু নাকারা সব্দ বাজিতে লাগিল ॥ আরব সহর লাগি পায় তারা করিল ❋ ঝাণ্ডা ও নেসান কত লেখা জোখা নাই ॥ আড়ে দিগে বার কোস লস্কর ছেপাই ॥ বোরহানা কমজাত সাজে মউত কারণ

বিধির নির বন্ধ তাহা কে করে খণ্ডন * সাতে চলে সেনাপতি পোনের হাজার * ছয়লাক চলে তার ঘোড়ার ছওার * নব্বই হাজার হাতি বড় মস্ত ফিল॥ আশি হাজার তীরেঙ্গাজ চলিল সামিল * তার পরে চলিল ছিরাব জোরওার॥ সাতে চলে আছয়ার বেরান্নই হাজার * চলিল তওক জরবী ফৌজ লইয়া॥ চলিল খাকান মর্দ্দ খোসাল হইয়া * সাদ্দাদের বেটা চলে নামেতে আদ্দাদ॥ বোখারার পতিচলে নামে ফি কাবাদ * গিলাণের বাদসা চলে নামে গজনফার॥ আমিরের সালা মামা বদি ওজ্জামার * তারপরে চলে সাহা খোতান ছমান॥ সাতে যার তিন লাক বড়া পাহালওান তার পরে চলে সাহা বাদসা মেছেরের॥ দোরাগ বলিয়া নাম নাতি আদিছের * ফারাজন বাদসা চলে ফারছ দেশের॥ চলিল তুরুক সামি সাতে হাসমতের * খাওারের বাদসা চলে পরেতে তাহার নামে বাদসা কায়রান বড় জোরওার * তাহার পরেতে চলে বাদসা আক্কাছের॥ কারুন বাদসার বেটা লোলহেয়া নামের * তার পরে চলে বাদসা ছোবে বেহারের॥ জয় পাল বলিয়া নাম জানিবে তাদের তাবেতে বহুত ছেপা মর্দ্দানা বাঙ্গালী॥ নানা ফল খায় তবু বুদ্ধির কাঙ্গালি * চলিল জলপাই সাহা জল পাইর পাতি॥ ঘোড়া ঘাট রংপুর চলে সাতে মস্ত হাতি * তুবান তুগান চলে চিন জোরওার সিস্তানি ছেপাই চলে বলে মার২ * জাবুলী কাবুলী চলে জোরে জাহাবাজ॥ ছুরাতি বম্বাই চলে কড়কে আওাজ * মেছু গারো ভুট চলে করে কিচি মিচি॥ নাগা কুকি সাওতাল পেরত সন্যাসি * আর কত বাদসা চলে লেখা জোখা নাই॥ আমির হামজার সাতে করিতে লড়াই * বোরহানা চলিয়া যায় আরব মাঝার॥ জঙ্গল নিকটে এক দেখিল ছওার * পেয়াদা ভেজিয়া তারে লিল মাঙ্গাইয়া হাল হকিকত পুছে কাছে বসাইয়া * কোথায় তোমার ঘর জাইবে কোথায়॥ জঙ্গল কেনারে কেনে ফিরেহ একায় * ছওার কান্দিয়া বলে বোরহানার পায়॥ মোর মত অভাগ নাহ্লিক দুনিয়ায় * আরব নাম সহর ঘর ছুপিয়া নীম॥ আমির হামজার সাতে হইল মহিম তাহাতে পড়িল মারা যতেক ছেপাই॥ জান বাছাইয়া আমি মদা

য়েনে যাই * হরমুজ বাদসার আগে লিব গিয়া পানা ॥ আপনি কোথায় যাবে শুন আলম্পানা * বোরহানা হাসিয়া বলে শুন ছুফিয়ান ॥ কাহেক কসেল্লা পায়া জাবি মদায়েন * সেথা জেয়ে কাম নাই চল মেরা সাতে ॥ মারিব হামজাকে আমি আপনার হাতে লইব বাপের দাদ আমিরে মারিয়া ॥ আরবের বাদসাই তোমাকে জাব দিয়া * ছুপিয়ান শুনি হৈল খোসাল হাজার ॥ বোরহানার সাতে চলে হৈয়া মস্তহাল * এয়ছা হাসমতের সাতে মারিতে আমিরে ॥ চলিল বোরহানা গিধি আরব্ব সহরে * ছুফিয়ান আগে চলে হৈয়া রাহাদার ॥ কত দিনে পৌছি গিয়া আরব্ব মাঝার * আমিরা বলিয়া এক নাম ময়দানের ॥ সেখানে পৌছিল যদি বোরহানা কাফের * ছুপিয়ান মুখে শুনে এই সমাচার ॥ হেথা হৈতে তিন দিন আমির হামজার * হেথা হৈতে আমিরের লাগ তিনদিন শুনিয়া বোরহানা গিধি উতারিল জিন * গলি কুচা ঠাই২ বসায় বাজার ॥ খানা পাকাইয়া খায় কুফর ছওার * কহে হিন এছহাক-উদ্দিন খাকছার ॥ বোরহানা লেখা ভেজে হুজুরে হামজার *

হজরত আমির হামজা বোরহানার খত পাইবার বয়ান

পয়ার ॥— এক দিন রছুলুল্লা আলায়হে চ্ছালাম ॥ আমির হামজার সাতে বসে ছোবেসাম * চান্দকেঘিরিয়া যেনরহে তারাগণ তেছাই রছুল আছে লিয়া ইয়ারান * হেনকালে লেখন আইল কুফরের ॥ লেখিয়াছে বোরহানা আমির খাতের * রইতপের বেটা আমি বোরহানা জোরওার ॥ মারিলে বাপকে তুমি কাউছ মাঝার * বেগর কছুরে মেরা বাপকে মারিলে ॥ তেফেলি বয়সে মোরে এতিম করিলে * জেই রইতনের তরে জোরেতে ধরিয়া ॥ তামা পেলাইয়া তারে মারিলে ডালিয়া * সেই রইতনের বেটা আমিত বোরহান ॥ আমার অজুদ জান মাফিক মাসান * তীর গুলি গায় মেরা নাকরে আছর ॥ ঢাল ছেওা লড়ি আমি মহিম ভিতর * লইতে বাপের দাদ পৌছিনু হেথায় ॥ কাটিব তোমার ছের জানিবে নিশ্চয় * না ছাড়িব

তোমারে আমি শুনরে তুরুক ॥ কাটিব তোমার ছের নাহবে বৈমুখ সেতাবি বাহির হও এখানে আসিয়া ॥ ছালামি খাজানা মোরে দেহ পৌছাইয়া * আড়ে দিগে বার কোশ লস্কর শুমার ॥ লড়াই কারণ আমি আছি এন্তেজার * আমির লিখন পড়ি মালুম করিল ওম্মর ওম্মিয়া তরে কহিতে লাগিল * রইতনের বেটা এল লড়াই কারন ॥ আড়ে দিগে বার কোশ লস্কর গনন * ওম্মর মাদীরে ফের কহে বোলাইয়া ॥ লস্কর তৈয়ার কর মহিম লাগিয়া * ওম্মর হুকুম পাইয়া সাজায় লস্কর ॥ পহেলা গাওলাঙ্গি দোছরা লস্কর ॥ সবা তইক. বাহারাম মালেক ওস্তর ॥ ছাঁদ নামদার সাজে ইয়ার সত্তর ওম্মর ওম্মিয়া সাজে খেয়াল করিয়া ॥ লইল সোনার গোর্জ্জ গর দানে তুলিয়া * কাঠের তলওার বান্দে চামের ইজার ॥ সিয়ালের নেজ ছেরে ছাড়িয়া দেস্তার * ফল নাহি তীর হাতে বেগুন কামান ॥ বাউ ভরে চলে যেন বির হনুমান * সাজিল হয়দর সাহা আলি নামদার ॥ জাহার হাকেতে কাপে সয়াল সংসার * এই মতে একে২ যত পাহালওান ॥ তৈয়ার হইল সবে আপন২ * আমির বলেন ভাই ওম্মর ওম্মিয়া ॥ লস্কর লইয়া চল মহিম লাগিয়া ধুধুঁ নাকারা সব্দ বাজিতে লাগিল ॥ আমিরা ময়দান বলি পায় তারা করিল * হজরত আমির হামজা রছুলের পায় ॥ ছালাম করিয়া মর্দ্দ হইল বিদায় ॥ হেথায় জাছুছ মুখে শুনিল বোরহান আমির সাজিয়া এল লড়াই কারণ * ছুফিয়ান তরে গিধি এই বাত কয় ॥ আমির কেমন মর্দ্দ দেখাবে আমায় * ছুপিয়ান বলে আমি দেখাব তোমারে ॥ এ বলি বোরহানে লিয়া উঠিল পাহাড়ে * আইল ওম্মর মাদি ছাহেব ছরদার ॥ চুয়ান্ন গজের উচা অজুদ যাহার বোরহানা পুছেন বাত ছুফির খাতের ॥ এই পাহালওান বুজি আইল আমির * ছুপিয়ান কহে বাত বোরহানার আগে ॥ ছাহেব ছরদার এই আমিরের দিগে * যতেক লস্কর আছে আমির হামজার তাহাতে ওম্মর মাদি ছাহেব ছরদার * তার পরে লস্কর আইল ময়দানে ॥ লস্কর এহার নাম কহে ছুফিয়ানে * তার পরে ছাদ ইমানি যখন পৌছিল ॥ আমির আইল বুঝি বোরহানা পুছিল * ছুফিয়ান

কহে এই আমিরের নাতি ॥ এইত্তবিনে আমিরের কেহ নয় সাতি * পৌছিল বোরহান সাহা তাঞ্জার ছরদার ॥ বাহারাম আপনি গেল ময়দান মাঝার * পৌছিলেক গাও লাঙ্গি ছাহেব জাহান ॥ যাহার গোর্জ্জের চোটে আলম হয়রান * তার পরে পৌছে সাহা বেটা কুঞ্জরের ॥ সবাতাইফ নাম তার মুল্লকে জাহের * লহর কানুছ পৌছে জেবেলী ছরদার ॥ পৌছিল ফরহাদ সাহা বড় জোরওার * পৌ-ছিল সরকব রুমি বাদসা তুরুকের ॥ মালেক ওস্তর পৌছে বাদসা বক্তকের * যখন হয়দর সাহা ময়দানেতে গেল ॥ বোরহানা ছুফির তরে পুছিতে লাগিল * সান ও সওকাত জেয়ছা এই পাহালওান ॥ আলবত্তা আমির হবে বুঝিনু নিদান * ছফিয়ান কহে এই দামাদ নবির ॥ সের আলো নাম এর এলাহির সির * হামজার ভাতিজা ফের নাতিন জামাই ॥ বড় জোরওার আলী কি কহিব ভাই * পৌছিল মঞ্জের সাহা এমনের পতি ॥ পৌছিল তৈখেরা সাহা হৈয়া তার সাথি * এই মতে জত২ পাহালওান ছিল ॥ আমির ময়দান বিচে যাইয়া পৌছিল * বোরহানা সবার নাম পুছেন ছুফিকে ॥ ছুফিয়ান সবার নাম কহে একে২ * অবশেষে পৌছিলেক আজদাহা নিসান ॥ যাহার ছায়াতে চলে আমির জাহান * নেসানের আওাজ তার কানে লাগে শুর ॥ কতরঙ্গ বাজা বাজে শুনিতে মধুর * সেই নেসারে বাজা যতদুর যায় ॥ হাতি উট ঘোড়া নাচে সেইত বাজায় * সেই মিসানের বিচে আমির জাহান ॥ সাত মুল্লকের বিচে যাহার ফরমান * তারপরে পিটপার হৈয়া নেঘাবান ॥ মকবেল হলব্বি পৌছে আমির ময়দান আমিরের পিছে২ ওম্মর ওম্মিয়া ॥ বাউল আকারে নাচি পৌছিল যাইয়া * বোরহানা করেন পুছ ছুফির কারনে ॥ নাজানি কি অবতার আইল ছামনে * ছুফিয়ান শুনে কহে বোরহানা খাতির ॥ আমির হামজার এই মছলত উজির * আমিরের বাহুবল উম্মর ইয়ার ॥ ওম্মর হইতে ফতে আমির হামজার * যখন আমির লড়ে মহিমের বিচে ॥ ওম্মর ওম্মিয়া রহে ঢাল তার নিচে * আর নেসানের বিচে ঘোড়ার ছওার ॥ জানহে আমির হামজা নাম যে

এহার * বোরহানা বলেন হামজা বটে ছোট কদ॥ ছোট কদ বিচে এয়ছা মর্দ্দমির হদ * বড়া২ পাহালওানে কয়েদ করিল বহুত বাদসার দেশ ছেনাইয়া লিল * বোরহানা এতেক বলি বিদায় হইল॥ আপনা লস্কর বিচে যাইয়া পৌছিল * খোদার কোদরতে রাত পৌছিল আসিয়া॥ খানা পানি দুই দলে খায় পাকাইয়া * কহে হিন গোনাগার এছহাক উদ্দিন॥ হামজার লেখন পায় বোরহান কমিন *

আমির ময়দানে যায় ও জঙ্গ শুরু হইবার বয়ান

পয়ার॥ আমির ময়দান পরে রহে উতারিয়া॥ তামাম পাহালওান রহে আরাম করিয়া * বেহানে আমির মর্দ্দ দরবারে বসিয়া আব্বাছ ভাইর তরে কহে বোলাইয়া * এয়ছাই লেখন লেখ বোরহানার তরে॥ তাকিদ চলিয়া আসে আমার হুজুরে * আব্বাছ লেখন লেখে আমিরের বাতে॥ খোদা ও নবির ছানা লেখে পহেলাতে * তার পরে লেখে খতে হাছেল কালাম শুনরে বোরহানা শুন লেখি যে পয়গাম * আমির আমার নাম আলমে জাহির॥ দেও পরি ভুত ভাগে না হয় হাজির * দেও তুড়িবারে গেনু কোকাফ সহর॥ তুড়িনু রাক্ষস দেও আঠার বচ্ছর * আর যত মুল্লুকের যত বাদসা ছিল॥ মহিমে হারিয়া শেষে আখেরে মরিল * মোছলমানি দিন কবুল করিলেক যেই॥ সাবেক মতন তার মিলিল বাদসাই * মগরবি পানেতে ছিল যত আদম খার॥ একে২ সবাকারে করিনু সংহার * আমারে মারিতে তোরা করিছ মতলব॥ করিলে ভালাই যুক্তি নামাকুল সব * নেহাত জানিবে তুমি হাতেতে আমার॥ এই ময়দানেতে হবে মউত তোমার মহাম্মদ নবি ঠিক রছুল আল্লার॥ তার দিন মানি হেথা রহ নামদার * মোছলমান হও তুমি আসি মেরা ঠাই॥ কেরাচিনে দিবে তুঝে শুপিয়া বাদসাই * এই মতে লেখা পড়ি করিয়া তৈয়ার॥ আব্বাছ লেখন দিল হুজুরে হামজার * আমির বলেন

ভাই ওম্মর ওম্মিয়া ॥ লেখন জবাব আন সেতাব করিয়া * ওম্মর পাইল যদি হামজার ফরমান ॥ লেখন লইয়া গেল যেখানে বোরহান* ওম্মর পৌছিল যদি বোরহানার আগে ॥ সাজ বেস দেখি তার হাসে সর্ব্ব লোকে * বোরহানা দেখিয়া হাসে চাপা নাই তায় ॥ ওম্মরে তাহার তরে কহিল গোশ্বায় * সোন মালাউন গিধি কেন কর হাসি ॥ এ বলিয়া খত দিল ছামনেতে বসি * লেখন লইয়া মর্দ্দ লাগিল পড়িতে ॥ বোরহানা লেখনপড়ে জলিল গোশ্বাতে * এতেক হামজার ছের কত জোর ধরে॥ চিঙটির মতন তার জান লিব মেরে * দোরাগ নামেতে এক ছিল জোরওার॥ তাহাকে হুকুম করে মারিতে ওম্মর * দোরাগ পাইল যদি হুকুম বাদসার ॥ ওম্মরে কাটিতে গিধি ওঠায় তলওার * ওম্মর ওম্মিয়া টুপি দিলেন মাথায় গায়েব হইল কেহ দেখিতে না পায় * বোরহানা দেখিয়া বড় হৈল পেরেসান॥ ওম্মর ওম্মিয়া তার নজদিগেতে জান * বোরহানার কাছে গিয়া সোটা লিয়া হাতে॥ এক ঘুসা মারেতার ডাহিন বাজুতে গোশ্বায় বোরহানা গিধি ডাহিনে তাকায়॥ উজির বসিয়া আছে দেখিবারে পায় * গোশ্বায় ভরিয়া গেল লাল হৈল আখি ॥ উজিরের ঘাড় ধরি মারে এক মুক্কি * শুন কমবক্ত তুমি উজির আমার ॥ মোরে ঘুসা মার এত মগজ তোমার * কয়জান উজির বলে শুন আলম্পানা ॥ তোমাকে মারিব ঘুরা আমি কি দেওানা * বাম দিগে আর ঘুসা মারেন ওম্মর॥ খাইয়া ঘুসার চোট হইল কাতর * আপনার বামদিকে তাকাইয়া দেখি॥ ছুফিয়ান বসে আসে খেচে মারে মুক্কি * ছুফিয়ান হাসি বলে শুনরে বোরহানা॥ ওম্মরের কাম এই কর বিবেচনা * আপনা ছেরের তাজ খুলিল ওম্মর॥ হাক মারি বলে ওরে বোরহানা বব্বর * বোরহানা বলেন ছুঁ.. ড় বে আদব॥ তেরা সাতে নাহি কিছু আমার মতলব * আমির হামজারে কহ খবর যাইয়া॥ বেহানে করিব জঙ্গ দুজনে মিলিয়া * ওম্মর ওম্মীয়া শুনে হইল বিদায়॥ আমিরের তরে আসি এইবাত কয় তেরশত চারি সাল বারই ফালগুন॥ বুধবার ইদেল ফেতের আজি দিন * আমি গোনাগার এক দুনিয়ার হিন॥ মোর মত পাপি কেহ

না হও মমিন * রাত পোহাইয়া যদি হইল বেহান॥ নিন্দ হইতে উঠিয়া বোরহানা পাহালওান * হুকুম করিয়া দিল যতেক লস্করে॥ কোমর বান্ধিয়া চল মহিম খাতেরে * শুনিয়া ছেপাই যত নাকারা বাজায়॥ তবল ঠকিয়া আসি ময়দানে দাড়ায় * আমির দেখিল যদি নেকলে কুফর॥ ওম্মর মাদির তরে কহিল খবর * সাজিয়া তৈয়ার হৈয়া চলহ ময়দান॥ কুফর লস্করে গিয়া কর সবে তান * বোরহানা হুকুম করে আপনা লস্করে॥ এক পাহালওান গিয়া ময়দান মাঝারে * আমির তুরুকে ধরি আপনার জোরে॥ তাকিদ করিয়া আন আমার হুজুরে * পাহালওান এক ছিল নামেতে রহমান॥ বোরহানা লস্করে নাই তাহার সমান * কোমর বান্ধিল সাহাগির রহমান॥ আমিরে মারিতে গিধি চলিল ময়দান * ময়দান উপরে গিয়া কুফর রিমান॥ ঘোড়া কোদাইয়া ফিরে আজরাইল সমান * আরব লস্কর পানে কহে হাক দিয়া॥ বের রে তুরুক তুমি মহিম লাগিয়া * মরিবার সাধ যার আছে দেল বিচে॥ সেতাবি হাজের হও মেরা তেগ নিচে * গাওলাঙ্গি আমিরের আগে গিয়া কয়॥ আমাকে পাঠাইবে আজি মহিমের দায় * আমির কহেন জাহ শুপিনু খোদায়॥ শুনিয়া গাওলাঙ্গি মর্দ্দ ময়দানেতে যায় * রিমান কুফর যেথা ময়দান উপর॥ গাও লাঙ্গি হৈল খাড়া তার বরাবর * রিমান ওঠায় গোর্জ্জ গাওলাঙ্গি পর॥ গাওলাঙ্গি দেখে তাহা আগ বরাবর * এগার শত মোনের গোর্জ্জ হাত পরে লিয়া॥ গোর্জ্জের উপরে গোর্জ্জ মারিল খেচিয়া এয়ছাই জোরেতে গোর্জ্জ মাথায় লাগিল॥ ঘোড়া সহ রিমানেরে ধুলা করি দিল * রিমান মরিল যদি রুইন দেখিয়া॥ নেজা হাতে লিয়া গিধি পৌছিল আসিয়া * এয়ছাই জোরেতে গিধি নেজা মেরেছিল॥ গাওলাঙ্গির জেরা কাটি কোমরে বসিল * জলনেত্রে গাওলাঙ্গি দেখেন আন্ধার॥ আমির২ বলি ডাকে বার২ * আমির দেখিল গাওলাঙ্গি পেরেসান॥ হাকিয়া আছমানি হাক চলিল ময়দান * গাওলাঙ্গি শুনে হাক আমির হামজার॥ সাহস করিয়া তোলে গোর্জ্জ আপনার * আচানক এয়ছাই হেকমতে মারে

জোরে॥ রুইন ধরিতে তাল দিসা নাই তারে * বেকছুর ছের পরে গোর্জ্জ গিয়া বসে॥ রুইনের হাড় সহ ধুলা বিছে মিসে * কুফর পড়িল মারা আমির দেখিয়া। তারিফ করেন গাওলাঙ্গির লাগিয়া * গাওলাঙ্গি বেকারার বেহুস সমান॥ আমির লইয়া তারে লস্করেতে জান * গাওলাঙ্গির হাল দেখে ওম্মর ওম্মীয়া॥ জাম্বিল হইতে মর্দ্দ দারু নেকলিয়া * লাগাইয়া দিল তার ঘায়ের উপর॥ দারুপানি এলাজ্ব করেন বহুতর * খোদার কোদরতে রাত পৌছিল আসিয়া॥ দোছরা লড়াই ফের শুন মন দিয়া *

সরকব তুরুকি সাহাদত পইবার বয়ান॥

পয়ার ॥ রাত পোহাইয়া যদি বেহান হইল॥ দোরাগ পাহালওান তবে মহিমে সাজিল * মাচিনের বাদসা সেই বড় জোরওার॥ ছিয়াসি হাজার সাতে জঙ্গি আছওার * বোরহানা সাহার আগে বিদায় হইয়া॥ আমিরা ময়দানে গিধি পৌছিল আসিয়া * সরকব তুরুকি ছিল বাদস তুরুকের॥ হামজার হুকুমে সাজে মহিম খাতের * দোরাগ কুফর যেথা ময়দান উপর॥ পৌছিল সরকব রুমি তার বরাবর * দোরাগ সরকব তরে কহে হাক দিয়া॥ ভাগরে আরবি তুমি জান বাচাইয়া * শুনিয়া সরকব হইল আগ ব াবর॥ গোশ্বা হৈয়া মারে গোর্জ্জ কুফর উপর * দোরাগ করিল রদ ঢাল ছেরে দিয়া॥ সরকব উপরে তেগ মারিল খেচিয়া * সরকব করিল রদ হেকমত হুনুরে॥ এইমতে মস্তহালে দোহে জঙ্গ করে * নিমাসাম কালে এক খঞ্জর লইয়া॥ দোরাগ কুফরে মারে সরকব খেচিয়া * আচানক পেটে গিয়া লাগিল খঞ্জর॥ দোজখে চলিয়া গেল দোরাগ কুফর * ছিরাবের তরে এক আছিল সরদার॥ সিকিম বলিয়া নাম জানিবে তাহার * সরকবের জোর দেখে নাপারে সহিতে॥ ঘোড়া উঠাইয়া গিধি চলে ময়দানেতে * আসিয়া মারিল গোর্জ্জ সরকব উপরে॥ সেতাবি সরকব মর্দ্দ ঢাল পাতে ছেরে * সিকিম জোরে এমন গোর্জ্জ মেরে ছিল॥ সরকব জওান তাহে নাচার হইল * তুরানী নামেতে ঘোড়া ধমকের চোটে॥ কাপিতে লাগিল ঘোড়া মুখে লহু উঠে

তিন শত সাইট রগ খাড়া হইল তার॥ ধমকের চোটে দেখে দিনেতে আন্ধার * সেইত গোর্জ্জের ঘায় সরকব মর্দ্দানা॥ দুনিয়ার মায়া ছাড়ি হইল রওানা * সরকবের এয়ছা হাল বাহরাম দেখিয়া॥ ময়দান উপরে ধায় ঘোড়া ওঠাইয়া * ময়দানে পৌছিল যদি বাহরাম মর্দ্দানা॥ দাগা দিয়া মারে নেজ্জা সিকিম কমিনা * বাহরাম আছিল বড়া খুব হুসিয়ার॥ হেকমত হুনুরে নেজা রদ করে তার * নেজা রদ করে মর্দ্দ গোর্জ্জ হাতে লিয়া॥ সামাল২ বলি মারিল খোঁচিয়া * খোদার কলম রদ কভু নাহি হয় ঘোড়ার সহিতে তারে ধুলা করি দেয় * সিকিম পড়িল মারা বাহারামের হাতে॥ অরিন তাহার ভাই লাগিল লড়িতে * সেই ভাতি অরিন চলিল দোজখেতে॥ গরিম তাহার ভাই গেল ময়-নেতে গরিল, খারিন, আর করিম তারিম॥ ছিল বিয়াল্লিস ভাই কাফের জালিম * এক দিনে বাহারামের হাতে মারা যায়॥ দেখিয়া কুফর যত হজিমত খায় * সাম হৈলে মৌকুফ হইয়া গেল জং॥ এছহাকউদ্দিন কহে পুথি না হইল রং *

কয়উছ নেজাদার সহিদ হইবার বয়ান

পয়ার॥ রাত পোহাইয়া গেল হইল বেহান॥ দুদলে নাকারা বাজে ধাওসা নিসান * বোরহানার তাবে এক আছিল ছরদার॥ বড় জাহাবাজ তার, বড় জোরওার * আছুয়া বলিয়া নাম আছি লেক তার॥ নব্বই গজের উচা ওজুদ তাহার * ছালাম করিয়া গিধি কহেন বোরহানে॥ আমির হামজাকে বান্দি আনিলে এখানে করার করহ বাদসা আমার লাগিয়া॥ কি এনাম খেলাত দিবেন নেওাজিয়া * বোরহানা বলেন দিব সাহি বাঙ্গালার॥ সরহদ্দ বাটিয়া দিব উড়িষ্যা বেহার * আছুয়া পাহালওান শুনি খুসি হৈয়া মনে॥ ঘোড়ায় চড়িয়া গিধি চলিল ময়দানে * ময়দানেতে খাড়া হৈল বিকট মুরত॥ উতরে সিংরিল যেন হেমলাট পর্বত ময়দানে হইয়া খাড়া কমজাত কুফর॥ হাক মেরে বলে ওরে আরব লস্কর * আওরতের মত আছ খিমায় বসিয়া॥ মর্দ্দমি থাকেত এস ময়দানে চলিয়া * আমির হামজার সাতে লড়াই আমার॥

দেখিব তুরুকে আজি কত জোরওার * জোল হেমা নামেতে ভাই ওম্মর মাদীর॥ হাকিয়া উঠায় ঘোড়া মহিম খাতির * হেকে কহে আছুয়ারে শুনরে কমজাত॥ এয়ছা গোস্বা হয় তেরা মুখে মারি লাত * এতক বড়াই কের শুনরে সয়তান॥ মর্দ্দমি থাকেত আসি লড় মেরা সান॥ আছুয়া কমজাত গিধি এতেক শুনিয়া॥ মারিল খেদাঙ্গ তীর কামান খেচিয়া * জোল হেমা সেতাবি ঢাল ধরে ছিরে॥ রদ হৈয়া গেল তীর কারী নাই করে * দাগাদিয়া হারামজাদ কমজাত কুফর॥ নেজা ঘুমাইয়া মারে জোল হেমা পর * কোমরে লাগিল নেজা গিরিল জমিনে॥ দোছরা খেদাঙ্গতীর মারিল সয়তানে * বুকেতে লাগিয়া তীর পিঠ হৈল পার॥ পৌছিল বেহেস্তে জোলহেমা ছরদার * জোল হেমার এছা ছাল আছওাদ দেখিয়া॥ চলিল ময়দান পরে ঘোড়া উঠাইয়া * আছুয়ার আগে গিয়া নেজা লিয়া হাতে॥ কুফর উপরে মর্দ্দ উঠায় মারিতে * দেখিয়া আছুয়া হৈল আগবরাবর একহাতে নেজাতার ধরিল কুফর * আর এক হাতে ধরে আছওাদ কোমর॥ ঘোড়া হৈতে উঠাইয়া মারিল কাছাড় * আছওাদ মরিল যদি মহিমের বিচে॥ ইউনান তাহার ছোট যায় জঙ্গ বিচে * এইমতে ওম্মর মাদির সোল ভাই॥ মরে আছুয়ার হাতে ফতে পায় নাই * আছুয়ার জোর এয়ছা কয়উছ দেখিয়া॥ চলিল ময়দান পরে ঘোড়া উঠাইয়া * পৌছিল যেখানে খাড়া আছুয়া কুফর॥ হাক মারি বলে ওরে কুফর বর্ব্বর কত জোর ধর তুমি ওরে দাগাবাজ॥ পাহালওান নাই জান সেখাইব আজ * আছুয়া বলেন কহ কি নাম তোমার॥ কয়উছ কহিল তারে নাম আপনার * আছুয়া বলেন আমি নাহি চাই তোরে॥ মহিমেতে চাহী আমি আমির হামজারে * কয়উছ বলেন শুন কুফর সয়তান॥ কত জোর ধর গায় লড় মেরা সান আমি যদি লড়িবারে হেথা নাই পারি॥ আসিবে আমির হামজা তোর বরাবরি * শুনিয়া আছুয়া অতি গোশ্বা দেল হৈয়া॥ মারিলেক তীর তার কয়উছে খেচিয়া * কয়উছ নেজাদার ঢাল

ছেরে দিয়া ॥ তীর রদ করে নেজা মারিল খেচিয়া * কোমরতে গিয়া নেজা লাগে আছুয়ার ॥ আহা নাকরিল গিধি আছে হুসিয়ার * কয়উছ রাখিয়া নেজা গোর্জ্জ লিয়া হাতে ॥ সামাল২ বলি মারিল জোরেতে * লাগিলেক যাইয়া গোর্জ্জ আছুয়া উপর ॥ আছুয়া করিল রদ হেকমত হুনুর * এয়ছাই জোরেতে গোর্জ্জ কয়উছ মারিল ॥ তামাম আরব লিয়া আওাজ পৌছিল * আছুয়া জালেম তবু রদ করে তারে ॥ ফিরিয়া মারিল গোর্জ্জ কয়উছের পরে ॥ কয়উছ পাতিয়া ঢাল রদ করে তায় ॥ ঘোড়ার কমরে লাগি ঘোড়া মারা যায় * কয়উছ জমিনে গিরে পেয়াদা হইয়া ॥ আছুয়ার ঘোড়ার পাও ফেলিল কাটিয়া * উভয় পেয়াদা হৈল রণ ভুমে মাঝে ॥ সইসে সাজায় ঘোড়া দুইজন সাজে * এইমতে দুইজনে লড়িতে২ ॥ কয়উছ আজেজ হৈল আছুয়ার হাতে ॥ ঘায়েল হইল আর হৈল কমজোর ॥ আতুড়ি কাটিয়া গেল দাস্তানে খবর * কয়উছের হাল এয়ছা হয়দর দেখিয়া ॥ চলিল ময়দান পরে ঘোড়া উঠাইয়া * পৌছিল ময়দানে জেথা লড়েন কয়উছ দেখিল বেহালে লড়ে নাই তার হুস * ঘোড়ার উপরে লিয়া ফিরিল লস্করে ॥ দারুপানি এলাজ করেন বহুতরে * কয়উছ লইয়া যদি ফিরে সাহা আলি ॥ গাও লাঙ্গি দেখেন ময়দান হৈল খালি * চলিল ময়দান পরে ঘোড়া উঠাইয়া ॥ আছুয়া কুফর জেথা পৌছিল যাইয়া * হাক মারি বলে ওরে কমিনা কুফর কত জোর ধর লড় আমার হুজুর * আছুয়া বলেন কহ কিনাম তোমার ॥ মহিমেতে চাহি আমি আমির হামজার * গাও লাঙ্গি নিজ নাম কহে আছুয়ারে ॥ বসবাস সাহি তক্ত রোখাম সহরে আছুয়া বলেন ওড়ে তুমি ফিরে যাও ॥ আমির হামজার তরে সেতাবি পাঠাও * গাও লাঙ্গি শুনে হৈল আগুন সমান ॥ হাকিয়া কহিল তারে শুনরে সয়তান * এগার স মনের গোর্জ্জ হাতপরে লিয়া ॥ সামাল২ বলি মারিল খেচিয়া * গোর্জ্জ মারি গাওলাঙ্গি ফের গোর্জ্জ লিয়া ॥ আছুয়া কুফরে মারে জোরে উঠাইয়া * পিঠাপিঠি তিন গোর্জ্জ মারে গাওলাঙ্গি ॥ আছুয়া কুফর ছিলজাহাবাজ জাঙ্গি

হয়রান হইল তবু না লড়িন ছির॥ গাওলাঙ্গি বলে মাথা হইল চৌচির * কমজোর হইল গিধি সে গোর্জ্জের যায়॥ গাওলাঙ্গির তরে গিধি তলওার চালায় * গাওলাঙ্গি তেগ তার ঢালে রদ করে॥ শুরুজ ঢুলিয়া গেল দোহে গেল ফিরে * আছুয়া ফিরিয়া যদি পৌছিল লস্করে॥ বোরহানা খেলাত দিল আছুয়ার তরে * আছুয়া বলেন আমি খেলাত না লিব॥ মহিমে হারিলে পাছে সরম পাইব * ছুফিয়ান বলে যদি তুমি না পারিবে॥ আমির হামজার সাতে আর কে লড়িবে * শুনিয়া আছুয়া অতি সরমেন্দা হইয়া॥ বাদসার খেলাত লিল ছালাম করিয়া * খুসি খোসা-লিতে রহে কুফর সবাই॥ আছুয়ার তরে দেয় সাবাস সবাই * হেথায় আমির হামজ কয়উছে লইয়া॥ এলাজ করেন মর্দ্দ আজেজ হইয়া॥ ওম্মর ওম্মিয়া মর্দ্দ এলাজ করেন॥ বহুত আজিজ হৈল যত ইয়ারান * যতেক করিল দাওা গেল অকারত॥ ঘড়ি বিচে কয়উছ পাইল সাহাদত * দেখিয়া আমির হামজা বড় পেরেসান কৈউছ লাগিয়া কান্দে যত ইয়ারান * একদিন পড়ে মারা আঠার ইয়ার॥ মাতম পড়িল খুব লস্করে হামজার * রোনা পিঠনাতে রাতি গেল গোজারিয়া॥ কয়উছে মঞ্জেল দিল সকলে মিলিয়া এবে শুন মোছলমান বোরহানার লড়াই॥ কিরূপেতে গাওলাঙ্গি মারা যায় ভাই *

গাওলাঙ্গি সাহাদাত পাইবার বয়ান॥

পয়ার॥ বেহান হইল যদি রাত পোহাইয়া॥ আছুয়া ময়দান পরে পৌছিল আসিয়া * আমির দেখিল যদি আছুয়া কুফরে॥ গোশ্বা হৈয়া সাজে মর্দ্দ মহিম খাতেরে * গাওলাঙ্গি ছালাম করিয়া কহে বাত॥ আমার মহিম আজি আছুয়ার সাত * আমির শুনিয়া বলে রহ তুমি ভাই॥ দেখিব আছুয়া গিধি কেমন ছেপাই গাওলাঙ্গি আমিরেরে কহে হাত জুড়ি॥ বিদায় লৈয়া মর্দ্দ নিজে সাজ করি * চলিল ময়দান পরে ওঠাইয়া ঘোড়া॥ আছুয়ার নজদিগে গাওলাঙ্গি হৈল খাড়া * গাওলাঙ্গি তরে দেখে আছুয়া কুফর॥ কুদিয়া মারিল গোর্জ্জ গাওলাঙ্গি পর * গাওলাঙ্গি গোর্জ্জ রদ

করিল কোশেষে॥ ঢালেতে লাগিয়া গোর্জ্জ জমি পরে বসে * গোশ্বা হৈয়া গাওলাঙ্গি হাকে আল্লার নাম॥ সে হাকের ধমকে কাপে কুফর তামাম॥ বিজলি কড়ক মর্দ্দ ঝনঝনা পড়িল॥ আছুয়া আওাজ শুনে বেহুস হইল * দাঙঘাত পাইয়া গাওলাঙ্গি জোরওার আছুয়া উপরে মারে খেচিয়া তলওার * লাগিল তলওার গিয়া মাথার উপর॥ একুবারে যায় তেগ জমিন ভিতর * চাদর ফাড়িয়া যেন করে দুই খান॥ এয়ছাই দুখান হইল আছুয়া সয়তান * আরব্ব লস্কর দেখি হইল খোসাল॥ মাত্তার সিন্দুক যেন পাইল কাঙ্গাল * বোরহানা কমজাত দেখি হাল আছুয়ার॥ গোশ্বায় জলিয়া গিধি বলে মার২ * কাপিতে লাগিল গিধি তক্তের উপর মহিমে যাইতে সাজে কুফর বব্বর * সহিসে হুকুম করে ঘোড়া সাজাইতে॥ শুনি কালু ঘোড়া আনে আস্তাবল হৈতে * একেত খচ্চর ঘোড়া করে হিন২॥ তাহার উপরে বান্দে হিরা মতি জিন দানা খেলাইতে কালু ঘোড়া লিয়া গেল॥ হাজার মোনের বুট খচ্ছর খাইল * কালু বলে ওরে ঘোড়া মোর কথা লেও॥ সামে আসি কি খাইবে থোড়েক বাচাও * একথা শুনিয়া ঘোড়া হেট মুখ হৈল॥ পাচশো মনের দানা উগলিয়া দিল * পানি পেলা- ইতে কালু ঘোড়া লিয়া গেল॥ কোলজোম দরিয়ার পানি চুমুকে খাইল * কোলজোম দরিয়া নাম লোহিত সাগর॥ শুকনায়ে পড়িয়া মরে মাছও মগর * পাতালে থাকিয়া জেন্দা আগমে জালিল॥ দরিয়ার যত পানি খচ্ছর খাইল * জেন্দা বলে ওরে ঘোড়া করিলি কিকাম॥ মাছ মরে গেলে তোর বিধি হইবে বাম * একথা শুনিয়া ঘোড়া কাপিতে লাগিল॥ অর্দ্দেক দরিয়ার পানি. উগলিয়া দিল * সে পানিতে মাছ যত জেন্দা হৈয়া গেল॥ কালু মিয়া ঘোড়া লিয়া বোরহানে দিল * চারি রেকাবের উচা ঘোড়া জোর- ওার॥ ময়দানে চলিল গিধি বলে মার২ * গাওলাঙ্গি খাড়া জেথা আছিল ময়দানে॥ গোশ্বায় বোরহানা গিধি পৌছিল সেখানে গাওলাঙ্গি কারনেতে কহে গোশ্বা হইয়া॥ বেনামে মরিবে কেনে কহ বুঝাইয়া * গাওলাঙ্গি কহে তারে নাম আপনার॥ রোখাম

সহর বিচে বাদশাই মাদার * বোরহানা শুনে কহে গাওলঙ্গি তরে ॥ আছুয়া সর্দ্দার মেয়া আছিল লস্করে * মারিলে তাহারে তুমি কেমন করিয়া ॥ এবে কোথা পলাইবে জান বাঁচাইয়া * পাগলের মত গিধি বোরহানা কুফর ॥ নেজা ঘুমাইয়া মারে গাও-লঙ্গি পর * সে নেজার চোটে গাওলঙ্গি যে তরাসে ॥ নেজা রদ করে তার বহুত কোশেসে * রদ হৈয়া গেল নেজা বোরহানা দেখিয়া ॥ গাওলঙ্গি পরে গোর্জ্জ মারে ঘুমাইয়া * এয়ছাই জোরেতে গোর্জ্জ মারে দাগাবাজ ॥ তামাম আরবে তার পৌছিল আওাজ * রুখিন নামেতে ঘোড়া ধমকের চোটে ॥ কাঁপিতে লাগিল ঘোড়া মুখে লহু উঠে * তিন শত ষাইট রগ খাড়া হৈল তার ॥ ধমকের চোটে দেখে দুনিয়া আন্ধার * গোস্বায় বোরহানা হৈল দেওানা আকার ॥ গাওলঙ্গি পরে নেজা মারে দুরাচার * কারি চোট লাগে গিয়া ছিনার উপর ॥ বুক হৈতে পিঠ পরে হইল বাহির * গাওলঙ্গি মারা যদি পড়িল জমিনে ॥ আমির দেখিয়া তাহা পেরেশান মনে * গোস্বায় জ্বলিয়া মর্দ্দ হাকে বড়া হাক ॥ মকবেল হলবি তরে কহে দিয়া ডাক * সেতাব করিয়া আন পোষাক হাতিয়ার ॥ গাওলঙ্গি মারা গেল দেল জার২ * এছমাইল নবির ছিল পিরাহান ॥ পিন্ধিল আমির তাহা ভাবি ছোবহান * দাউদ নবির জেরা পিন্ধিল শরীরে ॥ হুদ পয়গম্বর তাজ দিল ছের পরে * আছিল কোমর বন্দ এছহাক নবির ॥ পছন্দ করিয়া তাহা বান্ধিল আমির * ছালে পয়গম্বর মোজা পরিল পায়েতে ॥ ছোলেমান নবির কামান লিল হাতে * ঘোড়ার হানায় তুলে দিল গোর্জ্জ খান ॥ যে গোর্জ্জ বান্ধিত আগে শাম নুরিমান * আস্কর নামেতে ঘোড়া মাঙ্গাইয়া লিল ॥ খোজা খেজের রশি কমরে লইল * দেলে মর্দ্দ মুখ বিচে করে হায়২ ॥ এলাহি ভাবিয়া মর্দ্দ মহিমেতে যায় * রণভুমে য়েয়ে ঘোড়া হিন২ ডাকে ॥ নবমেঘ পেয়ে যেন বিজলি কড়কে * ঘোড়ার শুনিয়া হাক বোরহানা নাদান ॥ আমির আইল বলি জানিল শয়-তান * আমির হইল খাড়া বোরহানা আগে ॥ আমিরের হাক শুনে

দেও দান ভাগে * বোরহানা জ্বলিয়া কহে কি নাম তোমার॥ আমির কহিল তারে নাম আপনার * বোরহানা কহিল আরে তোরি হামজা নাম॥ তুমি জঙ্গ করে ফির মুল্লুক তামাম * বহুত বাদশার দেশ ছেনাইয়া লিলে॥ বহুত বাদসার তরে মারিয়া ডালিলে * এবে তুমি মোর হাতে মরিবে নিশ্চয়॥ সামাল এ গোর্জ্জ আমি মারি যে তোমায় * এতেক বলিয়া গোর্জ্জ মারিল কুফর॥ আমির ধরিল ঢাল ছেরের উপর * এমন জোরেতে গিধি গোর্জ্জ মেরেছিল॥ আসমান হইতে যেন ঝনঝনা গিরিল * তামাম আরবে গিয়া আওাজ পৌছিল॥ দেওজাত ঘোড়া সেহ কাঁপিতে লাগিল * আমির বলেন ওরে বোরহানা কুফর॥ আর দুই চোট বাকী মার মেরা পর * শুনিয়া বোরহানা গিধি দুই চোট মারে॥ আমির করিল রদ ঢাল ধরি ছেরে * এয়ছাই জোরেতে গিধি গোর্জ্জ মেরে ছিল॥ আমির হামজার গায় পছিনা ছুটিল * শাম নরিমান গোর্জ্জ লইয়া আমির॥ খেচিয়া মারিল গোর্জ্জ বোরহানা খাতির * আমির এমন জোরে গোর্জ্জ মেরে ছিল॥ গোর্জ্জের ধমকে তার ঘোড়া মারা গেল * ঘোড়া মারা গেল গিধি গিরিল জমিনে॥ তলওার খুলিয়া ধায় আমিরের পানে * আমির সেতাবি ঘোড়া রাখিয়া পিছেতে॥ খেচিয়া মারিল গোর্জ্জ বোরহানার মাথে * এয়ছাই জোরেতে গোর্জ্জ মারে পাহালওান॥ পাহাড়ে লাগিলে গোর্জ্জ হত খান২ * আমির হামজার গোর্জ্জ রদ করে ছেরে॥ আগুন উঠিল তায় অজুদ উপরে * আর এক গোর্জ্জ তারে মারিল আমির॥ ছের হেলাইয়া রদ করিল কাফির * বোরহানা খেচিল তেগ আমির পরেতে॥ আমির লিলেক তাহা রুখিয়া ঢালেতে * চারি আঙ্গুলের দলে কাটা গেল ঢাল॥গোস্বায় অজুদ কাঁপে দোন আখি লাল * এয়ছাই জোরেতে ঢাল ঝাড়ে পাহালওান॥ জমিনে গিরিল তেগা হৈয়া খান২ * গোস্বায় বোরহানা গিধি আগ বরাবর॥ মুট উঠাইয়া মারে উপরে হামজার * চাবুকের রোকে তাহা ফেকিল আমির॥ জমিনে গিরিল মুট ওম্মর হাজির * তাকিদ রাখিল মুট জাম্বিল ভিতর॥ বোরহানা বলেন বাত শুনরে ওম্মর * সোণা হীরা লাল

যতি মেরা মুট খানি ॥ ভাল চাহ মুট দেহ না কর শয়তানি * এবাতে ওম্মর হাসে কুফর দেলগির ॥ ওম্মর ওম্মিয়া পরে খেচে মারে তীর * ওম্মর ওম্মিয়া পাতে কাগজের ঢাল ॥ একেবারে কুদে উঠি উভে দশ তাল * পাওতল দিয়া গেল রদ হৈয়া তীর ॥ কি হালে মহিমে মরে বোরহানা কাফির * তাহার বয়ান শুন যত ভাই জান ॥ এছহাক উদ্দিন কহে জামাল দাস্তান *

বোরহানা মারা যাইবার বয়ান।

পয়ার ॥ ভোজের জিনিয়া বাজী করেন ওম্মর ॥ বোরহানে ফেকিয়া মারে শালগ্রাম পাথর ॥ কুদে উঠে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ বোরহানা ভাবেন দেলে এবড় বিপাক * ওম্মর ওম্মিয়া বলে শুনরে পাগল ॥ লড়াই ভুমের চিজ আমার দখল * কখন না পাবে মুট শুনরে বোরহানা ॥ নাহক খেয়াল কর হইয়া কামিনা * আমির হাকিয়া বলে বোরহানার তরে ॥ মর্দ্দমি থাকেত এস মেরা বরাবরে * বোরহানা গোস্বায় জ্বলি আর তেগ লিয়া ॥ আমির উপরে গিধি মারিল খেচিয়া * ঢালে উড়াইয়া লিল আমির জাহান ॥ খেচিয়া মারিল গোর্জ্জ শাম নুরিমান * এগার শত মনের গোর্জ্জ মারে ছের পরে ॥ বোরহানা কমজাত তবু আহা নাহি করে ॥ বার২ যত গোর্জ্জ চালায় আমির ॥ বোরহানা উড়িয়া লয় বাড়াইয়া ছির * পাষাণের মত ছিল বোরহানা কুফর ॥ তীরগুলি গায় কভু না করে আছর * বহুত কোশেস করে আমির পাহালওান ॥ জিনিতে না পারে সাহা হইল হয়রান * বোরহানা কমজাত গিধি নেজা লিয়া হাতে ॥ আমির হামজার পরে উঠায় মারিতে * আমির নেজার ছড় সেতাব ধরিল ॥ জোরেতে খেচিয়া ছড় ছেনাইয়া লিল * ফল খসাইয়া ছড় মারে ঘুমাইয়া ॥ খান২ হৈল ছড় কোমরে লাগিয়া * হামজার এমন জোরে না হেলে বোরহান ॥ ঘোড়ায় সাবুদ রহে কমজাত শয়তান * তার পরে দুই জনে ফাসি লিয়া হাতে ॥ কাসির লড়াই ফের লাগিল লড়িতে * ফাসিতে২ লড়ে দুই পাহালওান ॥ টুটিল দোহার ফাসি হৈয়া খান২ * তার পরে ধরে দোন কোমরের

দেওাল॥ খেচাখেচি কসাকসি দোহে মস্ত হাল * কোমর ধরিয়া দোন করে এত জোর॥ দোন ঘোড়া হাটু পাতে জমিন উপর * পেয়াদা হইয়া দোন লড়ে জমি পরে॥ কেহ নাহি ফতে পায় কেহ নাহি হারে * একবার আমির খেচিয়া তোলে তায়॥ সাবুদ হইয়া ফের বোরহানা দাড়ায় * আছিল যতেক বন্দ গেল ফুরাইয়া॥ তিন শত ষাইট বন্দ গেল নিবড়িয়া * আমির হয়রান তাহে না পারে জিনিতে॥ আরবি কালাম কহে ওম্মরের সাতে * আমির কহেন সেই ওম্মরে ওস্মিয়া॥ হাকি আমি লস্করে খবর দেহ গিয়া * শুনিয়া এয়ছাই বাত ওম্মর ওস্মিয়া॥ আপনার ছেরের তাজ দিল উড়াইয়া * আরব লস্কর তাহা দেখিতে পাইল॥ পায়ের মোজার রুই নেকালিয়া লিল * তামাম ছেফাই রূই দিল দুই কানে * তামাম ঘোড়ার হানা বান্ধে জনে২ * হেথায় আছমানি হাক হাকিল আমির॥ আড়ে দিকে ষোল ক্রোশ হইল জাহির * যত দুর যায় তার হাকের আওাজ॥ আসমান হইতে যেন গিরে গেল বাজ * দরিয়া পাহাড় কাঁপে জমিন আসমান॥ বাঘ ও ভালুক ভাগে বাঁচাইয়া জান * আসরা ময়দান কাঁপে থর২ করিয়া॥ ডরে অজাগর যায় গড়ে সান্ধাইয়া * কত ঘোড়া হাতী কত ছওারি ডালিয়া॥ লাখে লাখে হাতী ঘোড়া যায় পলাইয়া * হাকের আওাজে যে বেহুস বোরহানা॥ ছেরতে ঘুমায় তারে আমির মর্দ্দানা *

চিল যেয়ছা বাচ্চা লিয়া উড়াইয়া যায়॥ আমির বোরহানে তেয়ছা ছেরেতে ঘুমায় * গোস্বায় আমির হামজা কাঁপে থর২॥ ঘুমাইয়া জমি পরে মারেন কাছাড় * আমির এমন জোরে মারিল কাছাড়॥ মগজ ফুটিয়া খান২ হৈল হাড় * বোরহানা মরিল যদি আমিরের হাতে কুফর।লস্কর তাহা পাইল দেখিতে * ছিরাব আজাদ জব্বি খাকান হুমান॥ কারাজুন কামরান জোহেন ছুফিয়ান * বোরহানার হাল দেখি আগ বরাবর॥ গোস্বায় হুকুম করে ছিরাব কুফর * কায়জান উজির করে হুকুম সবারে॥ একেবারে চৌদিকে ঘেরহ আমিরেরে * দেওামার মত হৈল ছিরাব জোহেম॥ বার ক্রোশ যুড়ি ছিল কুফর জালেম * হুকুম পাইয়া ধায় তামাম লস্কর॥ একেবারে ঘিরে

আমিরের চারি ওর * আমির দেখিল ঘিরে আইল লস্কর ॥ হাকিল আছমানি হাক আরবের শের * আমির আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ কুফর লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * হুকুম পাইল যদি আরবি ছেফাইল ॥ কুফরের দলে কুদে পড়িল সবাই * লাগিয়াছে বড়া জঙ্গ কুফরের সাত ॥ এছহাক উদ্দিন কহে দাস্তানের বাত *

পয়ার ॥ লাখে২ আছওার কুফরের ছোটে ॥ আমিরের ছেপাই তাহার পরে উঠে * আমির দুহাতে লিল দুই তলওার ॥ দেও জাত ঘোড়া পরে বলে মার২ ॥ বাউ ভরে ঘোড়া পরে হাকিল আমির ॥ লেখা জোখা নাই মারে কুফর বেপির * দুহাতে তলওার মারে আমির খেচিয়া ॥ চলিল আস্কর ঘোড়া হাওায় মিসিয়া * হেকে জোরে বাউভরে কাটিতে লাগিল ॥ লাখে২ কুফরেরে কাটিয়া চলিল * কুফর লস্কর ভারি নাহি ছিল ওর ॥ তাহাতে কাটিয়া চলে করে বড়া জোর * হাক ঝাড়ে তেগ মারে হাজার২ ॥ এক চোটে কত কাটে কে করে সোমার * বাহারাম ওম্মর মাদি মালেক জওান ॥ ছাদ ইমানি সাবাতইফ লন্ধর পাহালওান * রয়হান ফরহাদ আর মঞ্জের জোরওার ॥ রয়হান তৈখের আর জাবেলি সর্দ্দার * আর যত পাহালওান ছিল আমিরের ॥ কলার বাগান মত কাটে কুফরের * বাউ ভরে কুদে ফিরে একেক জোরওার ॥ মারে তেগ বেদেরেগ হাজার২ * নেজা গোর্জ্জ তলওার কাটেন কুফরে ॥ লহুতে ছয়লাব হইল ময়দান উপরে * আমির আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ কুফর লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * দেও-জাত ঘোড়া পরে আমির জাহান ॥ কুফর কাটেন যেন কলার বাগান * দাঁতেতে লাগাম দোন হাতে তলওার ॥ এক চোটে কত কাটে নাহিক সোমার * কুদে ফিরে বাউ ভরে বিজলির চাক ॥ কুফর লস্কর ভাবে এ বড় বিপাক * মার২ বলিয়া কুফর কাটি যায় ॥ আমিরের হাক শুনি কুফর পালায় * পেছুতে আরবি ছেফা চলিল হাকিয়া ॥ লহু নদী বহাইল কুফর কাটিয়া * পলায় কুফর যত ফিরে নাই চায় ॥ এগানা বেগানা লাগি ফিরে না তাকায় * ছিরাব

দোরাগ কারাজ্জন কাসরান ॥ খুটামারা জয়পাল জোহেম ফায়জান * আর যত বাদসা সবে মছলত করিয়া ॥ ভেগে চলে নিজ দেশে পরাণ লইয়া * যে যার পালায়ে গেল নিজ২ দেশে ॥ লাচার হইয়া সবে গিয়া তক্তে বসে * উজির হয়রান হেথা ভাবেন আপনে ॥ হেন্দিয়ার আগে আমি যাইব কেমনে * ছেফাই লস্কর কিছু নাই সঙ্গে তার ॥ কেবল বাচিয়া মাত্র কয়েক সওার * মরম মরিয়া যা দেশে আপনার ॥ লাঙ্গা ছেরে পায়দলে চলে অনিবার * উজির পৌছিল গিয়া কেরাচিন সহর ॥ যেখানে হেন্দিয়া বিবি তক্তের উপর * আমির দেখিল যদি ভাগিল কুফর ॥ ফিরিয়া আসিয়া সেহ আপন লস্কর * ইয়ার আছহাব লয়ে আমির জাহান ॥ রছুলের কদম বুছি করে জনে জন * নেওাজিয়া সবাকারে হজরত রছুল ॥ খোসালে মদিনায় রহে খোদার মকবুল *

হেন্দিয়ার মাতমের বয়ান।

পয়ার ॥ কায়জান পৌছিল যদি কেরাচিন সহর ॥ মরিল বোরহানা হৈল সহরে খবর * খবর শুনিল যদি বোরহানার মাই পটকান খাইয়া পড়ে হুস গোস নাই * অচেতন হৈয়া পড়ে জমিন মাঝার ॥ না চলে নিশ্বাস তার নাসিকা উপর * গোলাব আতর মেস্ক ছেরে সবে দেয় ॥ তালের সুবাস পাঙ্খা হাওা করে তায়*কতক্ষণ বাদে বিবি পাইল চেতন॥আহা জারি করি হেন্দি করেন রোদন*আহা মম বোরহানা করিলি কিকাম ॥ তহকিক ডুবিল তেরা পাহালওানি নাম * মানাহি করিনু কত না শুনিলে মানা ॥ হায় বাছা কি করিলি বাছা বোরহানা * না মানিয়া মেরা বাত জান হারাইলে ॥ তোফেলি বয়সে বাছা দুনিয়া ছাড়িলে * কেমনেতে রব আমি তোমারে ভুলিয়া ॥ ছাতি ফাটে যায় বাবা দেখা দে আসিয়া * একবার দেখা দেহ ওরে বাছা ধন ॥ মা বলিয়া কোলে বস জুড়াক জীবন ॥ তুমি বই আর নাই কথা বলিবার ॥ অভাগীর ধন বাছা কলিজা আমার * তোমাকে ভুলিয়া হিয়া বান্ধিব কেমনে ॥ জীবন সঙ্কট হৈল তোমার বিহনে * ভুমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে জার২ ॥ কেরাসিন সহর

হৈল দিনেতে আন্ধার * হেন্দার কান্দনে কার স্থির নহে মন॥ ভাঠল দরিয়ার পানী বহিল উজান * হেন্দার কান্দনে গাভিনীর গাভ ছাড়ে॥ বৃক্ষের নবীন পাতা সেহ ঝরে পড়ে * মালি আর মালিনী কান্দে এলাইয়া চুল॥ হায়রে বোরহানা বিনে কারে দিব ফুল * মৌমাছি ভ্রমরা কান্দে মুখে নাহি মধু॥ কাঁকের কলসী রাখি কান্দে গৃহস্থের বধু * গাভী নাহি দুধ দেয় বাছুর লাগিয়া॥ বাছুর না খায় দুধ দেলে শোক পাইয়া * হায়২ করি কান্দে কেরাসিন সহর॥ কেরাসিনে হৈল যেন রোজ মহাশ্বর * উজির কায়জান কান্দে হেন্দার সাক্ষাতে॥ আছমানের তারা খসি পড়েন ভুমেতে * বোধ নাহি মানে বিবি কান্দে জার জার॥ ওরে বাবা বোরহানা কলেজা আমার * কোথায় বোরহানা বাবা নয়নের ধন॥ মা বলিয়া বস কোলে যুড়াক জীবন * হেন্দার কান্দনে যত কলম করে রোনা॥ কাগজ ছিয়াহি কান্দে বালিশ বিছানা * কেননা তাহার মাও কান্দে দাস্তানাতে॥ কলম কান্দিয়া কহে করিব হাতেতে * যে হাতে রচনা কর করিব কল্পনা॥ বোরহানা মানুষ বটে নহে হায়ওানা * মার মত ধন নাহি দুনিয়া মাঝার॥ যার উছিলাতে দেখি এ ভব সংসার * বাপধন দিল মায় রাখিল উদরে॥ সুন্দর শরীর খানি জন্মিল জঠরে * উঠিতে বসিতে মায় পাইল বেদনা॥ গু মুত পাড়িয়াছে না করিয়া ঘৃণা * কাঁকে বুকে করিয়া লইল সর্ব্বক্ষণ॥ প্রাণ পুত্র বলি মুখে চুম্বিল বদন * খাইতে না পানী মুখে দিয়া দিল তুলি॥ কহিতে সে পারি কথা শিখাইল বুলি * পেসাব পাখানা কত পুত্রের খাইয়া॥ আমারে পালন কৈল দুক্ষ উঠাইয়া * মোরে দিল মাছ মাংস মা খাইল কাঁটা॥ বড় দুঃখে পালন করে তবে হৈনু বেটা * হতভাগ্য ওরে এছহাক তুমি হও॥ মায়ের কেমন ধার খবর না লও॥ মায়ের মতন নাহি দুনিয়াতে॥ মায়ের দরদ নাহি পারিলে জানিতে * হায়রে অবোধ কালে মাও হারাইনু॥ মায়ের দরদ নাই জানিতে পারিনু বারামদী নন্দন কহে মমিন সবারে॥ হেন্দরা কান্দেন হেথা কেরাসিন সহরে*বোরহানার শোকে বিবি হেন্দি জার২॥ছের পিটে রোনা জারী করে হাহাকার * কতুত কান্দিয়া বিবি খামুস হইল॥ বেটার খাতেরে

বিবি জেয়ারত করিল * গাই দুম্বা উট বকরি কোরবাণী করিয়া॥ কেরাসিন সহর লোকে দিল খেলাইয়া * লোটাইল ধন কড়ি করিয়া খয়রাত॥ তার পরে দেল বিচে করিল মছলত * কায়জান উজিরে হেন্দি করিল ফরমান॥ লস্কর করহ জুমা ভেজিয়া লেখন * উজির ভেজেন লামা তামাম বাদশারে॥ লস্কর লইয়া এস কেরা-সিন সহরে * যাইবে হেন্দিয়া বিবি আরব্ব মাঝার॥ আমিরে মারিয়া লিবে ছাদ বোরহানার * রুমের কয়ছর বেটি বোরহানার মাই॥ ছয়লাখ তাবে বড় জঙ্গিরা ছেপাই * সাজিয়া তৈয়ার সবে নাই কিছু দের॥ পোস্তপানা হও সবে এহার উপর * লেখন পাইয়া যত দেশের বাদশাই॥ সাজিয়া তৈয়ার হইয়া চলে ধাওা ধাই * কাউছ গিলান তুছ হলব্ব মেছের॥ খোতন কাশ্মীর ভুট পাহাড় সহর * তুরান কাবুল রুম চিন ও মাচিন॥ বলখ বিহার বঙ্গ শাম হিন্দুস্থান * জলপাই তাতার মগী ছুরত চিটান॥ নাগা কুকি সাওতাল গারো পাহালওান * মেছ ওজুয়াঙ্গ ভুত ডাকিনী যোগীনি ভগদও দাতাকর্ণ ঘোড়াঘাট পানি * কুরু ক্ষেত্র হস্তীনাই শিস্তান কাশমীর॥ জাবল মোগানী পতি অঙ্গ বাহাদুর * জঙ্গবার হাবেশীয়া তুরকি স্থান পতি॥ সাবেরি মঙ্গলী চলে সাতে মস্ত হাতী * এই মতে চারি দিকে যত দেশ ছিল॥ হেন্দিয়ার আগে গিয়া সকলে পৌছিল * বহুত লস্কর জমা হইল আসিয়া॥ লস্করের নাই ওর গননা করিয়া নেকালিয়া যায় বিবি লইয়া লস্কর॥ লাঙ্গা তলওার লিয়া মারিতে হামজার*চলিল ইরাণ দেশ হরমুজ লাগিয়া॥ সোলেমানি পাহাড়েতে চড়িল যাইয়া * চড়িয়া তাহার পরে পশ্চিমে তাকায়॥ আর কত দুর হবে আমির হামজায় * কায়জান উজির কহে আগে হেন্দিয়ার॥ হেথা হৈতে তিন মাস সহর মক্কার * শুনিয়া হেন্দিয়া কহে এত বড় দের॥ এই তেগে ছের লিব আমিরের * হায়২ করি বিবি যায় নেকালিয়া॥ দুই চক্ষে বহে পানি কান্দিয়া২ * রাত দিন চলে বিবি লইয়া লস্কর * কত দিনে পৌছে গিয়া ইরাণ সহর॥ হেথায় হরমুজ মর্দ্দ পাইল খবর॥ আইল হেন্দিয়া বিবি লইয়া লস্কর * আমিরে মারিতে যাবে আরব্ব মাঝার॥ তামাম মুল্লুকের বাদসা সাতে

এল তার * সেতাবি চলিল বাদসা আগু বাড়াইতে ॥ লোক লওা-জেম কত চলে তার সাথে * কত দুর গিয়া বাদসা দেখে তাকাইয়া পিপড়ার ফৌজ যেন আইল ভাসিয়া * পুর্ব্ব দিকে সাপটের মত মেঘ ছোটে ॥ সেই মত হেন্দিয়ার ছেফা লাখে২ * হেন্দিয়া হরমুজে যদি পাইল দেখিতে ॥ কাছাড় খাইয়া পড়ে হরমুজ পায়েতে * গড়াগড়ি যায় বিবি কান্দে হাহাকার ॥ অভাগীর বেটাকে মারে তুরুক গাওার * হরমুজ কান্দিয়া তুলে হেন্দারে লইল ॥ আমিরে মারিব বলি হেন্দারে কহিল * হেন্দিয়ারে লিয়া গেল সহর মাঝার ॥ বসায় তাজিম করি তক্তের মাঝার * খানা পিনা খেলাইল করিয়া যতন ॥ তাহাতে খরচ হইল লাখ টাকা ধন * হেন্দিয়া আরাম করে মদায়েন সহরে এছহাক উদ্দিন বান্দা কহেন পয়ারে *

জঙ্গ ওহাদের বিবরণ।

পয়ার ॥ আহা২ কেয়ামত যেন শুরু হৈল ॥ জঙ্গ ওহাদের কেচ্ছা দাস্তানে আইল * আমির মদিনায় রহে খোসালিত মনে ॥ ওখানে হেন্দিয়া রহে দেশ মদায়েনে * আরাম না করে হেন্দা শোকেতে বেটার ॥ হরমুজের তরে কহে শুন সমাচার * আমির দুস্মন ছিল তোমার বাপের ॥ দেখিয়াছ কত দুঃখ দিল বার২ * আমার মদদ যদি করেন আপনি ॥ মক্কায় যাইয়া তার দেখি পাহাল-ওানি * বহুত লস্কর আমি আনিয়াছি সাথে ॥ আপনি মদদে চল যাই আরবেতে * বোরহানার দাদ লিব আমিরে মারিয়া ॥ মক্কার ছরহর্দ্দ তার দিব জ্বালাইয়া * খারাব করিয়া দিব আরব্ব সহর ॥ জ্বালাইয়া দিব তার তামাম লস্কর * হরমুজ হইল রাজী এই বাত পর ॥ সাথে করি লিল দশ লাখ আছওার * হয়মুজ লস্কর লিয়া হইল বিদায় ॥ লস্কর লইয়া হেন্দা তার সাথে যায় * আড়ে দিকে কুড়ি কোশ চলিল ছেফাই ॥ শোর সাবারত কত লেখা জোখা নাই গিলান ছাড়িয়া চলে বোগদাদ লহর ॥ বছরা হইয়া যায় কুফার নগর * নজর আশরফি ছাড়ে বেবাহা ময়দান ॥ খোলা তেগ হাতে হেন্দি হয়,আগুয়ান * বারেং পুছ করে কায়জান উজিরে ॥ আর

কত দুর আছে তুরুক আমিরে * এই মতে কত দিন হাটিয়া২ ॥ আরব্ব সহর বিচে পৌছিল যাইয়া * ওহাদ পাহাড় নীচে আহাদ ময়দান ॥ সেই খানে উতরিল যত কুফরান ॥ মদিনার উত্তরে আছে ওহাদ পাহাড় ॥ বেবাহা ময়দান নীচে নাহি তার ওর * সেখানে গাড়িল তাম্বু যত কোফরান ॥ খোসালিতে খানা পানী পাকাইয়া খান * এতেক লোকের চিজ পাইল কোথায় ॥ রাজার রাজত্ব হায় মহিমেতে যায় * লস্করের রশদ জন্য রাজাদের ঋণ ॥ নাহক লড়াই হায় আহাম্মকি চিন * সেমতে একালে কত টাকা ওালা হৈয়া ॥ মোকদ্দমা করি ধন দেয় ফুরাইয়া * দশ টাকা দাম লাগি খরচ হাজার ॥ কত শত ধনবান গৃরস্থ নাচার * নিজ চক্ষে দেখি-লাম হায় হায়২ ॥ থোড়েক জাগার লাগি গৃরস্থ ফুরায় * সাবধান হও ওহে যত মমিনান ॥ বিবাদ মামলা কেহ না কর কখন * যদিচ তোমার কোন হইল লোকসান ॥ ছবুর করিলে তাহা দিবে সোব-হান * আরসে জালেম যাবে হালাক হইয়া ॥ হয় নয় কথা দেখ পরিক্ষা করিয়া *

ত্রিপদী ॥ হেন্দিয়া হারাম জাদি, হরমুজে লইয়া যদি, মদিনায় পৌছিল আসিয়া ॥ মদিনার উত্তর দিগে, ওহাদ পাহাড় আগে, ময়দানেতে রহে উত্তারিয়া * ঘোড়ার ছুমের টাপে, ধমকে জমিন কাঁপে, আছমানেতে উটে তার ধুল ॥ লস্করের ওড় নাই, ষোল কোশ যুড়ি ভাই, যতেক কুফর নাযাকুল * জাছুছ যাইয়া বলে, নবিজীর পাও তলে, শোন নবি আরজ আমার ॥ বহুত লস্কর সাতে বোরহানার দাদ লিতে, আসিয়াছে মাতারি তাহার * ষোল কোশ যুড়ি তার, ছেফাই যে বেশুমার, আসিয়াছে মুল্লক তামাম ॥ হরমুজ তাহার সাথে, আইল মদদ দিতে, সাথে দশ লাখ পাহালওান * রছুল আমির তরে, বোলাইয়া কহে তারে, কুফরের যত হকিকত ॥ আমির কহেন বাত, সখা আছে পাক জাত, তুড়িব যে কুফর কমজাত রছুল এতেক শুনি, তামাম আছহাবে আনি, আর যত গাজি পাহাল-ওানে ॥ আনছার মহাজেরিন, তাবে আর তাবাইন, সাজিতে করিল ফরমানে * রছুলের হুকুম পরে, আমির হামজা জোরে, আলী সাহা

চলে দুল দুলে ছওার ॥ লন্ধর পাহালওান জাদ, ওম্মরের বেটা ছাদ, আর যত আরাব ছওার * বাহারাম আজামির, ওম্মর মাদি জাহাগীর নহর তানুস নামদার ॥ ওম্মর ওম্মিয়া নামি, মকবিল হলব্বি স্বামি, বুবক্কর ওছমান ওম্মর * যতেক লস্কর ছিল, সাজিয়া তৈয়ার হইল, নবিজী হুজুরে পৌছে গিয়া ॥ রছুল খোসাল দেলে, এলাহি ভাবিয়া চলে, মহিমেতে যায় নেকালিয়া * ওহাদ পাহাড় নীচে, আহাদ ময়দান আছে, যেখানেতে কুফর লস্কর ॥ রছুল আমির সাথে পৌছে সেই ময়দানেতে, পৌছিল কুফর বরাবর * দেখিয়া কুফর সবে, সকলে খুসিতে ভাবে, হামজার লস্কর বটে থোড়া ॥ আটাতে নেমক যেয়ছা, আমিরের তরে তেছা, মারিয়া ডালিব খাড়া২ * হরমুজ হুকুম করে, আপন লস্কর তরে, একে২ না কর লড়াই ॥ সাজি চল একুবারে, ঘিরে মার আরব্বিরে, আমিরের থোড়েক সেপাই * হরমুজের হুকুম মত, কুফর লস্কর যত, চারি দিকে ঘেরিল হামজার ॥ লস্করের নাই ওর, সবে কহে ধর২, ষোল কোশ যুড়িয়া কুফর * চারিদিকে কুফরেরা, বিচখান আরব্বিরা, নবি আলী হামজা পাহাল-ওান ॥ দেখিয়া আমির তাহা, গোস্বায় জ্বলিয়া সাহা, হাকে হাক তাকিয়া আছমান * আমির হাকিয়া বলে, আপনা সর্দ্দার দলে, চারি দিকে চালাও তলওার ॥ তামাম সর্দ্দার লোকে, বেটে দিল দিকে২, রছুলে রাখিয়া মাজ খানে * বাহারাম আজমি সাত, ছিরা-বের মোলাকাত, ফরহাদ তাতারি রন সনে ॥ লন্ধর বলখ সাত, জাবোল জলপাই তাৎ, মাদীও বেহারি দুইজনে * বেটে লিল জাতে পাতে, বাটিয়া লইল জনে জনে * হরমুজ লস্কর যেথা, আমির চলিল সেথা, মার দিল কুফর উপর ॥ আর যে হজরত আলি, সিদ্দিক আকবর বলি, মকবিল ওসমান ওম্মর * আলী পাহালওান জোরে শামের লস্কর পরে, গোস্বা ভরে মারে তলওার ॥ ঘোড়া নাই বাগ থামে, কাটেন ডাহিন বামে, কেটে চলে হাজার২ * একে নাম জুলফুক্কার, এক মুখে চারি ধার, আজদার জীব এয়ছা রঙ্গ ॥ দুই তেগ চারি ধার, খাছলত আদম খার, হামেহাল খোজে সেই জঙ্গ * যখন কুফর পরে, খেচিয়া তলওার মারে, আলী সাহা আপনার জোরে ॥ চারি দিকে মারে চোটে, হাজার২ কাটে, নজদিকে আসিতে

কেহ নারে * ছের তাকাইয়া মারে, উভয় দুখান করে, করাতে যেমন কাট কাটে ॥ ঘোড়া বেড়ি দিয়া ঘিরে, এক ঠাই করি মারে বেশুমার কেলা গাছ ঝাড়ে * কারেবা তলওার মারে, কারে বা কমর পরে, দুই ফাক করেন তখন ॥ মার২ ধক ধাক, মারেন হায়দরি হাক, ভেগে যায় কুফর নাদান * কুফর ভাগিয়া যায়, পিছে পানে নাই চায়, আলী সাহা চলে রেগা দিয়া ॥ পিছেতে কুফর এক খেচে তীর মারিলেক, মরতুজার পাও তাকাইয়া * কারি তীর লাগি পায়, দরদ উঠিয়া যায় জ্বলনেতে হৈল বেকারার ॥ না ছুটে তিরের ফলী, জ্বলনে কাতর আলী, তবু মর্দ্দ বলে মার২ * বহুত লড়িয়া পিছে, মদিনার মসজিদ বিচে, চলিয়া আইল পাহালওান ॥ বহুত খেচিল আলী, না ছুটে তীরের ফলি, জ্বলনেতে হইল হয়রান * মসজিদ মাঝারে বসি, দেলে সাহা আফছছি, না পারিয়া যাইতে ময়দান ॥ আখেরে নাচার হৈয়া, ঘায়েল জ্বলনে রৈয়া, নাচারে রহিল পেরেশান *

হজরত রছুল করিমের মোবারক দান্দান শরিফ সহিদ হইবার বয়ান।

পয়ার ॥ ঘায়েল হইয়া আলী রহিল বসিয়া ॥ ময়দানের হকিকত শুন মন দিয়া ॥ আপনার কুওতে লস্কর পাহালওান ॥ কুফর কাটেন যেন কলার বাগান * কারেবা কাটিয়া ফেলে তলওার মারিয়া ॥ চাবুকে কতেক ছের দিল উড়াইয়া * হাত পাকড়িয়া কারে ফেকে দেয় দুরে ॥ ঘোড়ার সহিত কারে দুই ফাক করে * এয়ছা জোরে মস্ত হালে লড়িতে২ ॥ দাগায় পড়িল মারা কুফরের হাতে * লস্কর সহিত মৈল এলাহির চাহা ॥ মউত বরহক জান সবে এক রাহা * চলিল ওম্মর মাদী হিন্দার লস্করে ॥ বাঘ যেন সান্ধাইল ছাগল মাঝারে * মর্দ্দানা হিন্দার ছেফা জোরে জাহাবাজ ॥ তার বিচে হাকে মাদী কড়কে আওাজ * লহু নদী বহাইল কাফের কাটিয়া ॥ কাটা ধড় লহু বিচে যায় সাতারিয়া * এইরূপে মস্ত হালে বহুত লড়িল ॥ আখেরে কাফের হাতে সহিদ হইল * সহিদ হইল মাদী হুকুম আল্লার ॥

বেহেস্তে চলিয়া গেল হামজার সর্দ্দার * ফরহাদ জাবেলী বীর
করেন লড়াই ॥ হাজারে ২ কাটে কুফর ছেকাই * আতারী তুরানী
ছেফা বড় পাহালওান ॥ তাহাতে জলপাই সেনা আছে পোস্তপান *
লড়িয়া যে তিন দিন জাবেরী ফরহাদ ॥ কাজা এলাহিতে দোন হৈল
সাহাদাত * ওস্মরের বেটা ছাদ মহিম করিয়া ॥ নামি২ পাহালওানে
দিল গেরাইয়া * ভুত প্রেত যত ডাকিনী যোগিনী ॥ মঘী ভুট
যত জঙ্গি ও আর হেন্দুস্থানী * এহা সবাকার তরে মারে তলওার ॥
তাহার হেছাব জানে পরওার দেগার * লহু নদী বহাইল ময়দান
উপর ॥ কাটা ধড় লহুতে ভাসিল চারি ওর * আছিল কয়েক রোজ
বেকার বসিয়া ॥ চলিল মর্দ্দানা হালে কুফর কাটিয়া * ছয় দিন তক
মর্দ্দ ময়দানে লড়িল ॥ আখেরে কুফরের হাতে সহিদ হইল * ছাদ
ইমানি যদি পায় সাহাদত ॥ কুফর লস্কর বিচে বাড়িল হেম্মত *
আরজে রয়হান সাহা মঞ্জের জোরওার ॥ সাহাবাল তয়খেরা আব্বাছ
নামদার * বাউ ভরে কুদে ফিরে একেক সর্দ্দার * মারে তেগ
বেদেরেগ হাজার২ * নেজা গোর্জ্জ তল ওারে মারেন কুফরে ॥
পানীতে ছয়লাব হৈল ময়দান উপরে * তলওার মারিয়া ফিরে
একেক ইয়ার ॥ বেদেরেগ কাটীয়া চলে কে করে শুমার * এইমতে
মস্তহালে লড়িতে২ ॥ সহিদ হইয়া গেল কুফরের হাতে * হজরত
ওম্মর যিনি বেটা খেতাবের ॥ হাজারে২ কাটে কুফর খাতের *
মকবিল হলব্বি মর্দ্দ তীর লিয়া হাতে ॥ লাখে২ কুফরেরে তীরেঞ্জাতে
গাথে * মস্তহালে লড়ে বুবক্কর পাহালওান ॥ কাটিয়া চলিল যেন
কলার বাগান * বাহারাম আজমি আর মালেক জওান ॥ ওম্মর
ওম্মিয়া আর আব্বাছ পাহালওান * মস্তহালে মর্দ্দমিতে মারে তল-
ওার ॥ কুফর কাটিয়া চলে হাজার২ * চারি দিকে তেগ বাজি
করিতে লাগিল ॥ জেন্দেগি হইতে হাত ধুইয়া ডালিল * মনে
ভাবে এ মহিমে বাঁচা অতি ভার ॥ কুফর কাটীয়া লই নিজে বাঁচা
ভার * যত কাটে তত বাড়ে কুফর লস্কর ॥ তাহাতে কেবল ভুকা
কয়েক ইয়ার * হরমুজ আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ আরব্ব
লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * কেবল আমির আর কয়েক ইয়ার ॥
তাহা হইলে আরব্বিরা হয় মেছমার * হুকুম পাইয়া লড়ে যতেক

কুফর ॥ যত মরে তত বাড়ে কুফর লস্কর * কুফর লস্কর যদি পাল-টিয়া আইল ॥ দেখিয়া আমির হামজা বড় গোস্বা হৈল * দাঁতেতে লাগাম লিল দু হাতে তলওার ॥ এক দমে কাটে ছেফাই হাজার২ * হরমুজের লস্করের নাহি ছিল ওর ॥ তাহাতে কাটিয়া চলে করে বড়া জোর * আমিরের এয়ছা জোর হেন্দিয়া দেখিয়া ॥ হরমুজের আগে কহে পেরেশান হৈয়া * শুন বাদশা এত ভারী আছিল লস্কর ॥ সকলি পড়িল মারা মহিম ভিতর * তবুত আমির হামজা জানে রৈল জীতা ॥ ঘড়ি বাদে মোর তরে মরিবে আলবত্তা * এহার এলাজ কিবা কহ বাবা জান ॥ কেমনে নিপাত হয় যত মোছল মান * হরমুজ বলেন আল্লা কি কহিব আর ॥ ষোল কোশ তক আনি কাজ ওময়ার*তবু আমিরেরে নাহিপারি মারিবার॥এবেবোধ হয় মউত তোমার আমার * হেন্দিয়া বলেন বাবা লেহ একবাত ॥ ময়দানে লড়হ তবে আমিরের সাথ * আমি গিয়া পথ আগুলিয়া রাহে রই ॥ যখন আমির যাবে ছাড়িয়া লড়াই * তখন খন্দক হৈতে বাহের হইয়া ॥ পিছনে মারিব জোরে তলওার খেচিয়া * বক্তারক শুনিয়া কহে সাবাস একাম ॥ যাহাতে আমির মরে সে ছলা উত্তম * তামাম কাফের বলে এয়ছা যদি পার ॥ তা হইলে কিবা ডর গম নাই আর শুনিয়া হেন্দিয়া বুড়ি ঘোড়ায় চড়িয়া ॥ ওহাদ পাহাড় নীচে পৌছিল আসিয়া * সেখানে খন্দক এক গভীর আছিল ॥ তাহার ভিতর গিয়া ছাপায়ে রহিল * সেখানে থাকিয়া দেখে ময়দানের লড়াই ॥ দেলে ভাবে আমিরের দেখা যদি পাই * পিছনেতে মারি তেগ জোরেতে খেচিয়া ॥ এই আশা করে হেন্দা রহিল ছাপিয়া * হেথায় হরমুজ হাকি কহেন লস্করে ॥ ঘেরাও করিয়া মার রছুলের তরে * রছুল মরিলে রবে একেলা আমির ॥ কোনমতে মেরে দিব তাহার খাতের * হুকুম পাইয়া লড়ে যতেক ছেফাই ॥ রছুলে মারিতে যুক্তি করিল সবাই * নজদিকে নাজায় কেহ দহসত খাতের দেলেতে হেকমত এক করিল কাফের * তলওার মারিতে কার না হইল জোর ॥ রছুলের পরে সবে চালায় পাথর * ঝাকে২ পাথর ফেকে রছুলের পানে ॥ লাগিল পাথর এক নবির দান্দানে * দান্দান সহিদ হইয়া গেল নবিজীর ॥ আছহাব ইয়ার কেহ নাছিল হাজির ॥

ময়দান ছাড়িয়া নবি যাইয়া খন্দকে ॥ দাঁতের জ্বলনে জার জার আপনাকে * দারু পানী কে করিবে দান্দানের ঘায়॥ শোকরানা করেন নবি আল্লার দরগায় * এলাহির দোস্ত নবি ইমানের জান॥ এছহাক হও সেই দাঁতের কোরবান * রছুলের দাঁতে যেবা মারিল পাথর॥ হাজার লানত গেরে তাহার উপর * বেদিন বেওফা কুফর দাগাবাজ॥ কুফর শয়তান কেন করে এয়ছা কাজ॥ বড়ই ঘায়েল হইল দিন পয়গম্বর॥ ওম্মর ওমিয়া দিল আমিরে খবর * মক্কা মদিনার বিচে যত লোক ছিল॥ ওম্মর সবার তরে সমাচার দিল * যে জন শুনিল কথা খবর নরিব॥ কান্দিয়া নবির শোকে হইল অস্থির॥ নবির তালাসে চলে কান্দিয়া২॥ নবি নবি বলি সবে হাকে ফুকারিয়া মক্কা মদিনার বিচে যত লোক ছিল॥ রছুলের তল্লাসেতে সকলি চলিল * হেথা দান্দানের দর্দ্দে নবি পাকজাত॥ খোদার দরগায় নবি করে মোনাজাত * নাচার করিল মুঝে কাফের বেদিন॥ তাসবে ইমান দেহ এলাহি আলমিন * আহা২ এয়ছা নবি এত দয়াবান এহালে কাতর তবু মাঙ্গেন ইমান * তুড়িল নবির দাঁত কমজাত কুফর॥ তামাম ইয়ারে দিল ওম্মর খবর * বুবক্কর ওম্মর ওছমান পালহানে॥ লড়াই ছাড়িয়া যান রছুল সদনে * নিমা শাম তক ঢোড়ে রছুল কারণ॥ কোন খানে নবির না পায় দরশন * হাতেতে মশাল লিয়া ঢোড়ে সর্ব্বজন॥ দিন মহাম্মদ বলি ডাকে ঘনে ঘন * এই মতে চারি দিকে ঢুড়িয়া বেড়ায়॥ দেখা না পাইয়া সবে করে হায়২ * হজরত ফাতেমা ছিল মদিনা মাঝার॥ ওম্মর ওম্মিয়া তাকে দিল সমাচার * শুনিয়া ফাতেমা বিবি কান্দিতে২॥ বাপের তল্লাসে আসে বান্দি লিয়া সাথে * যারে দেখে তারে পুছে বাপের খবর॥ জান কেহ কোথা আছে দিন পয়গম্বর * নবির খবর কেহ না পারে বলিতে॥ ঢুড়িয়া চলিল বিবি কান্দিতে২ * হেথায় রছুল এক খন্দক মাঝার॥ দাঁতের জ্বলনে নবি আছে বেকারার * খোদার হুকুম সেথা পৌছিল জিবরিল॥ রছুল উপরে করে আয়াত নাজেল * জিবরিল কহেন শুন নুর মহাম্মদ॥ খোদার হুকুম হৈল শোনহ সংবাদ * হুকুম করহ তুমি আমার লাগিয়া॥ তামাম কুফর দেই গারত করিয়া * ওহাদ পাহাড় এই আহাদ ময়দান॥ পাহাড়ে

চাপিয়া মারি যত কুফরান * রছুল কহেন শুন জেবরাইল ভাই ॥ খোদার দরগায় এ গজব মাফ চাই * আর যে আরজ মাঙ্গি খোদার দরগায় ॥ ফজলে ইমান বকসে তাহার বান্দায় * যদিচ চিনিত মোরে কুফর লস্কর॥ কভুনা তুড়িত দাঁত মারিয়া পাথর * সাক্ষি রহ জিবরিল এ খুনের দায় ॥ হাশরে ওম্মতে যেন বকসেন খোদায় আমার ওম্মত যত আছে গোনাগার ॥ কেয়ামতে তাহাদিগে করিব উদ্ধার * যখন ওজন হবে ওম্মতের গোনা ॥ নেকি দিকে খুন দিব বকসিবে রব্বানা * জিবরিল রছুল এই কথাতে আছিল ॥ হেন কালে ফাতেমা সেখানে খাড়া হৈল * বাপকে দেখিয়া বিবি কান্দে উভরায় ॥ দান্দান সহিদ দেখি ছাতি ফেটে যায় * ফাতেমা কন্দিয়া বলে ওগো বাবাজান ॥ চাহ মসজিদ লাগি মদিনা মোকান * পানী দিয়া খুন ধোয় হজরত রছুল ॥ ফাতেমার সাথে চলে খোদার মকবুল ॥ মশাল লইয়া বিবী আপনার হাতে ॥ দাসী বান্দী চলে যায় আগে ও পিছতে * এইরূপে কতদুর যায় নেকালিয়া ॥ রাহেতে আছহাব যত মিলিল আসিয়া * ছালাম করিল সবে রছুলের পায় ॥ রছুলে তাজিমে লিয়া চলে মদিনায় * রছুলে মসজিদে রাখি ইয়ার সবায় ॥ কোমর বান্দিয়া ফের ময়দানেতে যায় * মস্তহালে মর্দ্দমিতে লড়ে ময়দানেতে ॥ আখেরে ঘায়েল হৈল কুফরের হাতে * ভাগিয়া আইল ফিরে মদিনা মাঝার ॥ হজরত রছুল যেথা আছে বেকারার * তার পরে শুন ভাই জঙ্গ আমিরের ॥ কি মতে ঘোড়ার লাল ছুটে আস্করের *

আস্কর ঘোড়ার লাল ছুটিবার বয়ান।

পয়ার ॥ আহাদ ময়দানে যবে নবির দান্দান ॥ পাথরে গিরিল শুনে আমির জাহান * আমির শুনিয়া ভারি হৈল পেরেশান ॥ রছুল খাতের মর্দ্দ ভাবেন নিদান * তাহাতে পড়িল মারা মাদি ও লস্কর ॥ ছাদ ইমানি মারা গেল যতেক ইয়ার * সাবা তইফ রয়হান জাবেলী তয়খেরা ॥ সকলে কুফর হাতে পড়িলেক মারা * আরজে মরতুজা আলী পায় খায়া তীর ॥ শুনে বড়া পেরেসান হজরত আমির * দেলের মাঝারে মর্দ্দ এয়ছা গোশ্বা হৈল ॥ বারুদের ঘরে যেন আগ

লাগাইল * কাটা ঘায়ের বিচে যেন কেহ দিল নুন ॥ হইল আমির গোস্বা শোকে দশ গুণ * দরদ পাইয়া মর্দ্দ কহে আপনাকে ॥ খোদা করে কুফররে দেখিব একে২ * যতেক কুফরে জাহান্নমে ভেজে দিব ॥ কুফর কাটিয়া সকলের দাদ লিব * গোস্বায় আমির হামজা হৈল জার২ ॥ কুফর উপরে ধায় করে মার২ * হাকিল আছমানি হাক আমির জাহান ॥ হাকের ধমকে কাঁপে জমিন আছমান * দাঁতেতে লাগাম লিল দু হাতে তলওার ॥ আস্কর ঘোড়ার পিঠে করে মার২ * দু হাতে তলওার মারে আমির খেচিয়া ॥ চলিল আস্কর ঘোড়া হাওায় মিশিয়া * হাকে জোরে বাও ভরে কাটিয়া চলিল ॥ লাখে২ কুফরেরে কাটিতে লাগিল * হরমুজের লস্করের নাহি ছিল ওর ॥ তাহাতে কাটিয়া চলে করে বড়া জোর * হাক মারি তেগ মারে হাজার২ ॥ এক চোটে কত কাটে কে করে সোমার * কখন ডাহিনে কাটে বামেতে কখন ॥ কখন সামনে কাটে পিছুতে কখন * কোভি ফিরে বাউ ভরে বিজলির চাক ॥ হরমুজ বক্তারে কহে ঘটীল বিপাক * মার২ মুখে বলি যবে কাটি যায় ॥ আমিরের হাক শুনি কুফর পলায় * কুফর লস্কর যদি ভাগিয়া পড়িল ॥ দেখিয়া আমির হামজা বড়া গোস্বা হৈল * তাড়াতাড়ি ঘোড়া বেড়ি দিয়া ময়দা-নেতে ॥ জমা করি তেগ মারে আপনার হাতে * আমির আপন দেলে ভাবে এ কালাম ॥ যতেক কুফর আজি করিব তামাম * বড়া২ পাহালওান আর মস্ত হাতি ॥ একেলা আমির কাটে কেহ নাহি সাথি * ওম্মর ওম্মিয়া আর মকবেল মর্দ্দানা ॥ জেনহার আকাছ মির বাহারাম খাকান * ঘায়েল হইয়া সবে ভাগিয়া চলিল ॥ মদিনা মসজিদে সবে যাইয়া পৌছিল * ওম্মর ওম্মিয়া ঘায়ে এলাজ করেন ॥ মহিমের সমাচার রছুলে ভজেন * কখন কুফরে মারে ফেকিয়া পাথর ॥ ইয়ারের হাল কহে হামজার গোচর ॥ আমির হামজার ছিল যতেক ইয়ার ॥ * ওহাদ মহিমে সবে হইল নেছার * ওম্মর ওম্মিয়া সহ বার জন ইয়ার ॥ ঘায়েল হইয়া রৈল মদিনা মাঝার * একেলা আমির লড়ে কুফরের সনে ॥ তবুত আমির [হামজা ভয় নাহি গণে * বড়২ পাহালওান আর মস্ত হাতী ॥ একেলা আমির কাটে

কেহু নাই সাথি * দেওজাত ঘোড়া সেই নামেতে আস্কর ॥ পায়ে এড়ি দিয়া মারে কুফর লস্কর * ঘুমে জোরে লাথ মারে যেমছা ভাতি চাক ॥ কুফর পলাইয়া যায় দেখিয়া বিপাক * আমির দু হাতে মারে দুই তলওার ॥ কতেক কুফর কাটে কে করে শুমার * রাবি রওায়েত করে কেতাবে জেকের ॥ জেন্দেগিতে যত জঙ্গ হৈল আমিরের*আহাদ ময়দান মত কভু না হইল ॥ ষোল দিন ষোল রাত কুফর কাটিল * ষোল দিন দানা পানী কিছু নাহি খায় ॥ আরাম হারাম করে কুফি কেটে যায় * আমিরের তেগ বাজী হরমুজ দেখিয়া ॥ বক্তারক উজির জয়পাল সাহে লিয়া * ছিরাব আন্দাদ কামরান কারাজান ॥ জলপাই খুটামারা খালিসা জাহান * জোহেম দোররাগ ভগদত্ত রাজ্যেশ্বর ॥ পরশ্বরাম দাতাকর্ণ লুমা গজনকার * কিকাবাদ জাহানুর মগী ফিলবান ॥ সাবিরা মুদ্দুলী শামী উজির কায়জান * এই কয়জনা মিলে মছলত করিয়া ॥ পলাইয়া গেল সবে পরাণ লইয়া * হরমুজ পলাইয়া গেল ইরানের বিচে ॥ কোবাদের তক্ত যেথা মদায়েনে আছে * আহাদ ময়দানে যত কুফর লস্কর ॥ হামজার তলওারে সবে হৈল মেছমার * যত ছিল মারা গেল বাকী পলাইল ॥ ময়দান হইল খালি বাকী না রহিল * সেই ওক্তে টাপ হৈতে আস্করের লাল ॥ বান্ধা ছিল খুলি গেল হৈল কত কাল * দেখিয়া ঘোড়ার হাল আমির জাহান ॥ জেন্দেগি খতম জানি ছাড়িয়া ময়দান * ওহাদ পাহাড় বলি উঠাইল ঘোড়া ॥ মনে কহে মক্কায় পৌছিব খাড়া২ * কহে হীন খাকছার এছহাক উদ্দিন ॥ হামজার সহিদ এবে শুনহ মমিন * আলমে জাহের জান মর্দ্দমির শান ॥ লেখিতে সহিদ তার কলম হায়রান * নিজ চক্ষে বহে ধারা পেরেশান হায় ॥ খেদতে কলম মেবা কালি না যোগায় *

হজরত আমির হামজা সাহাদাত পাইবার বয়ান ।

পয়ার ॥ যখন আস্কর ঘোড়া পাইল আমির ॥ বেন্ধে ছিল লাল তার খোওাজ খেজির * বলে ছিল এই লাল ছুটিবে যখন ॥ তোমার মউত হবে জানিবে তখন * আমিরে ইয়াদ হৈল খোওাজের বাত ॥

নিকটে মউত এবে জানিনু নেহাত * মক্কার বিচেতে যাব মনে করি তায়॥ খোদার ঘরেতে জান সুপিব খোদায় * ফিরিয়া চলিল মর্দ্দ ঘোড়া কুদাইয়া॥ ওহাদ পাহাড় নীচে পৌছিল যাইয়া * লড়িয়া মর্দ্দানা হালে আছিল বেহুস॥ অজুদতে ছিল তার মাহমের জোস * আছিল হুদের টোপ মাথার উপর॥ চলিয়া পড়িল পিছে না রাখে খবর * হেন্দিয়া হারামজাদী রাহা আগুলিয়া॥ আমিরে মারিতে ছিল খন্দকে লুকিয়া * খোদার কোদরত ভাই বুঝা নাহি যায়॥ খোদার হুকুম যাহা খণ্ডন না হয় * দু চিজে আদামরা কাসাস জোরে জোর॥ একে আবেদানা দিগার খাকে গোর * যাহার আজল যেথা আজলে টানিয়া॥ সেই মোকানতে হায় দে পৌছা-ইয়া * হামজার আজল ছিল হাতে হোন্দয়ারি॥ যেই খন্দকেতে ছিল হেন্দি দুরাচারি * তাহাব নিকটে এক খন্দক গম্ভীর॥ যাইয়া তাহার আগে পৌছিল আমির * যাইব মক্কায় কিবা যায় খন্দকেতে॥ মক্কা ও খন্দক কিবা না ছিল দেলেতে * মউত নজ-দিগে হৈল হুশ হারা হৈয়া॥ সেই খন্দকের নীচে ছাপিল যাইয়া * মনতে ভাবিল দিনে রহিব ছাপিয়া॥ রাতারাতি মক্কা ঘরে পৌছিব যাইয়া * আমির নামিল যদি খন্দকের নীচে॥ দেখিয়া হেন্দিয়া যায় আমিরের কাছে * দাণ্ড ঘাতে রাঢ় খেচিয়া তলওার॥ আমির ইয়াদ করে পরওার দেগার * হামজার হাতেতে ছিল ছমছাম তল-ওার॥ বাম হানে ছিল ঢাল জান দিনদার * এয়ছাই দেলেতে হুস না হইল তার॥ ঢাল ধরি ছমছামে করি মেছমার * কত দেও কত পাহালওানে জের কৈল॥ এড়াতে নারীর তেগ মালুম না হৈল * কেবল খোদার রহে তরফেতে মন॥ খেচিয়া মারিল তেগ হিন্দিয়া শয়তান * এমন জোরেতে তেগ হেন্দিয়া মারিল॥ এক চোটে ছের তার জুদা করে দিল * আজল পৌছিল যদি আমির হামজার॥ বক্সিলেন সেই ওক্তে রহমত আল্লার * আল্লার যে অলি আর দিনের ফরাস॥ মোছাফেরি ছাড়িয়া গেলেন নিজ বাস * যে কেহ আল্লার অলি মারয়া না মরে॥ লেকিন দুনিয়ার লোক না দেখে তাহারে * যার ভেজা তার কাছে হইল মৌজুদ॥ কেবল পড়িয়া রৈল খাকের অজুদ * আমির সহিদ হৈল আল্লার কোদরতে॥

লোকে বলে মারা গেল আওরতের হাতে * আমির হামজারে হেন্দা কাটিল যখন ॥ দেলেতে বুঝিয়া ফের হৈল পেরেশান * বেটার শোকেতে আমি করিনু একাম ॥ আকবতে গোনাগার আলমে বদনাম আমিরে কাটিনু তবু না পেনু বোরহান ॥ আমিরের দায় ফের ঘটীল নিদান * আসিবে কুরছি পরি লিতে এর দাদ ॥ কোথা ছাপাইয়া রব হৈল পরিমাদ * দরিয়া পাহাড় কিবা জঙ্গল ময়দান ॥ ঢুড়িয়া মারিবে মোরে নাহিক এড়ান * রছুলের পানা বিনে গতি নাই আর ॥ সেথা গেলে জান বকসী হইবে আমার * নবি যদি জান বকসি করেণ আমার ॥ দুনিয়াতে জান বাচে আকবতে পার * মাফ যদি নাই করে হজরত রছুল ॥ তহকিক বুঝিনু যে হারানু দুই কুল * এতেক ভাবিয়া দেল বিচে চলে যায় ॥ যাইয়া গিরিল হেন্দা রছুলের পায় * হেন্দিয়া কান্দিয়া কহে রছুলের পায় ॥ গোনা মাফ কর মেরা রছুল খোদায় * তকছির করিয়া মাফ রাখ মেরা জান ॥ রহিব খেদমতে তেরা আনিয়া ইমান * রছুল কহেন কহ কি গোনা করিলে ॥ কি খাতেরে মেরা আগে ইমান আনিলে * হেন্দিয়া কহেন আগে করহ করার ॥ তবে পিছে কহি তকছির আপনার * রছুল কহেন করিনু তকছির ॥ রাছ বাত কহ তুমি না হও দেলগীর * হেন্দা বলে বিপদেতে আসি তেরা ঠাই ॥ আমার সমান গোনাগারি কেহ নাই * বেটার কারনে মারি আমির হামজায় ॥ এই গোনা মাফ কর ধরি তব পায় * রছুল কান্দিয়া কহে কি কথা কহিলি ॥ আমির হামজারে তুই কেমনে মারিলি * যখন হেন্দিয়া বিবি এ কথা কহিল ॥ মদিনার লোক যত কান্দিতে লাগিল * সেদিন আরবে এয়ছা কান্দনা হইল ॥ রোজ কেয়ামত বুঝি মদিনায় হৈল * যেজন শুনিল কাণে এই সমাচার ॥ কান্দিয়া২ চলে মদিনা মাঝার * রছুল কান্দিয়া বলে হেন্দিয়ার তরে ॥ কেমনে মারিলে তুমি আমির হাম-জারে * কোন খানে মারিলে আমির পাহাওানে ॥ চাচাকে দেখাও লাশ আছে কোন খানে * হেন্দিয়া কহেন লাস দেখাব তোমায় ॥ চলিল হজরত নবি দেখিতে হামজায় * দাতের জ্বলনে একে আছে পেরে-শান ॥ দোছরা আমির লাগি হইল হয়রান * ইয়ার আছহাব যত সাথে করে লিয়া ॥ আস্তে২ যায় নবি দেরেগ পাইয়া * আমিরের

লাশ যেথা খন্দক ভিতরে ॥ দেখাইল হেন্দা বিবি দিন পয়গম্বরে * আমিরের লাশ নবি দেখে পেরেশান ॥ খন্দকেতে পড়িয়াছে হইয়া দুইখান * দেখিয়া মদিনার লোক আমিরের লাশ ॥ কান্দে জার২ হৈয়া ছাড়িয়া হুতাস * সবারে দেলাসা দেয় হজরত রছুল ॥ এই দিন একবার সবার কবুল * সকলে মৌতের মজা চাখিতে হইবে ॥ কেহ আগে কেহ পিছে কেহ না বাঁচিবে * রছুল হয়রান মনে পেরে-শান হৈয়া ॥ জানাজা পড়েন নবি আছহাবে লিয়া * জানাজা নামাজ যদি পড়ে পয়গম্বর ॥ পরে রাবি রওায়েত কহিল খবর * মালায়েক গণ যত ফেরেস্তা আল্লার ॥ সকলে জানাজা পড়ে আমির হামজার * নামাজ পড়িয়া যে ফেরেস্তা চলি যায় ॥ পরে রাবি রওায়েত এয়ছাই ফরমায় * মদিনার যত লোক করিয়া কান্দন ॥ আমির হামজার লাশে করেন দফন * হজরত রছুল আপে গমতে হামজার ॥ পেরে সান আছে নবি দেলে আপনার * হেন কালে জিবরিল পৌছিল সেখানে ॥ দেয় গায়বের ধ্বনি রছুল জাহানে * পেরেশান আছ তুমি কিসের খাতের ॥ দেলেতে বুঝিলে তুমি মরিল আমির * আপন চাচাকে যদি দেখিবারে চাও ॥ এখনি দেখিতে পাবে উপরে তাকাও আওাজ শুনিয়া নবি উপরে তাকায় ॥ আমির হামজার তরে দেখি-বারে পায় * বসেছেন তক্তপরে বেহেস্তে আমির ॥ হুর গেলেমান কত খেদমতে হাজির ॥ আমিরে দেখিয়া নবি খুসি খোসালিতে ॥ ভেজেন শোকরানা নবি আল্লার দরগাতে * সেই ওক্তে পৌছে ফের আয়াত কোরান ॥ ছুরা বকরতে দেখ ওহে মমিমান * যে কেহ লড়িয়া মরে দিনের খাতির ॥ বেহেস্তে চলিয়া যাবে বেগর তক ছির * জিবরিল কহেন শুন হজরত রছুল ॥ হেন্দিয়া বিবির তৌবা করহ কবুল * হেন্দিয়া করিল তৌবা আনিয়া ইমান ॥ তকছির করিল মাফ রছুল দেওান * কলেমা পড়িয়া দিন মানিল হেন্দিয়া আছিল হজরত আলী জ্বলনে পড়িয়া * হুকুম করিল নবি ইয়ার সবারে ॥ তীর আছে খোল সবে হজরত আলীরে * শুনিয়া ইয়ার সবে হয়রান হইল ॥ কোনমতে তীর ছাড়াইতে না পারিল * তার পরে নামাজ লাগি আলী নামদার ॥ নামাজ পড়েন যবে মসজিদ মাঝার * বাহারাম আজমি ছিল সেখানে হাজের ॥ নামাজের কালে

কৈল তীরকে বাহের * নামাজ পড়িয়া আলী নজরে তাকায়॥ পায়েতে তীরের ফলি দেখিতে না পায় * আলী বলে তীর মেরা কেমনে ছুটিল ॥ কত বার টেনে ছিনু বাহের না হৈল * কহিল বাহারাম মর্দ্দ হুজুরে আলীর॥ যখন করিলে সেজদা নামাজ খাতির * সেই ওক্তে আমি তীর ফলি হাতে ধরি॥ খুব জোরে টানিয়া বাহির আমি করি * রছুল বলেন আলী মজবুত নামাজে॥ এছা কেহ নাই আর দুনিয়ার মাঝে * আল্লাতালা আমাদের রছুল বরকতে॥ আলী আর আমির হামজার বোজগীতে * ওরে থাক এছহাক নামাজ পড়িয়ে॥ নামাজে এয়ছাই খুব দেল লাগাইবে * আইল কুরছি পরি কোকাফ হইতে॥ এছহাকউদ্দিনে কহে লিখি ত্রিপদীতে

কুরছি পরি হামজার সহিদের খবর শুনিয়া মদিনায় পৌছিয়া বদিওজ্জামালেরহাল জানিবার বয়ান।

ত্রিপদী॥ এক্ষনে কুরছি পরি, যেরূপে করিল জারি, শুন কেচ্ছা বদিওজ্জামার॥ যে রোজ ময়দান বিচে, ওহাদ পাহাড় নীচে, সাহাদত হইল হামজার * পরির জাছুছ ছিল, যাইয়া খবর দিল, কুরছি পরির বরাবরে॥ শুনিয়া কুরছি পরি, বাপের লাগিয়া ভারি, ছের পিটে আহাজারী করে * মায়ের হুজুরে গিয়া, কহে সব বিবরিয়া, শুনি গোস্বা হৈল তারা পরি॥ কুরছি পরীকে কয়, দেরি আর নাই সয়, লস্কর সাজাও ত্বরা করি * লহ যে বাপের দাদ, না শোন কার ফরিয়াদ, যাও চলে না করহ দেরি॥ বাপের যে দাদ লিতে, পরীগণ লিয়া সাথে, মদিনা পৌছিল কুরছি পরী * রছুলের পাও তলে, কুরছি আরজ করে, শুন নবি আমার আরজ॥ হেন্দিয়া বজ্জাত জাতে, শুপে দেহ মেরা হাতে, নাক দিয়া তুলাব মগজ * হেন্দাকে মারিব যবে, হছরত মিটিবে তবে, করার হইবে মেরাজান॥ যাবত না দাদ লিব, ফিরিয়া নাহিক যাব, কদাচিত দেশ পরীস্থান * রছুল কহেন শোন, মেরা নছিহত মান, এত গোশ্বা কিসের খাতের॥ কাহে গোস্বা পেরেশান, চাচারা বহিন শোন, ভেদ নাহি জান

এলাহির * যত কিছু পয়দা করে, আখেরে সবারে মারে, দুনিয়া কায়েম নহে কার ॥ হাল চাল দুনিয়ার, এলাহির কারবার, যত সব মঞ্জুর তাহার * আল্লার কোদরত যাহা, কে বুঝিতে পারে তাহা, হেন্দিয়া হৈল বদনাম ॥ বেগর হুকুমে তার, এমন ক্ষমতা কার, করিতে পারিবে হেন কাম * কি করিবে মনস্তাপে, মারিবে তোমার বাপে, নাহি সাধ্য শোনহ বহিন ॥ দেখিবারে চাহ তুমি, চাঁচারে দেখাই আমি, মাফ কর না হও গমগিন * কুরছি কহেন নবি, এহা হৈতে নাই খুবি, বাপকে দেখিতে যদি পাই ॥ জামাল দেখিলে তার, গম না করিব আর, আপনা মুলুকে ফিরে যাই * রছুল কহেন ফের, আর না করিবে দের, চাহ যদি আমিরে দেখিতে ॥ আমার চাচাকে তবে, নয়নে দেখিতে পাবে, এখনি তাকাও উপরেতে * শুনিয়া কুরছি তাকে, আমির হামজাকে দেখে, তক্ত পরে বেহেস্তেতে শান ॥ দেখিয়া হামজার তরে, মহাম্মদি দিন পরে, পরীগণ আনিল ইমান * ওম্মর ওম্মিয়া তরে, কুরছি জিজ্ঞাসা করে, কোথা গেল বদিওজ্জামাল ॥ সকলি হাজের আছে, জাম দাদা কোথা গেছে, ঠিক বাত কহ বাবাজান * বাচিয়া আছেন নাই, সাচ কহ মেরা ঠাই তার সাথে করিব দিদার ॥ উম্মর ওম্মিয়া শুনি, পয়ারে কহেন বাণী করামদ্দী নন্দন কবিকার *

পয়ার ছন্দ ॥ ওম্মর ওম্মিয়া কহে কুরছি পরীরে ॥ সেস্তান হইতে যবে রোখাম সহরে * আমির বাচিল আর সত্তর ইয়ার ॥ বাচিল বদিওজ্জমা ফজলে আল্লার * একদিন শিকার করিতে ময়দানেতে ॥ পৌছিল আমির হামজা ইয়ার সহিতে * সত্তর ইয়ার সহ আমিহ আছিনু ॥ শিকার লাগিয়া বড়া পেরেশান হৈনু * আখেরে হরিণ এক সামনে পাইল ॥ দেখিয়া বদিওজ্জামা ঘোড়া উঠাইল * এইরূপে কত দুর যায় নেকালিয়া ॥ এক কুণ্ডা বিচে হরিণ গিরিল যাইয়া * ঘোড়ার সহিতে জাম গিরে তার সাথে ॥ গায়েব হইয়া গেল দেখিতে২ * করিনু তালাস বহু পানীতে নামিয়া কোন মতে না পাইনু জামাল লাগিয়া * শুনহ কুরছি পরী তোমার কারণে ॥ এই হাল বিতিয়াছে বদিওজ্জামানে * তখনি সেখান

হৈতে আরব্ব পৌছিনু ॥ কোন খানে না যাইয়া হেথায় রহিনু * সহিদ হইল হামজা কত জোরওয়ার ॥ কেবল বাঁচিয়া আছি বারজন ইয়ার * সেই হৈতে নাহি জানি জামার খবর ॥ কহিনু তামাম হাল তোমার গোচর * শুনিয়া কুরছি পরী করে হায়২ ॥ এত দুঃখ কপালেতে লিখিল খোদায় * ওম্মর ওম্মিয়া বলে কুরছি পরীরে ॥ যাদুর তেলেছমাতে কুণ্ডা বিচে গিরে * তুমি যদি পার তাহে তদবির করিয়া ॥ আন জামালের তরে বাহির করিয়া * শুনিয়া পছন্দ করি পরী নেকনাম ॥ হজরত রছুলের পায় করিয়া ছালাম * বিদায় হইল পরী কোকাফ যাইতে ॥ কতদিন বাদে পৌছে আপন দেশেতে * যাইয়া মায়ের আগে কহে সব হাল ॥ বদিওজ্জামার হাল কহিল সকল * শুনিয়া আছমান পরী কান্দে জার২ ॥ কহে হায় কি হইল নছিবে আমার * আঠার বরছ মারে দেয়ের লাগিয়া ॥ মারিল হেন্দিয়া তাকে কেমন করিয়া * আর নাহি দেখিনু স্বামীর চাঁদ মুখ ॥ হায়রে বিধাতা কেনে হৈলি বৈমুখ * হায়রে বদিও-জ্জামা রহিলে কোথায় ॥ তোর শোকে দশগুণ ছাতি ফেটে যায় * জমিনে পড়িয়া বিবি কান্দে জার২ ॥ তক্তপরে হাত মারে কান্দে হাহাকার * ছলাছল উজির কান্দে আমিরের দায় ॥ কোকাফের পরী কান্দে করে হায়২ * কান্দিয়া আছমান পরী কহেন উজিরে ॥ কেমনে সাক্ষাত পায় বদিওজ্জামারে * পালিনু বদিওজ্জমা বড়ই মেহনতে ॥ সেহত গায়েব আছে এক তালাবেতে * কোন পাওা না মিলিল তালাস করিয়া ॥ তালেনামা দেখ আপে হেন্দছা খুলিয়া * ছলাছল উজির বহু আপছোছ করিল ॥ আবদুর রহমান জেনে হুকুম করিল * তালেনামা দেখ তুমি হেন্দাছা খুলিয়া ॥ কোথা আছে জাম সাহা কহ বিবরিয়া * আবদুর রহমান যেন শুনে পেরেশান ॥ চক্ষেতে বহয়ে পানী আমির কারণ * হেন্দাছা মাঝারে এই দেখি যারে পায় ॥ বদিওজ্জামাল আছে কয়েদ খানায় * জীতা জানে আছে সেই দুস্মনের হাতে ॥ বাহের হইবে বড় কঠিন তাহাতে * শুনিয়া আছমান পরী করে হায়২ ॥ কেমনে বাহির হবে কি করি উপায় * ছলাছল উজির কহে কুরছি পরীরে ॥ যখন জামালে পাও দরিয়ার ধারে * তখন খোয়াজ সাথ মোলাকাত হৈল ॥ হামজার

ফরজন্দ বলি তোমাকে কহিল * তার উছিলাতে তুমি পাইলে জামারে ॥ এখন তাহাকে ধর দরিয়ার ধারে * শুনিয়া আছমান পরি পছন্দ করিল ॥ কুরছি বেটীর তরে কহিতে লাগিল * কহর দরিয়ায় থাকে খোয়াজ জাহান ॥ যাইয়া তাহার পানা লেহ বেটী জান * আমার ছালাম দিবে খোয়াজ খেজেরে ॥ আমির হামজার হাল শুনাইবে তারে * জামালের পরে তিনি আছে দয়াবান ॥ যে মতে বাহির হবে বাতাবে সন্ধান * শুনিয়া কুরছি পরী কবুল করিল ॥ জামাল দাস্তান এছহাক বিরচিল *

কুরছি পরী হজরত খোয়াজের নিকট পানা লইবার বয়ান ।

পয়ার ॥ যখন আছমান পরী জামাল কারণ ॥ কুরছি বেটীর তরে করিল ফরমান * খোয়াজের কাছে তুমি পানা লেহ গিয়া ॥ তা হইলে জামে দিবে বাহির করিয়া * শুনিয়া কুরছি হৈল সাজিয়া তৈয়ার ॥ খোয়াজের আগে যেতে হৈল রাহাদার * তিনলাখ পরী ছিল কুরছি তাবেতে ॥ সকলে সাজিয়া চলে কুরছির সাথে * রাত দিন চলে পরী উড়িয়া২ ॥ কহর দরিয়া ধারে পৌছিল যাইয়া * যেখানে পাইয়া ছিল জামালের তরে ॥ কুরছি পৌছিল গিয়া সেই জাগা পরে * খোয়াজ লাগিয়া পরী পেরেশান হৈয়া ॥ জঙ্গল ময়-দানে ফেরে ঘুমিয়া২ * কোন খানে না পাইল মোলাকাত তার ॥ কোথায় পাইবে দেখা কহে কবিকার * যাহারে হইবে সখা পাক ছোবহান ॥ তাহাকে দিবেন দেখা খোয়াজ জাহান * কুরছি ঢুড়িয়া ফিরে খোয়াজ কারণ ॥ পাতালেতে খোয়াজের নড়িল আসন * খোয়াজ ভাবেন দেলে এ বাত কেমন ॥ আসন নড়িল কেন না বুঝি কারন * ধিয়ানে বসিয়া জেন্দা আগামি জানিল ॥ জামালের তল্লাসেতে কুরছি আইল * মেহের হৈয়া পীর কুরছি আগে যায় ॥ ধরিয়া ফকির বেশ চালল ত্বরায় * যে রাহেতে আসে কুরছি ঐ রাহা দিয়া ॥ ফকিরে দেখিয়া পরী আইল ধাইয়া * কুরছি ছালাম করে ফকিরের পায় ॥ ফকির বলেন তুমি যাইবে কোথায় * কহেন কুরছি পরী খোয়াজ কারণ ॥ খোয়াজ ঢুড়িয়া ফিরি শুন বিবরণ *

আমির আমার বাপ আরবেতে ঘর॥ কুরছি বলিয়া নাম জানিবে আমার * সহিদ হইল পিতা ইয়ার সহিতে॥ ভাই বন্ধু নাহি মেরা দুনিয়ার ভিতে * আছিল বদিওজ্জামা ভাই যে আমার॥ সেহ গেরেপ্তার আছে কয়েদ মাঝার * রোখাম সহরে তিনি শিকারেতে গেল॥ মৃগ দেখি কুণ্ডা বিচে গায়েব হইল * আবদুর রহমান যেন বড় হুসিয়ার॥ আছেন মায়ের কাছে হৈয়া আবদার * হেন্দাছা মাঝারে সেই দেখিবারে পায়॥ বদিওজ্জামাল আছে কয়েদ খানায় * খোয়া- জের পানা বিনে গতি নাই আর॥ হকিকত জানি সেই করিবে বাহার * নামেতে আছমান পরী মাতারি আমার॥ এখানে ভেজিয়া দিল নিকটে তাহার * এই খানে পেরে ছিনু জামালের তরে॥ খোয়াজের মোলাকাত পাই কি আকারে * সে খাতেরে আসিয়াছি শুন বুড়া পীর॥ বহুত তালাস করি না পাই খেজির * খোয়াজ শুনিয়া এহা সরম পাইল॥ আমির হামজার তরে পেরেশান হৈল * বহুত আজেজ হৈল জামাল লাগিয়া॥ কুরছি পরীরে কহে পেরেশান হৈয়া * শুন আমিরের বেটী কুরছি মামাজান॥ আমিত খোয়াজ তেরা দিনু দরশন * একথা বলিয়া পীর দু চক্ষু মুদিল॥ বদিও- জ্জামার হাল আগমে ধরিল * তখন মিলিয়া চক্ষু কহে কুরছিরে॥ বদিওজ্জামাল আছে মস্কালা সহরে * ফিরজ বক্ত সার বেটি ছবনুর নাম॥ রূপেতে হয়রান তার আলম তামাম * যাদুর এলেমে সেই বড় ওস্তাদ॥ আশক হইল সেই উপরে জামার * যখন বদিও- জ্জামা ছিল কোকাফেতে॥ আশক হইল পরী জামাল পরেতে * অনেক করিল চেষ্টা না লাগিল হাত॥ সেই হৈতে পেরেশান আছিল বজ্জাত * নদীর কেনারে এক যাদুর জোরতে॥ বানায় বাগান এক আজব ছুরতে * আছে সেই পরী লিয়া যাদুর মহলে॥ হেন দশ হৈল তায় বদিওজ্জামালে * এতেক কহিয়া পীর গায়েব হইল॥ কোথা গেল কুরছি তাহা মালুম না পেল * শুনিয়া জামার হাল কুরছি পরীজাত॥ কান্দিয়া২ চলে দেশেতে নেহাত * রাত দিন চলে পরী উড়িয়া২॥ কোকাফ সহরে পরী পৌছিল আসিয়া * দেখি আছমান পরী বেটির কারণ॥ পিয়ার করিয়া পুছে হৈয়া খুসি মন *

হজরত বদিওজ্জামাল কয়েদ হইতে খালাছ পাইবার বয়ান।

যখন কুরছি পরী কোকাফে পৌছিল ॥ দেখি আছমান পরী বেটিকে পুছিল * খোয়াজের কাছে গেলি লইবারে পানা ॥ বাহির হইল কিনা জামাল মর্দ্দানা * শুনিয়া কুরছি পরী কান্দিয়া২ ॥ মাতাকে ভায়ের সব কহে বিবরিয়া * যেই সব হকিকত খোয়াজ কহিল ॥ আছমান পরীর তরে শুনাইয়া দিল * শুনিয়া আছমান পরী গোস্বায় জ্বালল ॥ বারুদের ঘরে যেন আগ লাগাইল * তখনি হুকুম করে উজির খাতের ॥ সাজাও লস্কর এবে নাহি কর দের * দেখিব ফিরজবক্ত কেয়ছা যাদুগর ॥ পানীতে ভাসাব তার মস্কলা সহর * আমার ছরহদ্দে থাকি এত্তা বড়া শান ॥ মনিব বলিয়া ভয় না করে শয়তান * ছলাছল লস্কর লিয়া বাহির হইল ॥ কুরছি আছমান পরী সাজিয়া চলিল * আছিল নব্বই লাখ লস্কর পরীর ॥ মস্কলা সহরে সব হইল হাজির * ফিরজ বক্তের বাড়ী একেবারে ঘিরে দহসত পাইয়া বক্ত কহে আছমানেরে * কোন খাতা করিয়াছি কহ নামদার ॥ আমিত গোলাম তেরা ফরমা বর্দ্দার * তারা পরি বলে শুন ওরে দাগাবাজ ॥ এখনি ধরিয়া তোরে করিব এলাজ * ছবনুর বেটী তেরা যাদুর জোরতে ॥ রাখেন বদিওজ্জামে কয়েদ খানাতে * কোথায় আছেন জামা করহে হাজের ॥ নহেত পয়জারে তেরা উড়াইব ছের * সেই দিনে ছবনুর বাগান হইতে ॥ আছিয়া ছিলেন পরী মাবাপে দেখিতে * ফিরজবক্ত গোস্বা হৈয়া বেটির লাগিয়া ॥ তারা পরী আগে দিল জাহের করিয়া * আর কহে বদিও-জ্জামালে রাখ কোথা ॥ সেতাবি হাজির কর জানিবে আলবত্তা * নহেত আপন হাতে কাটীব গর্দ্দান ॥ একথা জানিবে ঠিক কমজাত শয়তান * বদিওজ্জামালে যদি আশক আছিলে ॥ কেনরে কমবক্তো মোরে নাহিক কহিলে * তা হইলে আমি তার সাথে দিতুন বিয়া ॥ যেমন করিলি ফল চাকরে বেহায়া * শুনে সবনুর পরী কহে আছ-মানেরে ॥ পাইবে বদিওজ্জামা এই আশা করে * বলে শুন আলম্পানা লেউণ্ডির বাত ॥ বদিওজ্জামালে সাদি দেহ মেরা সাথ * কুরছি শুনিয়া কহে ছবনুর তরে ॥ জামালে আনিয়া দেহ সাদি দিব

তোরে * শুনে ছবনুর পরী কুরছির বাত ॥ আছমানে তাকিয়া হাক ছাড়িল বজ্জাত * যাদুর হাকেতে হেথা বদিওজ্জামাল ॥ উড়িয়া আসিল যেন তারার সমান * ঘড়ি এক বিচে সেথা পৌছিল আসিয়া ॥ ছবনুর পানী পড়ে দেয় পেলাইয়া * হুস পেয়ে উঠে মর্দ্দ বদিও-জ্জামাল ॥ তারা ও কুরছিকে দেখি খুসি জানেজান * হেন কালে ছবনু১ হাত উঠাইয়া ॥ তারা পরী আগে কহে আরজ করিয়া * শুন সাহা আলম্পানা লেউণ্ডির বাত ॥ আমাকে দিবেন সাদি জামালের সাথ * কুরছি ফোরছত পেয়ে লইয়া তলওার ॥ আছানক ছবনুরে করিল ওয়ার * মন্তর পড়িতে তার ফোরছত না হৈল ॥ কুরছি কাটীয়া তারে দুখানা করিল * মারা গেল ছবনুর ঘুচিল বালাই ॥ ফিরজ আরজ করে তারা পরী ঠাই * মাফ কর জাহাপনা আমার তকছির ॥ কমিনা গোলাম আমি খেদমতে হাজির * যেয়ছা কাম তেয়ছা ফল পাইল সবনুর ॥ ভাল হৈল মারা গেল নাহিক কছুর * আছমান ফিরজ তরে দেখে পেরেশান ॥ খাতা মাফ করিলেক হৈয়া দয়াবান * তা পরে আছমান পরী জামালে লইয়া ॥ আপনা মুল্লুকে পরী আইল উড়িয়া * আপন তক্তের পরে জামালে বসায় ॥ কোকাফের নানা চিজ জামালে খেলায় * বদিওজ্জামাল পুছে দেলের খবর ॥ আমির আছেন কেছা সঙ্গের ইয়ার * কুরছি আছমান পরী আফছোছ করিয়া ॥ আমিরের হাল যত কহে বিব-রিয়া * মারা গেল আমির হামজা জোরওার ॥ ছাদ ইমানী মারা গেল যতেক ইয়ার * ওম্মর ওম্মিয়া সহ বার জন ইয়ার ॥ ঘায়েল হইয়া পড়ে শুন সমাচার * যোল কোশ তক যুড়ি কুফর শয়তান ॥ হরমুজ করিল জমা আহাদ ময়দান * সেই লড়ায়েতে লড়ি আমির জাহান ॥ বেহেস্তে চলিয়া গেল খোদার ফরমান * আছেন তোমার ভাই মহম্মদ নামে ॥ সেহ পেরেশান আছে আমিরের গমে * যখন শুনিল জাম বাপের খবর ॥ হায় বলে গিরে পড়ে জমিন উপর * অচেতন হৈয়া পড়ে জমিন মাঝার ॥ দম বন্ধ হৈয়া গেল মরার আকার * দেখিয়া কুরছি তারা কান্দে জার২ ॥ আতর গোলাপ ছিটায় উপরেতে তার * আনিয়া তালের পাঙ্খা বাতাস দেলায় ॥ দারুপানী এলাজ করেন কত তায় * কতক্ষণ পরে জামা চেতন

পাইল ॥ আমির হামজার শোকে কান্দিতে লাগিল * জার২ কান্দে জামা গড়াগড়ি যায় ॥ হায়২ করে আর কান্দে উভরায় * বাবা২ বলি কান্দে জামাল জাহান ॥ কোথা গেলে বাবাজান ধড়ের পরাণ * ইহাদের কান্দা আর সহা নাহি যায় ॥ সোণার বরণ তনু ধুলায় মিশায় * জামালের কান্দনে কার স্থির নহে মন ॥ ভাটল নদীর পানী ধরিল উজান * জামালের কান্দনেতে গাভি গভ ছাড়ে ॥ নবীন বৃক্ষের পাতা সেহ ঝরে পড়ে * আছমান জমিন কান্দে দরিয়া পাহাড় ॥ কোকাফ সহর হৈল দিনেতে আন্ধার * গাভী নাই দুধ দেয় বাছুর লাগিয়া ॥ বাছুর না খায় দুধ দেলে শোক পাইয়া * মৌমাছি ভোমরা কান্দে মুখে মধু ॥ কলসি ভুমে রাখি কান্দে গৃহস্থের বধু * মালি ও মালিনী কান্দে এলো করি চুল ॥ হায়২ হামজা বিনে কারে দিব ফুল * পশু পক্ষী জীব আদি কিছুই না খায় ॥ জামের কান্দনে সবে কান্দে উভরায় * ছলাছল উজির কান্দে কান্দে তারা পরী ॥ কান্দেন কুরছি পরী করে আহা জারী * হায়২ করি কান্দে পরীর লস্কর ॥ রোজ কেয়ামত হৈল কোকাফ সহর * আবদুর রহমান কান্দে আমিরের দায় ॥ বদিওজ্জামাল তরে বহুত বুঝায় * নাহি কান্দ বাবাজান গম কর দুর ॥ খোদার মর্জ্জি পরে করহ সবর * জন্মিলে মরিতে হবে কেহ না বাঁচিবে ॥ কেহ আগে কেহ পিছে একিন জানিবে * দু সও বরছ হৈল হামজার হায়াত ॥ হায়াত টুটিয়া গেল পৌছিল জান্নাত * যার ভেজা তার কাছে হইল মৌজুদ ॥ কেবল পড়িয়া রৈল খাকের অজুদ * জামাল বেহুস হালে কান্দে পেরেশান কতক্ষণ পরে জামা পাইল চেতন * চেতন পাইয়া তবু করে হাহা-কার ॥ নেহাত বাপের শোকে কান্দে জার২ * আবদুর রহমান জ্বেন জামালে লইয়া ॥ কোলেতে বসায় লিয়া তাজিম করিয়া * বহুত বোঝায় জামে চক্ষু পানী মোছে ॥ দোনিয়াতে যেই আসে কেহ নাহি বাঁচে * হজরত আদম কোথা বাপ সবাকার ॥ কোথা গেল হাওা মাতা দেখা নাই তার * শিশ নুহু ইলিয়াছ কোথা ছোলেমান ॥ এবরাহিম নবি কোথা আজর নন্দন * এসমাইল কোথা গেল কোথা এছাহাক ॥ ইউছফ জেলেখা কোথা জীব লাখ২ * হুদ লুত কোথায় দাউদ সেকান্দার ॥ আফলাতুন কোথা ইছা মুছা পয়গম্বর *

কোথায় সাদ্দাদ যিনি এরম বানায়॥ এছকেন্দার লোকমান গেলেন কোথায় * গেও পাহালওান কোথা শাম নুরিমান॥ জাল ও রোস্তম কোথা কাউছ জাহান * কোথায় ফেরেদু সাহা হোসাঙ্গ ছোলতান॥ ছিয়াওস কোথা গেল ছোহরাব পাহালওান * কোথায় কোবাদ সাহা দেলে হয় তাপ॥ কোথা গেল নৌসেরওা আদল এনছাফ * দুনিয়াতে যে আইল না রৈল বাঁচিয়া॥ দুনিয়ার হাল এই বুঝ বিচারিয়া * যে মরিল না ফিরিল কি হইল গিয়া॥ খবর না পাঠাইল যতেক আম্বিয়া * মরিল আমির হামজা হুকুমে আল্লার॥ হায়াত টুটিয়া গেলে চারা নাই আর * নাহক কান্দিয়া কেনে হও পেরেশান॥ ছবর করহ দেলে শুন বাবাজান * তবুত বদিওজ্জামা বোধ নাহি মানে॥ বহুত কান্দেন জাম অঝর নয়নে * বহুত কান্দিয়া জামা ছাড়িল নিশ্বাস॥ হরমুজ শয়তান মোর কৈলি সর্ব্ব-নাশ * তার পরে কহে জাম জার২ হৈয়া॥ আছমান পরীকে কহে হাত উঠাইয়া * শোন আম্মা ছালামত জিউ আম্মা পাই॥ পৌছাও আরবে মোরে এই ঘড়ি যাই * দেখিব হরমুজ গিধি কত জোর ধরে॥ তার যত জরু জাত দিব হালাল খোরে * খারাব করিব তার দেশ মদায়েন॥ গুলি দিয়া জান লিব তাহার কারণ * পানীতে ভাসায়ে দিব মদান সহর॥ খাকে মিশাইয়া দিব হরমুজ কুফর * হরমুজের তরে যদি আমি নাহি মারি॥ লানত মর্দ্দমি আম বৃথা প্রাণ ধরি * গোস্বায় বদিওজ্জামা কাঁপে থর২॥ দেখিয়া হয়রত হৈল পরীর লস্কর * কুরছি বলেন দাদা কেন গোস্বা হও॥ পাইলে বহুত দুঃখ থোড়া দিন রও * আরাম করহ থোড়া শুন ভাই জান॥ ছবর করহ দেলে কাহে পেরেশান * রহিবে নাহিনা এক ডেরেতে আমার॥ তার পরে যাবে আপে আরব্ব মাঝার * শুনিয়া জামাল সাহা করিল কবুল॥ মানিব তোমার বাত না হবে অদুল * এমন সময়ে সেথা পৌছিল ছেহের॥ বন্দ ঘরে কাটে বেড়ি যেজন জামের॥ জামার ছিল অঙ্গুরী ছেহেরের হাতে॥ অঙ্গুরী জামালে দিয়া খাড়া বিনয়েতে * জামাল অঙ্গুরী দেখে চিনিল ছেহেরে॥ বসায় তাজিম করে তক্তের মাঝারে * আছমান পরীকে কহে সব বিবরণ॥ যেরূপে ছেহের কাটে হাতের বন্ধন * খানা পানী বন্ধখানে আছুদা মতন

দিতেন ছেহের পরী জামাল কারণ * রাখিত তাজিম করি যতন করিয়া ॥ না দিত কছেল্লা কভু আমার লাগিয়া * হাতের অঙ্গুরী দিয়া বলি এই বাত ॥ যদি কভু সখা মোরে হয় পাকজাত * হাজির হইবে তুমি এ অঙ্গুরী লিয়া ॥ এইত দেশের শাহী তোরে যাব দিয়া * মায়ের মতন পরী করিল যতন ॥ শুনিয়া আছমান কহে ছেহের কারণ * মস্কালা সহর তোরে দিলাম সুপিয়া ॥ আজি হৈতে মস্কালার তক্তে বৈস গিয়া * ফিরোজ দিবেন তোরে ভেজিয়া খেরাজ ॥ আদল এনছাফ কর হৈয়া ছরফরাজ * মহাম্মদি দিন পরে কায়েম রহিবে ॥ মস্কালার কর আর মোরে নাহি দিবে * শুনিয়া ছেহের পরী ছালাম করিয়া ॥ সাহি তাজ পাট্যা লিয়া আইল উড়িয়া * মস্কালা সহরে ফিরে ছেহের দোহাই ॥ খোদার তামাসা বুঝা কার সাধ্য নাই * হেথায় বদিওজ্জামা কুরছির ডেরে ॥ আজি কালি করি এক মাহিনা গোজারে * এছহাক উদ্দিন কহে বদিও-জ্জামারে ॥ উপস্থিত হও গিরে নবির হুজুরে * দয়ার আধার নবি দোস্ত এলাহির ॥ তাঁহার কদম চস্মু হইয়া জাহির * আমি পাপী তার পদ নারিনু দেখিতে ॥ পাপ গুনে পয়দা হৈনু কলি জমা-নাতে * যদি খোদা দয়া করে পৌছাত মদিনে ॥ রওজা সরিফ তাঁর দেখিতুন নয়নে * আর আল্লাতালা উছিলাতে মোহাম্মদ ॥ রওজা সরিফ তার দেহ মোলাকাত * কবুল করহ আল্লা আরজ আমার ॥ তোমার রহম জন্য আছি বেকারার * ছাপার সময়ে পুথি মোর বাবাজান ॥ মাতা পরি হরি গেল জান্নাত মাকান * তের শ আটাশ সাল নওই কাত্তিক ॥ বৃহস্পতিবার আছরের ওক্ত ঠিক * পর দিন জুম্মা আগে হইল দাফন ॥ এতিম হইল কবি বারামদী নন্দন * ওহে আল্লা বারিতালা মাবুদ আমায় ॥ মা বাপে বেহেস্ত দেহ দয়া কর তায় * গফুর রহিম নাম রহমান রহিম ॥ অধিন মা বাপে দেহ বেহেস্ত নইম * মোহাম্মদ উছিলাতে আর পাক বারি ॥ আরজ কবুল হয় এ আরজ করি *

হজরত রছুলে করিমের নিকট পৌছিবার বয়ান।

পয়ার ছন্দ রাগ॥ খেদেতে কলম মেরা কালা না যোগায়॥ পাইয়া বদিওজ্জামা জোর হৈল গায় * কলমের ঘোড়া হাকে কাগজ ময়দান॥ পয়ার প্রবন্ধে লেখি জামাল দাস্তান * বদিও-জ্জামাল কহে কুরছি পরীরে॥ পৌছাইয়া দেহ মোরে আরব্ব মাঝারে কদম দেখিব আমি দিন মহম্মদ॥ হরমুজে মারিয়া লিব আমিরের দাদ * শুনিয়া কুরছি কহে মায়ের কারণ॥ আরব্ব সহরে যাবে বদিও-জ্জামান * শুনি আছমান পরী কহেন বেটীরে॥ পৌছাইয়া দেহ জামে আরব্ব সহরে * কহে আছমান পরী জামাল কারণ॥ যাহ বাবা আরব্বেতে খোসালিত মন * আমার ছালাম দিবে রছুলের পায়॥ মেরা লাগি দোওয়া চায় খোদার দরগায় * হামেসা খবর তেরা কুরছি লইবে॥ মাহিনাঽ তেরা খবর আনিবে * যখন শুনিব তেরা ঘটেছে মুস্কিল॥ লস্কর লইয়া আমি হইব দাখিল * শুনিয়া বদিওজ্জামা ছালাম করিয়া॥ বসিল তক্তের পরে এলাহি ভাবিয়া * কুরছি হুকুম করে পরীর খাতেরে॥ চারি জন তক্ত ধরি উড় বাওভরে * হুকুম পাইয়া পরী চলিল উড়িয়া॥ কুরছি লস্কর লিয়া চলে নেকা-লিয়া * রাত দিন চলে পরী উড়িয়া২॥ কত দিনে আরব্বিতে পৌছিল যাইয়া * মদিনা সহরে যেথা মহম্মদ রছুল॥ ইয়ার সহিতে আছে খোদার মকবুল * বদিওজ্জামাল তরে কুরছি লইয়া॥ হজরত রছুল আগে খাড়া হৈল গিয়া * রছুল দেখিয়া পুছে কুরছির তরে॥ কহগো বহিনি এই কেবা হয় তোরে * কুরছির জবানী বাত ওম্মর শুনিয়া॥ সেতাবি বাহির হৈল মসজিদ থাকিয়া * বাহির হইয়া দেখে বদিও জ্জামায়॥ গলায় ধরিয়া মর্দ্দ কান্দে উভরায় * জার২ হৈয়া দোহে কান্দে উভরায়॥ দোহার কান্দনে পরীগণ কান্দে তায় * দোহাকে তছল্লি দিয়া রছুল দেওান॥ ওম্মর ওাম্ময়া তরে পুছেন নিদান * কাহেক রোদন কর শুন বাত কই॥ এই মর্দ্দ কোন জন কহ মেরা ঠাই * ওম্মর কান্দিয়া কহে রছুল কারণ॥ এইত বদিওজ্জামা হামজার ফরজন * রছুল কান্দিয়া হাত ধরে জামালের॥ দেলাসা

তছল্লি দেয় জামাল খাতের * নাহি কান্দ দাদাজান গমকর দুর॥ খোদার মরজিতে রাজী করহ ছবুর * আপন বাপকে যদি দেখিবারে চাও॥ এখনি দেখিতে পাবে উপরে তাকাও * শুনিয়া বদিও-জ্জামা উপরে তাকায়॥ আমির হামজার তরে দেখিবারে পায় * বসিয়াছে তক্ত পরে বেহেস্ত আমির॥ হুর গেলেমান কত খেদমতে হাজির * দেখিয়া বদিওজ্জামা বাপের কারণ॥ ছবুর করিল তবু কান্দে বিচক্ষণ * বহুত কান্দিয়া জাম করিল ছবুর॥ ছবুরতে মেওা ফলে জাহানে মশুর * তার পরে কহে জাম রছুল হুজুরে॥ চলহ বাপের গোর দেখিব নজরে * শুনিয়া হজরত নবি জামালে লইয়া॥ আমির হামজার গোরে পৌছিল যাইয়া * দেখিয়া বদিও-জ্জামা বাপের কবর॥ হায়২ করি কান্দে হৈয়া জার২ * তসল্লি দেলায় জামে আপনি হজরত॥ রছুল মদিনা এল জামে লিয়া সাথ * বহুত কান্দিয়া জাম ছবর করিল॥ হজরত নবীর পায় কহিতে লাগিল * বিদায় করহ মোরে ময়দানে যাই॥ দেখিব ইরানী গিধি কেমন ছেফাই * পানীতে ভাসাইয়া দিব দেশ মদায়ন॥ শুলি দিয়া জান লিব হরমুজ কারণ * হরমুজের তরে যদি আমি নাহি মারি॥ লান্নত মর্দ্দমি আমি বৃথা প্রাণ ধরি * গোস্বায় বদিওজ্জামা কাঁপে থর২॥ দেখিয়া হয়বত হৈল লোক মদিনার * হজরত রছুল কহে জামালের তরে॥ কাহেক উত্তলা হও গোস্বা কর দুরে * পাইলে কসেল্লা ঢের নানা মুছিবতে॥ কিছু দিন রহ যাও খুসি খোসা লিতে * ছেফাই আছবাব নাই লড়িবে কেমনে॥ লস্কর করহ জমা লড়াই কারণে * আইল হজের দিন চান্দ জেল হজ্জার॥ চলহ হজের লাগি ঘর বয়তুল্লার * জেয়ারত করি গোর দাদা পর দাদার॥ দেল খুসি কর ভাই করিয়া ছবুর * শুনিয়া বদিওজ্জামা করিল কবুল॥ হজ্জ লাগি চলে মক্কা খোদার রছুল * করিলেন মক্কা হজ্জ রছুল খোদার॥ বদিওজ্জামান আর সঙ্গের ইয়ার * তওাফ করেন নবী ঘর বয়তুল্লার॥ জেয়ারত গোরেতে দাদা পর দাদার * হজ্জ বাদে মহাম্মদ আলায়হেচ্ছালাম॥ রওনা হইল নবী মদিনা মোকাম * যাইতে রাহাতে তাঁর যায় পাঁচ দিন॥ জঙ্গের বাজনা বাজে শুনিবারে

পান * রছুল জামালে কহে আইল দুস্মন ॥ মহিমের সাজ নাহি কি করি এখন * ওম্মর ওম্মিয়া তরে করিল হুকুম ॥ কিসের ফৌজ জান করিয়া মালুম * নবীর হুকুম পায়্যা ওম্মর ওম্মিয়া ॥ তাকিদ চলিয়া গেল জুতি পায় দিয়া * রেখামের পতি এল বুল কাছেম নাম ॥ যাহার বাজুর জোরে হয়রান আলম * পাইল হেন্দির লেখা মারিতে হামজায় ॥ হামজার মদদে মর্দ্দ যাইবে মক্কায় * ওম্মর ওম্মিয়া শুনি ধাওাধাই চলে ॥ আবুওল কাছেম আগে পৌছিল খোসালে * গলায় ধরিয়া কান্দে কহে সমাচার ॥ চল মোলাকাত লাগি বদিওজ্জামার * কাছেম শুনিল যবে নাম যে জামাল ॥ যাওার সিন্ধুক যেন পাইল কাঙ্গাল * দ্বিগুন হইল জোর খুসিতে ভরিয়া ॥ জামাল নিকটে মর্দ্দ চলিল দৌড়িয়া * জামাল দেখিল যদি কাছেমের তরে ॥ গলায় ধরিয়া দোস্ত কান্দে জারে২ * কান্দনার হাল যদি লেখি বিবরিয়া ॥ দাস্তানে দাস্তান হবে দাস্তান দরিয়া * হে পাঠক বেয়াদবি মাফ কর মোরে ॥ বদিওজ্জামাল কহে কাসেমের তরে * মারা গেল গাওলাঙ্গি ছাদ জোরওার ॥ মরিল আমির হামজা মহিম মাঝার * মরিল ওম্মর মাদি লস্কর জাহান ॥ মারা গেল যত ছিল নামি পাহালওান * কেবল বাঁচিয়া আছে বারজন ইয়ার ॥ এতেক বলিয়া জায় কাঁন্দে জার২ * আবুওল কাসেম কান্দে আমির কারণ ॥ বাপের মরণ শুনি কান্দিয়া হয়রান * রছুল দেলাসা দিয়া কাসেমে বুঝায় ॥ কাসেম না মানে বোধ করে হায়২ * আবক সহরে আছে আমিরা ময়দান ॥ রোজ কেয়ামত যেন খটিল নিদান * রছুল বুঝাইয়া ক্ষান্ত করে জনে জনে ॥ রওনা হইল নবী সহর মদিনে * কাছেম ঈমান আনে নবীর গোচর ॥ রছুলের সাথে পৌছে মদিনা সহর * সবারে লইয়া নবী হজরত রছুল ॥ দিনদারি শিখাইল খোদার মকবুল * কাছেম জামালে লিয়া নবী আছে তায় ॥ জঙ্গের বাজানা ফের শুনিবারে পায় * জাছুছ আসিয়া দিল রছুলে খবর ॥ আবুওল মাজন আইল রাহার উপর * হেন্দিয়ার লেখা পায় খাওার সহরে ॥ খাওারের বাদসা সেই বড়া জোর ধরে * আমির হামজার বেটা রোস্তম সর্দ্দার ॥ আবুওল মাজন নামে পোতা যে তাহার * কাছেম খাওারি নাম তাহার বাপের ॥ হামজার কমকে এল তুড়িতে কাফের *

শুনিয়া হজরত নবী তাজিম লাগিয়া ॥ আগু বাড়াইতে চলে জামালে লইয়া * ওমর ওস্মীয়া চলে কাছেম মর্দ্দানা ॥ আবুওল মাজনে আনে সহর মদিনা * দু দলে আঠার লাখ হইল লস্কর ॥ মাদনাতে নাহি ধরে ছেফা থাকিবার * এছহাক উদ্দিন কহে মরজি আল্লার ॥ মকরুল্লা মকরাল্লা নাম যে তাহার * কিবা হৈতে কিবা করে তার ঠিক নাই ॥ দুনিয়া তামাসা খেল ছায়া বাজী ভাই * আল্লা বলে উঠাই দুনিয়া নবী বলে রাখি ॥ বানালি কালিয়া বাজার দিনা চারি দেখি * ভাবরে ভাবুক মন ভাবনা করিয়া ॥ কোদরতি তামাসা খোদার দেখ তাকাইয়া * জলে ভাসি রাখে যেবা এই মাটি খান ॥ তার প্রেমে মজ মন হবি পরিত্রাণ *

বদিওজ্জামান হরমুজের সাথে লড়াই করিতে রওানা হয় ও জামালের মায়ের সাহিত মোলা কাত হইবার বয়ান ।

ত্রিপদী ॥ শুনহ মমিন ভাই, দুনিয়া তামাস ঠাই, আসিয়াছি করিতে বাজার ॥ মহাজনের লিয়া মাল, আসিয়াছি খোস হাল, বুঝে সুঝে কর কারবার * না হয় লোকসান যেন, বেচা কেনা কর তেন, মহাজনে বুঝাইতে হবে ॥ আসিবে শমন যবে, বান্ধিয়া লইয়া যাবে, কোন মতে এড়াতে নারিবে * পদ্ম পানের পানী যেন, টলমল, করে তেন, মানব জীবন তেয়ছা ভাই ॥ হজরত রছুল নবী, উম্মত গণকে সবি, নছিহত করেন সদাই * দিনের কারণে কত, নছিহত কত শত, যত আছে জামালের লস্কর ॥ মোহাম্মদী দিন সবে, কবুল করিল তবে, যত ছেফাই জঙ্গি আছওার * হজরত নবীর পায়, বদিওজ্জামাল কয়, বিদায় করহ পয়গম্বর ॥ যাইব ইরান জমি, দোখ ময়দান ভুমি, হরমুজ ধরেন কত জোর * খোদার রহম পরে, হরমুজে মারিব জোরে, মোছলমান করিব ইরান ॥ মদান সহর জমি, দরিয়াতে ভাসায়ে আমি, দেশ যুড়ি করিব বিরান * শুনিয়া হজরত নবী, নানা কথা ভাবে ভাবি, ভাবা গুনা করেন বিস্তর ॥ যখন আঠার

লাখ, ছেফাই মৌজুদ তাক, ইরানে যাইতে করে জোর * হুকুম দেওা চাই, মানাহিতে লাভ নাই, কন নবী বদিওজ্জামালে ॥ বিদায় করিনু তোরে, সুপে দিনু পরওারে, খোদা ভাবি যাও মদায়নে * কুফর লস্কর যত, কর তুমি হেদায়ত, খোদা পোস্ত পানা তেরা পরে ॥ আবুওল কাছেমেরে, আবুওল মাজন তরে, নবীজী কহেন দোহাকারে * শোন ভাই সমাচার, ভরসা যে পরওার, ঈমানেতে কায়েন রহিবে ॥ খোদাকে দিলাম সুপি, তাহার ভরসা কাপি, তোমা পরে পোস্ত পানা হবে * করে নবী ফরমানে, ওম্মর ওম্মীয়া পানে, জামালের হও পোস্ত পানা ॥ জামাল ওম্মরে কয়, দেরি আর নাহি সয়, ছেফাইরে করহ রওানা * ওম্মর ওম্মীয়া শুনি, লস্কর সাজায় গণি, আগু দলে আবুওল মাজনে ॥ খাওার ঘোড়ার পরে, হাকি চলে খুব জোরে, তিন লাখ ছেফা পালওান * পঞ্চাশ হাজার জঙ্গি, চলে করে রঙ্গি ভঙ্গি, তের হাজার হাতীর ছওার ॥ কামান বন্দুক কল, তিন পায়দল, তীরেন্দাজ বাহান্ন হাজার * মোটে ছেফাই সাত লাখ, কড়ক আওাজ ডাক, ডাকে যেন গরজে আছমান ॥ রাহারাম আজমি পরে, পোস্তপানা মাজনেরে, পুর্ব্ব দিকে চলে মদায়েন * তার পিছে বুল কাছেম, চলে মর্দ্দ নাই গম, তিন লাখ ঘোড়ার ছওার ॥ চারি লাখ পায়দল, চলি করে মহা বল, তীরেন্দাজ ছিয়াশী হাজার * বিরাশী হাজার হাতী, রনেতে নিপুন অতি, সেনাপতি এগার হাজার ॥ তার পিছে মকরর, নেসান আজদাহার সোর, বিচখানে জামাল সর্দ্দার * আরব্বি ছেফাই যত, লেখা জোখা নাই কত, মকাবিল হর্লব্বি নেঘাবান * এয়ছাই হাসমত সাথে, লস্কর লইয়া পথে, মদায়নে চলিল জামান ॥ হজরত মরতুজা আলী খয়বর সহর বলি, গিয়াছিল লেখে কেতাবেতে ॥ এছহাক উদ্দিন কয়, মমিন সবার পায়, ভুল মাফ দিবে সকলেতে *

পয়ার ছন্দ ॥ মদিনা সহর হৈতে জামাল জাহান ॥ উত্তর পুরুবে চলে ভাবিয়া রবানা * সোজা পুবে নাহি চলে দরিয়া জানিয়া ইরানের নদী পার হইতে নারিয়া * ওম্মর ওাম্ময়া চলে খেয়াল করিয়া ॥ লিয়াছে সোলার গোর্জ্জ গর্দ্দানে তুলিয়া * কাটের তলওার আর চামের এজার ॥ শিয়ালের লেজ ছিরে ছাড়িয়া নিস্তার*

ফল নাই তীর হাতে বেগর কামান ॥ বাউ ভরে চলে যেন বীর হনুমান * রাত দিন চলে যায় না করে আরাম ॥ নজফ আশরাফে গেল লস্কর তামাম * নজফ পাহাড় সেই বড় উচা শান ॥ লিখিতে তাহার বাত কলম হয়বান * সেথায় রহিল জাম লইয়া লস্কর ॥ আরাম করেন সেথা তিন দিন পর * তার পরে চলে সাহা দবদবার সাথ ॥ কারবালা ময়দান ছাড়ি পৌছিল ফেরাত * কহর দরিয়া সেই ফেরাত বলিয়া ॥ পানী তার কালা রঙ্গ এলাহির কিয়া * দেখিয়া পানীর হাল জামাল হয়রান ॥ এ পানীতে কেমনেতে বাঁচিবেক জান * পশ্চিমে কারবালা মাটী কাঁপে থর২ ॥ ঘোড়া হাতী নাহি আসে সে জাগা উপর * খোদার দরগায় জাম ওঠাইয়া হাত ॥ বিপদে নাজাত দেহ করে মেনাাকজাত * কান্দিয়া আরজ করে জামাল মর্দ্দানা ॥ কবুল করিল দোওা এলাহি রব্বানা * আল্লা বলে জিবরিল শুন সমাচার ॥ বদিওজ্জামাল কান্দে কারবালা মাঝার * খোয়াজ খেজেরে গিয়া দেহত খবর ॥ জামাল হইবে পার দরিয়া কহর * জিবরিল পাইল যদি হুকুম আল্লার ॥ নিমিষে পৌছিল গিয়া খোয়াজের দরবার * জিবরিল বলেন জেন্দা কার মুখ চাও ॥ এই ঘড়ি জামালের আগে তুমি যাও * দরিয়া কহর পার কর জামাল লাগিয়া ॥ খোদার হুকুম হৈল শুন মন দিয়া * একথা শুনিয়া খোয়াজ করিল গমন ॥ বদিওজ্জামাল আগে দিল দরশন * জামাল খোয়াজ পাও ধরিল চিনিয়া ॥ কেমনে হইব পার কহেন কান্দিয়া * খোয়াজ কহেন শুন বদিওজ্জামাল ॥ দুই চক্ষু বন্ধ কর সামাল সামাল২ * শুনিয়া বদিওজ্জামা লস্কর সহিতে ॥ চক্ষু বন্ধ করি রয় খোয়াজের বাতে * দের তক চক্ষু বন্ধ করিয়া রহিল খোয়াজ জামাল তরে কহিতে লাগিল * শুন বাবা বদিওজ্জামাল তুঝে কই ॥ দরিয়া হইলি পার ফজলে এলাই * চক্ষু মেলি দেখ বাবা বছরা সহর ॥ বাবুল সহর দেখ করিয়া নজর * খোদা দাবি নমরুদ ছিল এখানেতে ॥ করিয়া খোদাই দাবি গেল দোজখেতে * আগে বেড়ে যাইবা বোগদাদ সহর ॥ মোছলমান কর গিয়া বায়জান সাহার * একথা কহিয়া জেন্দা গায়েব হইল ॥ জামাল মেলিয়া চক্ষু তাজ্জব হইল * কালা রঙ্গ পানী এই কহর দরিয়া ॥ কেমনে

হইনু পার লস্কর লইয়া * লস্কর সহিতে আর মাজন কাছেম ॥ আল্লার দরগায় ভেজে শোকরানা আজিম * সেখানেতে এক দিন আরাম করিয়া ॥ লস্কর লইয়া চলে বোগদাদ লাগিয়া * বায়জান জাছুছ মুখে শুনিল খবর ॥ আইল বদিওজ্জামা লইয়া লস্কর * হরমুজে মারিতে যাবে মদায়ন সহর ॥ সঙ্গেতে আঠার লাখ ছেফাই লস্কর * শুনিয়া বায়জান সাহা করেন ভাবনা ॥ তুরুকের হাতে পাব বড়ই যন্ত্রনা * লড়াইতে মারা যাবে ছেফাই বিস্তর ॥ কিবা হয় কার ভাগ্যে না জানি খবর * আমির হামজার বেটা মাফিক হামজার ॥ নাহক লড়িয়া কেনে হইব লাচার * উজির নাজির লিয়া বাদশা নামদার ॥ মছলত করেন সবে হৈয়া বেকার * আখে-রেতে মছলত করিয়া সবাই ॥ বদিওজ্জামালে খত ভেজিল এয়ছাই শুন বেটা আমিরের জামাল জাহান ॥ আমার নছিবে এলে হৈয়া মেহমান * রছিব সাবুদ মেরা ফজলে খোদার ॥ মেরা সাহি তাজ তক্ত সকলি তোমার * আমার দরবারে আইস মেহের করিয়া ॥ খেদমতে রহিব আমি ঈমান আনিয়া * জামাল লেখন পড়ি হইল খোসাল ॥ বায়জান দরবারে চলে বদিওজ্জামাল * বায়জান আইল আগু বাড়াইয়া লিতে ॥ বায়জান জামাল লিয়া বসায় তক্তেতে * মোছলমান হৈল সাহা কলেমা পড়িয়া ॥ সাহি তাজ তক্ত দিল জামালে সুপিয়া * বোগদাদ সহর যুড়ি আনিল ঈমান ॥ মহাম্মদী দিন পরে হৈল মোছলমান * খুসি খোসালিতে জাম রহিল এয়ছাই ॥ বোগদাদ সহরে ফিরে জামালের দোহাই * তার পরে কহে জাম বায়জান কারণ ॥ বাদশাই করহ তক্তে শুনহ বায়জান * যাইব ইরান দেশ মদায়ন সহর ॥ দেখিব হরমুজ গিধি কত জোরওার * যবতক হরমুজেরে আমি মারি নাই ॥ আরাম হারাম মোরে দেল ভালা নাই * শুনিয়া বায়জান কহে জামালের পায় ॥ কমিনা গোলাম আমি আপ নার পায় * যাইব তোমার সাথে লস্কর লইয়া ॥ হরমুজে মারিব আমি চড়াও করিয়া * শুনিয়া জামাল কহে শুনহ বায়জান ॥ নাহক কছেল্লা খেচি যাবে মদায়ন * রায়ওতের এনছাফ বন্দবস্ত মুল্লুকের ॥ হরবাতে খবরগিরি কর রায়ওতের * এনছাফ না কর যদি বাদসাই পাইয়া ॥ আখেরে বিচারে যাবে দোজখে চলিয়া * কাহারে বাদশাই

দিয়া পাক ছোবহান॥ এনছাফের বাবে তারে করে এমতেহান *
বাদশাই পাইয়া যদি বিচার সে করে॥ ফেরাস বাদাশাই পাবে
বেহেস্তে মাঝারে * টাকা দিল আল্লাতালা তোমার কারণ॥
টাকা দিয়া কিন তুমি আখেরের ধন * টাকা বেহেস্তের সিড়ি বান্দ
দৌড়াদৌড়ি॥ সিড় দিয়া চলে যাহ বেহেস্তের বাড়ী * টাকাতে
বেহেস্ত মিলে দোজখ টাকাতে॥ টাকাতে যে মিলে আল্লা কহে
পাকজাতে * এই টাকা দিয়া বান্ধ মসজিদ জুম্মার॥ নহর তালাব
খোদা ঘর মাদার দোছার॥ হজ্জ কর জাকাত দাও এতিম গরীবে॥
হামেসা মদদ কর পড়সিরা সবে * ফকির মেছকিন গণে মেহের
করিবে॥ তা হইলে আল্লাতালা জান্নাত বক্সিবে * টাকা পায়া যেই
জন করে জেনাকারি॥ সুদ ও রেছবত খায় করে সারাব খুরি *
জালেম হইয়া করে জোর অহঙ্কারি॥ জুলুম করিয়া লোকে দেয় কানা
করি * এক টাকা ধার দিয়া লয় দুই তিন॥ সুদের টাকাতে লয়
ভাতের জমিন * না করে খয়রাত হজ্জ জাকাত ওশর॥ হামেসা
পড়সির না করে খবর * সেই জনায় দোজখতে ডালিবে খোদায়॥
শুন বাবা বায়জান কহি যে তোমায় * বাদশাহি করহ তক্তে করহ
এনছাফ॥ বায়তে খবর লিবে না কর খেলাফ * শুনিয়া বায়জান
সাহা কবুল করিল॥ মদায়ন লাগি জাম বিদায় হইল * চলিল
উত্তর পুর্ব্বে পথকে ধরিয়া॥ কত দিনে গিলানতে পৌছিল যাইয়া *
গজনকার নামে বাদসা গিলান সহরে॥ বদিওজ্জামার মামা শুন
বেয়াদরে * গজন জাছুছ মুখে শুনে সমাচার॥ আইল বদিওজ্জামা
ফরজন্দ হামজার * মদায়ন সহরে যাবে করিতে লড়াই॥ ছেফাই
রসদ জন্য আইল হেথাই * মোছলমান করিবেক তোমার কারণ॥
নহেত সহর তোমা করিবে নিধন * শুনিয়া গজনকার করেন
ভাবনা॥ জামাল লস্করে বাজে জঙ্গের বাজনা * বদিজ্জামাল কহে
ওম্মরের তরে॥ দেখিব গিলান পতি কত জোর ধরে * দাগা দিয়া
হারামখোর বেপির বেইমান॥ সিন্ধুকেতে জলে মোরে ফেলিল শয়তান
আছিল আল্লার চাহা খোয়াজ পাইয়া॥ কুরছি বহিনে দিল পালন
লাগিয়া * তাহা না হইলে আমি তোফেলি সময়॥ যাইতাম মারা
আমি হায়২ হায় * আমার মাতারি বিবী আছিল হেথায়॥ বাঁচে কিবা

মারা গেল জানেন খোদায় * কি কর বসিয়া চাচা শুনহ ওম্মর ॥ বাজাও ছওারি ডঙ্কা তুড়িব কুফর * ওম্মর ওম্মীয়া শুনি জামালের ফরমান ॥ লড়াই খাতেরে সাজে যতেক পাহালওান * আচানক লড়াই হৈল নমুদার ॥ দেখিয়া গজনকার হৈল বেকারার * আপন ভাগিনা জানি সরমেন্দা হইল ॥ জীতা জানে মরামত ভাবিতে লাগিল * সিন্ধুকে ভরিয়া যারে নদীতে ভাসাই ॥ কেমনে বঁচিয়া এল করিতে লড়াই * উপায় না পায় মর্দ্দ করে হায়২ ॥ জামালের হাতে জান বাঁচে কি উপায় * দিশা না পাইয়া গজনকার ॥ বেই-মান ॥ গিলছওারের আগে চলিল নিদান * দু হাতে আরজ করে বহিনের পায় ॥ মাফ কর গোনা খাতা আমি কমিনায় * নাহক দুস্মনি করি তোমার লাগিয়া ॥ গোনা মাফ কর মোরে ভাই ও বলিয়া গিলছওার দেখে যদি ভাইর কারণ ॥ দু হাতে আরজ করে কহ বিবরণ * গজন বহিনে কয় আগে কর মাফ ॥ পিছেতে কহিব যত মোর মনস্তাপ * গিলছওার কহে বাত ভাইর কারণ ॥ নছিব বালাই মোর তোমার অধিন * হাজার তকছির হৈলে আমার তোমার ॥ মাফ করে দিনু ভাই নাহিক ওজর * কিসের বাজানা বাজে ময়দান মাঝার ॥ আচানক লড়াই কেন কহ সমাচার * গজন কার কহে বাত নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥ বদিওজ্জামাল এল লড়াই লাগিয়া তোমার সেকমে পয়দা সেই জোরওার ॥ সিন্ধুকে ভাসালি যারে দরিয়া মাঝার * খোয়াজ ছাওালে লিয়া কুরছিরে দিল ॥ কুরছি করে পালন করি হামজাকে বক্সিল * সেই লাড়কা বদিওজ্জাল এল তায় ॥ লড়িবে আমার সাথে কি করি উপায় * তুমি যদি তাহারে মানায়া পার দিতে ॥ তবেত বাঁচিয়া যাই লড়াই হইতে * যখন শুনিল বিবি জামাল খবর ॥ বেহুস হইয়া গিরে জমির উপর * দাসী বান্দি হাওা করে গিলছওার পরে ॥ কতক্ষণ পরে হুস হৈল গিল ছওারে * চেতন পাইয়া বিবি চলিল উঠিয়া ॥ সাহি খানা হৈতে চলে ময়দানে দৌড়িয়া * লাঙ্গা ছেরে বে এর্জ্জতে যায় ধাওাধাই ॥ আয়রে প্রাণের বাছা মুখে হাই২ * বাবা বলে বিবি কান্দে উচৈঃস্বরে অভাগির পুত কোথা কান্দায়েছ মোরে * নিধনের ধন বাছা নিধনের ধন ॥ আইস বাছা কোলে বৈস যুড়াক জীবন * এই মতে কান্দে বিবি

করে হায়২ ॥ ময়দানে চলিল বিবি জামালের দায় * ওম্মর ওম্মীয়া কহে বদিওজ্জামায় ॥ জঙ্গের ময়দানে যে আওরত দেখা যায় * লাঙ্গা ছেরে যে ছওারি দেওানা হইয়া ॥ আসিল ময়দানে এক আওরত দৌড়িয়া * মোদের খিমায় এবে আসিছে দৌড়িয়া ॥ বাহির হইয়া জাম দেখে নিরক্ষিয়া * জামালের হিয়া যেন কাঁপে থর২ ॥ কলেজা কাঁপিয়া পছিনাতে সোরবর * ওম্মর ওম্মিয়া আর বদিওজ্জামাল ॥ বাহিরেতে দুইজন খাড়া ব্যস্ত হাল * গিলছওার পরে তাকায় দুজন ॥ গিলছওার ভি দুইজনে দেখে বিচক্ষণ * না দেখে কোথায় কেহ তছবির ছুরাত ॥ হাওায় মিশিয়া চলে গিল ছওার পথ * পৌছিল আসিয়া বিবী নিকটে জামার ॥ ওম্মর ওম্মিয়া চিনে তরে গিলছওার * গিলছওারচিনে ধরে বদিওজ্জামার॥ কোলেতে তুলিয়া লিল কারণে বেটার * আহা বাছা কোথা ছিলে ওগো বাবাজান কলিজার টুকরা বাছা অভাগির প্রাণ * বদিওজ্জামাল তরে আমির পাহালওান ॥ হাকিয়া তুলিতে ছিল লড়াই কারণ * হাকিয়া আমির জামে ছিল উঠাইতে ॥ ঘোড়া হৈতে একজারা নারে হেলাইতে * সেই জামালের তরে জননী তাহার ॥ বয়জা মাফিক তুলে লিল গিলছওার * জামাল কাঁন্দিয়া কহে মায়ের চরণে ॥ হারায়ে অবোধ ছেলে বাচিলে কেমনে * জামাল ভুমিতে নামি করিল ছালাম ॥ ওম্মর ওম্মিয়া কহে যতেক কালাম * খোয়াজ জামালে দেয় কুরছি পরীরে কুরছি পালন করি দিলেন হামজারে * যাদু তেলেছমাতে বন্দ কত ছিল দিন ॥ কুরছি বাহির করে পেয়ে তার চিন * মরিল আমির হামজা জঙ্গ ওহাদের ॥ স্বামীর মরণে কান্দে বিবী গিলছওার * জামাল কান্দেন কোলে আপন মাতার ॥ কান্দনার ধুম গেল আছমান মাঝার খুসির কান্দন আর গমের কান্দন ॥ গজনফার হেন কালে দিল দর শন * জামালের পায় কহে পতি গিলানের ॥ তকছির মাফ কর বাবা নাদানের * বহিনের বেটা তুমি ভাগিনা আমার ॥ তকছির করহ মাফ দোহাই আল্লার * মেরা বাপ বদি করে তোমার উপরে ॥ নছিবতে থাকে যাহা হইবে আখেরে * দুনিয়া ছাড়িল বাপ নাহি কোন চারা ॥ মাফ কর বাবাজান দোষ নাহি মেরা * গিলছওার কহে

বাত জমাল কারণ ॥ ভায়ের তকছির মাফ কর প্রাণধন * মোছল-মান হৈল বাদশা আনিল ঈমান ॥ তকছির করিল মাফ জামাল জাহান * লস্কর সহিতে জামে লিয়া গিলছওার ॥ লইয়া বসায় নিজ তক্তের মাঝার * খানা পানী খেলাইল করিয়া আদর ॥ গিলছওার জামে রাখে অন্দর ভিতর * বাহিরে লস্কর রহে হৈয়া মস্তহাল ॥ গিলছওার কাছে রহে বদিওজ্জামাল * হারা মাতা পেয়ে খোস জামাল জাহান ॥ মায়ের কদমে জান করেন কোরবান * হারা বেটা কোলে লয়ে গিলছওার জানি ॥ খুসিতে ভুষিত হয়ে রহে সেহ ধ্বনি * কহে পাপী এছহাক কমিনা নাদান ॥ চিনতে নারিলে তুমি মাতা যে কেমন *

হরমুজের সহিত বদিও-জ্জামালের লড়াই।

পয়ার ছন্দ ॥ বদিজ্জামাল রহে কোলে গিলছওার ॥ বাহিরেতে রহে যত আলাও লস্কর * এইমতে একমাস গেল গুজারিয়া ॥ জামাল মিনতি করে মাতা আগে গিয়া * বিদায় করহ মাতা মদায়নে যাই ॥ দেখিব হরমুজ গিধি কেমন ছেফাই * দাগা দিয়া মারে মুজি বাপের কারণ ॥ পানীতে ভাসাব তার দেশ মদায়ন * হরমুজের তরে যদি আমি মারি নাহি ॥ আমির হামজার বেটা কদাচিৎ নহি * শুনি গিলছওার কহে জামাল কারণ ॥ মার হরমুজের তরে না করি বারণ * সুপিনু খোদাকে তুঝে যাহ হুসিয়ারে ॥ আল্লাতালা নেঘা-বান তোমার উপরে * জামাল মায়ের পায় ছালাম করিয়া ॥ সেতাবি বাহির হৈল কোমর বান্ধিয়া * গজনফারে বসাইল তক্তের মাঝার ॥ দিনদারি শিখাইল কারণে মামার * তার পরে কহে জাম ওম্মর লাগিয়া ॥ চল মদায়ন যায় লস্কর লইয়া * ওম্মর ওস্মিয়া পেয়ে জামালের ফরমান ॥ ছেফাই লস্কর লিয়া চলে মদায়ন * ধুধু নাকারা শব্দ বাজিতে লাগিল ॥ মদান সহর যেতে রওানা হইল * ঝাণ্ডাও নেশান কত লেখা জোখা নাই ॥ সঙ্গেতে আঠার লাখ চলিল ছেফাই * রাত দিন চলে সবে রাহার উপর ॥ কত দিনে পৌছিলেন

মদান সহর * হরমুজ জাছুছ মুখে শুনিল খবর॥ বদিওজ্জামাল এল মদান সহর * আমির হামজার বেটা বদিওজ্জামাল॥ লইতে বাপের দাদ আইল মস্তহাল * হরমুজ শুনিয়া অতি হৈল পেরেশান॥ ভাবে জামালের হাতে না বঁচিবে জান * শুনিয়াছি বদিওজ্জামা বড় জোরওার॥ আমির হামজার মত হেম্মত তাহার * আমির হইতে জোর কিছু কমি নাই॥ তাহাতে আঠার লাখ আনিল ছেফাই * মছলত করেন সাহা লয়ে ইয়ারান॥ আসিল বদিওজ্জামা হও আগুয়ান * বক্তারক উজির কহে করিয়া ছালাম॥ মারিতে বদিওজ্জামা কত বড় কাম * দশ লাখ আছে তেরা ছেফা জাহাবাজ ঐরাবত শত শত আর তীরেন্দাজ * চারি দিকে যত শাহা আছে নামদার॥ খত লিখে মাঙ্গাইয়া লেহ সবাকার * বোজরচ মেহের বেটা ছিয়া ওস নাম॥ মছলত উজির সে চালায় কাজ কাম * চুপ হৈয়া রহে মর্দ্দ কিছুই না কয়॥ হরমুজ তাহার পানে তাকে ইসারায় ছিয়াওস বলে শুন বাদসা আলম্পানা॥ জামালে আমির মত জানিবে মর্দ্দানা * নাহক লড়িয়া কেনে হবে পেরেশান॥ নাহক পড়িবে মারা যতেক পাহালওান * লড়িয়া জামাল সাথে ফতে না পাইবে॥ ছোলে কর তার সাথে ভালাই হইবে * লড়াই করিয়া লাভ নাই কোন মতে॥ না মানিলে আখেরে পড়িবে হজিমতে * বক্তারক গোশ্বায় জ্বলে ছিয়াওসে কয়॥ মছলত উজির ভালা জ্ঞান তেরা নায় * দুস্মন আইল হেথা করিতে লড়াই॥ ছোলে করা তার সাথে কহিলে ভালাই * লাজেম তাহাকে তাড়াইয়া দেওা চাই॥ নহেত ছিনিয়া লিবে বাদশার বাদশাই * হরমুজ ভুলিয়া গেল বক্তারেক বাতে॥ হুকুম করিল শাহা লস্কর সাজিতে * হুকুম পাইয়া সাজে কুফর লস্কর॥ চারিদিকে লেখে খত বক্তারক কুফর * তুরান মোগাল খিল কাশ্মীর সহর॥ খোতন বলখ আর সিস্তান নগর * কাউছ বুলের আর কাবুল ছোয়াদ॥ কাছেদেরে খত দিয়া করিল এরসাদ * রাহে ঘাটে কোন খানে না কর আরাম॥ তাকিদ পৌছাও নামা যার যে মোকাম * হেন কালে লেখন আইল জামালের॥ ওস্মর ওস্মিয়া পৌছে আগে হরমুজের * ওস্মর লেখন দিল হরমুজের হাতে॥ কুলুপ খুলিয়া শাহা লাগিল পড়িতে * আছিল খতের

বিচে মজমুন এয়ছাই ॥ শুনরে হুরমুজ তোরে লিখিয়া জানাই * মেরা বাপ পাহালওান হামজা জোরওার ॥ দাগা দিয়া মার তুমি হাতে হেন্দিয়ার * লড়াইতে না পারিয়া আইলে ভাগিয়া ॥ হেন্দাকে রাখিলে তুমি খন্দকে ছাপিয়া * আমির মাকানে যায় লড়াই ছাড়িয়া ॥ পিছেতে হেন্দিয়া মারে তলওার খেচিয়া * দাওঘাতে বাবাজানে করিলি নিধন ॥ মর্দ্দমির শান এহা নহে কদাচন * না মর্দ্দানা যেই জন না জানে লড়াই ॥ দাগাবাজি সেই করে রণেতে ভাড়াই * আমিরের বেটা আমি বদিওর্জ্জামান ॥ লড়াই খাতের আসিয়াছি মদায়ান * লইতে বাপের দাদ পৌছিনু হেথায় ॥ কাটিব তোমার ছের জানিবে নিশ্চয় * বদিজ্জমাল নাম জানিবে আমার ॥ লড়াই কারণে আমি আছি এন্তেজার * সেতাবি বাহির হও ময়দানে আসিয়া ॥ নহে বালাখানা তোর দিব উড়াইয়া * আওরতের মত আছ বসিয়া খিমায় ॥ সেতাবি বাহির হও দেখিব তোমায় * হুরমুজ লেখন পড়ি কহেন ওম্মরে ॥ বেহানে করিব জঙ্গ কহ জামালেরে * আমির মরিয়া গেল আমার তলওারে ॥ কাটিব জামাল ছের না যাইবে ফিরে * লান তান কত বাত দিল শুনাইয়া ॥ ওম্মর বিদায় হৈল জওাব পাইয়া * দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া ॥ জামাল আরাম করে খানা পানী খায়া * তের শত দশ সাল তিরিশে আশ্বিন ॥ বুধবার রোজ কহে এছহাক উদ্দিন * খোদার ফজলে এক বেটা পয়দা হৈল॥ এজহার হোসেন নাম তাহার হইল * দোওা দিবে মমিনান এজহার হোসেনে ॥ উম্মর দারাজ করে পাক ছোবহানে *

রাগ পয়ার ছন্দ ॥ রাত পোহাইয়া যদি হইল বেহান ॥ নিন্দ হৈতে উঠিয়া জামাল পাহালওান * ফজর নামাজ পড়ে শোকরানা আল্লার ॥ সহিসে ডাকিয়া বলে ঘোড়া সাজাবার * সহিস সাজায় ঘোড়া করিয়া সাজন ॥ পীঠেতে তুলিয়া দিল সোণা কারুকার্য্য জীন দানা খেলাইতে কালু ঘোড়া লিয়া গেল ॥ হাজার মনের বুট ঘোড়ায় খাইল * কালু বলে ওরে ঘোড়া মোর কথা লাও ॥ কাল আসি কি খাইবে থোড়েক বাচাও * এ কথা শুনিয়া ঘোড়া হেট মুখ হৈল ॥ অর্দ্ধেক বুটের দানা উগারিয়া দিল * পানা পেলাইতে কালু ঘোড়া লিয়া গেল ॥ ইরাণ দরিয়ার পানী চমকে খাইল *

ইরাণি দরিয়া নাম পারস্য সাগর ॥ শুখানে পড়িয়া মরে মাছ ও মগর
পাতালে থাকিয়া জেন্দা আগমে জানিল ॥ দরিয়ার যত পানী ঘোড়ায়
খাইল * জেন্দা বলে ওরে ঘোড়া করিলি কি কাম ॥ মাছ মরে গেলে
তোর বিধি হবে বাম ॥ এ কথা শুনিয়া ঘোড়া কাঁপিতে লাগিল ॥
অর্দ্ধেক দরিয়ার পানী উগালিয়া দিল * সে পানি পাইয়া মাছ জেন্দা
হৈয়া গেল ॥ কালু মিয়া ঘোড়া লিয়া জামালেরে দিল * দশ
রেকাবের উচা ঘোড়া জোরওার ॥ জামাল সাজন করে জঙ্গ করিবার
আমির হামজার যত আছিল আছবাব॥মিলিয়াছে বদিওজ্জামালে তাহা
সব * এছমাইল নবির ছিল পিরাহান ॥ পিন্ধিল জামাল তাহা
ভাবিয়া সোবহান * দাউদ নবির জেরা পিন্ধিল শরীরে ॥ হুদ
পয়গম্বরের তাজ দিল ছের পরে * এছহাক নবীর ছিল কোমর
বান ॥ কোমরের বিচে তাহা বান্ধিল জাহান * ছালে পয়গম্বরের
মুজা পরিল পায়েতে ॥ ছোলেমান নবির কামান লিল হাতে *
ঘোড়ার হানায় তুলে দিল গোর্জ্জ খান ॥ যে গোর্জ্জ বান্ধিত হামজা
শাম নুরিমান * খোওাজ খেজের রশি কোমরে বান্ধিল ॥ বেছমেল্লা
বলিয়া মর্দ্দ ঘোড়ায় চড়িল * যেয়ছা ঘোড়া তেয়ছা জোড়া তেয়ছা
পাহালওান ॥ ছুরাত দেখিয়া তার আলম হয়রান * হামজার
গমেতে জাম করে হায়২ ॥ এলাহি ভাবিয়া মর্দ্দ মহিমেতে যায় *
রণভুমে যায় ঘোড়া হিন২ ডাকে ॥ নব মেঘ পেয়ে যেন বিজলি
কড়কে * ঘোড়ার শুনিয়া হাক হরমুজ নাদান ॥ বদিওজ্জামাল
বলে জানিল শয়তান * হরমুজ হুকুম করে আপন লস্করে ॥ একুবারে
জামালের ঘির চারি ধারে * হুকুম পাইয়া ধায় তামাম কুফর ॥
একুবারে ঘিরে জামালের চারি ওর * জামাল দেখিল ঘিরে আইল
কুফর ॥ হাকিল আছমানি হাক আরবের শের * জামাল আপন
লোকে কহিল হাকিয়া ॥ হরমুজ লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * লস্কর
পাইল যদি আজ্ঞা জামালের ॥ বাঘ যেন সান্ধাইল পালে ছাগলের *
আবুওল মাজন আর আবুওল কাছেম ॥ মকবেল হলবি আর আজমি
বাহারেম * আর যত ছিল নামি বড়া পাহালওান ॥ মার২ বলি
সবে হৈল আগুয়ান * আঠার লাখ জামালের আছিল সেফাই ॥
হরবুজের দলে কুদে পড়িল সবাই * হরমুজের পোস্ত পানা বলখি

তুরান ॥ খোতন পাহাড় আর কাশ্মীর শিস্তান * চারি দিকে যত বাদসা লেখন পাইয়া ॥ হরমুজের কমকেতে পৌছিল আসিয়া * দু দলে ছিয়াশী লাখ ছেফাই সোমার ॥ বাপ বেটা চেনা নাই ডাকা ডাকি সার * ঘোড়ার টাপের ধুল উঠিল আছমানে ॥ দুই দলে এক হল কারে নাহি চিনে * দু দলে ছেফাই যত মুখে মার২ ॥ ময়দান হইয়া গেল দিনেতে আন্ধার * লাগিয়াছে বড়া জঙ্গ হরমুজের সাথ ॥ এছহাক উদ্দিন কহে দাস্তানের বাত *

হরমুজ বাদসা কাউছ সহরে ভাগিয়া যাইবার বয়ান।

পয়ার ছন্দ রাগ ॥ লাখে২ আছওয়ার ছুটে কুফরের ॥ তার পরে হামলা করে ছেফা জামালের * জামাল খুলিয়া লিল দুহাতে তলওয়ার ॥ সৌখিন ঘোড়ার পরে হইয়া সওয়ার * বাউ ভরে ঘোড়া পরে হাকিল জামাল ॥ কুফর কাটেন যেন কলার বাগান * হাক মারি জামাল কহেন ওম্মরেরে ॥ বিদেশী কুফর এল কমক হরমুজেরে দিকে দিকে বেটে দেহ কাছেম মাজন ॥ মকবিল হলাব্ব আর বাহরাম খাকান * ওম্মর ওম্মিয়া শুনি জামালের হাক ॥ দিকা দিক বেটে দিল সেফাই বেবাক * আবুওল কাছেম চলে শিস্তানীর দলে ॥ বাঘ যেন সান্ধাইল ছাগলের পালে * কারেবা কাটিয়া ফেলে তলওার মারিয়া ॥ চাবুকের চোটে কারে দেয় গিরাইয়া * হাত পাকড়িয়া কারে ফেকে দেয় দুরে ॥ ঘোড়ার সহিত কারে দুই ফাক করে * কলার বাগান মত চলিল কাটিয়া ॥ লহুনদী বহাইল কুফর কাটিয়া হাকিল আছমানি হাক কাছেম মর্দ্দানা ॥ আছমান হইতে যেন পড়িল ঝনঝনা * হাকের আওাজে কত কমিনা কুফর ॥ বেহুস হইয়া গিরে মড়ার ভিতর * চারিদিকে ফিরে ঘোড়া যেয়ছা ভাতি চাক ॥ কুফর ভাবেন দেলে বড়ই বিপাক * আবুওল কাছেম জোরে তেগ মারি যায় ॥ তেগ বাজী দেখে যত কুফর পলায় * আবুওল মাজন হেথা তুরানী লস্করে ॥ ঘোড়া পরে বাউ ভরে কুফরেরে মারে * হাকে জোরে কুদে ফেরে মাজন জাহান ॥ কুফর কাটেন যেন কলার বাগান কখন নেজায় মারে কখন তলওারে ॥ চাবুক মারিয়া কারে দুই ফাক

করে * হাত পাকাড়িয়া কারে ফেকে দেয় দুরে ॥ ঘোড়ার সহিত
কারে দুই ফাক করে * মর্দ্দানা মাজন বীর খাওয়ারী জাহান ॥ কুফর
কাটেন যেন নাহি বে পয়ান* হাকিল আছমানি হাক খোদায় ভাবিয়া
হাক শুনে ঘোড়া হাতী যায় পলাইয়া * দরিয়া পাহাড় কাঁপে জমিন
আছমান ॥ হয়রতে পড়িয়া গেল কুফর শয়তান*বলখি কাশ্মারি ছেফা
বড় দাগাবাজ ॥ দাগা দিয়া লড়ে গিধি কড়কে আওয়াজ* মাজন আল্লার
নাম ইয়াদ করিয়া ॥ তুরানী বলখি কাটে তলওয়ার খুলিয়া * দুহাতে
তলওয়ার মারে আবুল মাজন ॥ যত কাটে তত বাড়ে কুফর শয়তান *
কলার বাগান যেন চলিল কাটিয়া ॥ কাটা ধড় লহু বিচে ভাসে সাতা
রিয়া * লহুতে ছয়লাব হৈল ময়দান উপর ॥ কাটা ধড় লহুতে
ভাসিল চারিওর * মাজন এমন জোরে তেগ মেরে যায় ॥ মাজনের
হাক শুনি কুফর পলায় * বাহারাম আজমি আর মকবিল হলব্বি ॥
আর যত পাহালওান নামি২ সবি * বেহুস হইয়া লড়ে কুফরের
সাথে ॥ মারিয়া হাজার ছের তীরেন্দাজে গাথে * বাউভরে কুদে ফিরে
একেক ছওার ॥ বেদেরেগ কুফর কাটে হাজার২*হরমুজ নিজ সৈন্যে
কহে হাক দিয়া ॥ আরব্ব লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * কমকে আইল
মেরা কাবুল গজনী ॥ ঘড়ি বিচে আরব্বি হবে পেরেশানি * হুকুম
পাইয়া লড়ে যতেক কুফর ॥ যত কাটে তত বাড়ে নাহি তার ওর *
কুফর লস্কর যদি এল পালটিয়া ॥ দেখিয়া বদিওজ্জামা বড় গোস্বা
হৈয়া * দাঁতেতে লাগাম লিল দু হাতে তলওার ॥ এক চোটে কত
কাটে কে করে সোমার * বাউ ভরে ঘোড়া পরে জামাল সর্দ্দার ॥
কুফর কাটেন যেন বাগান কলার * হরমুজের লস্করের নাহি ছিল
ওর ॥ তাহাতে কাটিয়া চলে করে বড়া জোর * গোস্বায় বদিওজ্জামা
কাঁপে থর২ ॥ কুফর উপরে ধায় বলে মার২ * দু হাতে তলওার
মারে জামাল খেচিয়া ॥ চলিল সৌখীন ঘোড়া হাওায় মিশিয়া *
হাকে জোরে বাউভরে হাকিয়া চলিল ॥ লাখে২ কুফরেরে কাটিতে
লাগিল * হাকিল আছমানি হাক বদিওজ্জামান ॥ আছমান হইতে
যেন গিরিল ঝনঝন * দরিয়া পাহাড় কাঁপে জমিন আছমান ॥ বাঘ
ও ভালুক ভাগে বাচাইয়া জান * লাখে২ হাতী ঘোড়া ছওারি
ডালিয়া ॥ কত হাতী কত ঘোড়া ভাগে জীউ লিয়া * হাকের

আওয়াজে যে কুফর শয়তান ॥ কাণে তালা লাগি মারা গেল কতজন
জামালের হাক শুনি আরব্বি ছেফাই ॥ দ্বিগুণ হইয়া জোরে করেন
লড়াই * হরমুজে লস্করের নাহি ছিল ওর ॥ তার বিচে কাটে জাম
করে বড়া জোর * কারেবা মারিয়া নেজা দিল গেরাইয়া ॥ কারেবা
চাবুকে ছের দিল উড়াইয়া * পাকড়িয়া হাত কার ফেকে দিল দুরে ॥
ঘোড়ার সহিত কারে চারিখান করে * বড়২ পাহালওয়ান আর মস্ত
হাতী ॥ মর্দ্দানা জামাল কাটে লয়ে সঙ্গ সাথি * জামাল আপন
লোকে কহিল হাকিয়া ॥ কুফর লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * হুকুম
পাইয়া লড়ে আরব্বি ছেফাই ॥ কুফর লস্কর কাটে লেখা জোখা নাই *
পাঁচ দিন পাঁচ রাত জামাল জাহান ॥ লড়েন কুফর সাথে কেতাবে
বয়ান * জামালের তেগ বাজি হরমুজ দেখিয়া ॥ বক্তারক উজিরে
কহে দেলাসা করিয়া * আমির হামজার বেটা বদি ওজ্জামাল ॥
হামজার মাফিক বটে জোটের ছাওয়াল * লড়িয়া এহার সাথে কোন
ভালা নাই ॥ নাহক লড়িয়া কেন জীবন হারাই * ছিয়াওস পানে
শাহা নজরে তাকায় ॥ এয়ছাই মুস্কিলে কিবা হুরাবে আমায় *
ছিয়াওস বলে শুন বাদশা জাহাগীর ॥ হক বাত কহি আমি তোমার
খাতির * নাহক লড়িয়া কেনে পেরেশান হবে ॥ এই ঘড়ি মেল গিয়া
জামা ক্ষমা দিবে * লড়াই ভিড়াই যত সব ক্ষমা দিয়া ॥ জামালের
সাথে মিল বেটী বেহা দিয়া * বক্তারক শুনিয়া বাত আগ বরাবর ॥
ভালত মছলত দিলি পামর বর্ব্বর * তুরুকের হাতে বেটী দিতে বল
তুমি ॥ জাত দিয়া বেটী দিব আক্কেল সালামি * তাহা করে কাম
নাই শুন নামদার ॥ কাউছ সহরে চল নজদিকে জোকার * জোকার
নামেতে বাদসা কাউছ সহরে ॥ জোপিন বাদসার বেটা বড় জোর
ধরে * আলবোর্জ্জ পাহাড় আছে সহর মাঝার ॥ মাঝ খানে সাহি
তক্ত চৌদিকে পাহাড় * সেথায় জামাল গেলে জান হারাইবে ॥
তামাম লস্কর তার তেরা তাবে হবে * হরমুজ ভুলিয়া গেল বক্তারক
বাতে ॥ কাউছ সহরে যায় লোক জন সাথে * হরমুজ ভাগিয়া যদি
কাউছেতে গেল ॥ হেথায় লস্কর বিচে ভাগেল পড়িল * জামাল
দ্বিগুন গোস্বা ঘোড়ার উপর ॥ ঘোড়া বেড়ি দিয়া মারে কুফর লস্কর
ময়দানের বিচে যত আছিল কুফর ॥ কত ভাগি চলে কত মরিল

বিস্তর * পালায় কুফর যত পিছু নাই চায়॥ এগানা বেগানা লাগি ফিরে না তাকায় * যে যার ভাগিয়া গেল মোকানে আপন॥ ময়দান হইল খালি নাই কুফরান * কেবল আরবি সেফা লাঙ্গা হাতে তেগ লহু মাখা হাত পাও বড়া বেদেরেগ * বদিওজ্জামাল নিজ লস্কর লইয়া॥ কাছেম মাজন আর ওম্মর ওম্মিয়া * মকবেল বাহারাম আর যতেক লস্কর॥ ফিরায় ঘোড়ার বাগ মহিম উপর * গোছল করিয়া করে নামাজ আদায়॥ খুসি খোসালিতে খানা পাকাইয়া খায় জামাল এনাম দিল সবাকার তরে॥ হাতী উট ঘোড়া জোড়া মাল মাত্তা তারে * এনাম পাইয়া সবে খোসাল হইল॥ এসহাক উদ্দিন হীন দাস্তান রচিল * তের শত তের সাল বারই বৈশাখ॥ মেরা ঘরে এক বেটা দিল আল্লাপাক * শনিবার জহর সমায় পয়দা হইল॥ একাজল হোছেন নাম তাহার হইল * দোওা কর মোসলমান ওয়াস্তে আল্লায়॥ দারাজ উম্মর দেয় পাক পরওার *

হজরত বদিওজ্জামাল কাউছ সহরে যাইবার বয়ান॥

পয়ার॥ হেথায় বদিওজ্জামা ফজরে উঠিয়া॥ ওম্মর ওম্মিয়া তরে কহেন ডাকিয়া * কোথা গেল হরমুজ পলিদ নাদান॥ ফাকি দিয়া পালাইল জাহেল শয়তান * ওম্মর ওম্মিয়া শুনি জামালের ফরমান॥ হরমুজের তল্লাসেতে চলিল নিদান * সহর মাঝার নাহি সেফাই লস্কর॥ কেবল কয়েক জন আছেন নফর * ওম্মর উম্মিয়া পুছ কয়েক নফরে॥ হরমুজ কোথায় গেল পার কহিবারে * নফর শুনিয়া কহে ওম্মরের তরে॥ হরমুজ ভাগিয়া গেল কাউছ সহরে * জোকার নামেতে সাহা কাউছ মাঝার॥ জোপিনের বেটা সেই বড় জোরওার * বদিওজ্জামার ডরে হরমুজ মর্দ্দানা॥ জোকার বাদসার কাছে লিল গিয়া পানা * ওহে ভাই পথিক শুন সমাচার॥ জামাল না যায় যেন কাউছ মাঝার * বড় দাগাবাজ মুজি জোকার শয়তান জামাল দাগায় তার হবে পেরেশান * ওম্মর ওম্মিয়া শুনি খবর এছাই॥ বদিওজ্জামাল আগে চলে ধাওা ধাই * বদিওজ্জামাল শুনি জোকারের হাল॥ কাউছ যাইতে সাজে বদিওজ্জামাল *

জামাল কহেন মেরা আল্লা নেঘাবান ॥ তুড়িব কুফর সব যত পাহাল-
ওান * ওম্মর ওম্মিয়া শুনি সাজায় লস্কর ॥ হেছাবেতে চৌদ্দ লাখ
হইল সোমার * চারি লাখ মারা গেল হরমুজ ময়দানে॥ তবুত
বদিওজ্জামা ভয় নাই গণে * চলিল কাউছ লাগি বদিওজ্জামাল ॥
সাথে চলে চৌদ্দ লাখ সেফাই পাহালওান * তিন দিন তিন রাত
যায় রাহা পর ॥ চলিল উত্তর মুখে সেফাই লস্কর * পৌছিল যাইয়া
জাম কাউছ সহর ॥ হরমুজ আরামে যথা জোকার গোচর * কাউছ
ময়দান ওর নাই হেছাবেতে ॥ বেবাহা ময়দান গাছ পালা আছে
তাতে * ঘোড়া হাতী দানা পানী সুখে তথা খায় * জামাল
খাইয়া খানা সুখে নিন্দ যায় ॥ রাত পোহাইয়া যদি বেহান হইল ॥
ওম্মর ওম্মিয়া তরে জামাল কহিল * লেখন লইয়া যাহ জোকারের
ঠাই ॥ তাকিদ জোওাব আন দেরি সহে নাই * জামার হুকুম পায়া
ওম্মর ওম্মিয়া ॥ তাকিদ চলিয়া গেল জুতি পায় দিয়া * ওম্মর
পৌছিল যদি জোকার দরবারে ॥ জোকার তাজিম করে বসায় ওম্মরে
বলিতে লাগিল বাত ওম্মরের তরে ॥ মোমিনের হেন চাল কেনে কহ
মোরে * নৌসেরওা বাদসা ছিল বাপ হরমুজের ॥ আমির তাহারে
দুঃখ দিল বের২ * গোজারিল নৌসেরওা ঘুচিল বালাই ॥ মরিল
আমির হামজা চারা কিছু নাই * হরমুজ হৈল সাহা মদান সহরে
বদিওজ্জামালের আগে কিবা দোষ করে * সহর বিরান করি দিল
খেদাইয়া ॥ জামালের ডরে হেথা আইল ভাগিয়া * পানা লিল মেরা
কাছে হইয়া লাচার ॥ করারে আছেন হেথা বাদসা নামদার *
ফের সে জামাল আইল আমার সহরে ॥ বল দেখি জামাল কতেক
জোর ধরে * মোমিন নাছোড় বান্দা বড়ই সন্ধান ॥ পলাইলে পিছা
নাহি ছাড়ে কদাচন * বদিওজ্জামাল মর্দ্দ এত দিন পরে ॥ আসিল
কাউছে যদি না যাইবে ফিরে * এখানে মরন তার নছিব লেখন ॥
কহ কাল ময়দানে লড়িব দুইজন * ওম্মরের হাল জানে জোকার
শয়তান ॥ ঢং দেখি তানা নাহি মারিল নাদান * ওম্মর ওম্মিয়া
আসি জামালেরে কয় ॥ নিমাশাম হৈল দিন গোজারিয়া যায় *
জামাল ময়দানে রহে আরাম করিয়া ॥ খোসালিতে খানা পানী খায়
পাকাইয়া * হেথায় জোকার কহে বক্তার উজিরে ॥ হরমুজ বাদসাকে

লিয়া মছলত করে * লড়িয়া জামাল সাথে ফতে না পাইব ॥ হুনর কারয়া তারে মারিয়া ডালিব * দাগাবাজ জোকা কহে দেলে২ ভাবি ॥ রাত বিচে সাত ঠাই করি ঘোড়া ডুবি * বক্তারের ভরে কহে জোকার শয়তান ॥ বেহানেতে যাব আমি লড়িতে ময়দান বদিওজ্জামালে গালি দিব লান তান ॥ তহা হৈলে জামাল আসিবে ময়দান * যখন আসিবে জাম ময়দান মাঝার ॥ দিবত জামালে গালি তানা বেসোমার * আমাকে দেখিয়া ঘোড়া জামা উঠাবে ॥ ঘোড়া সহ গাড়া বিচে গিরিয়া যাইবে * লস্কর লইয়া সবে তৈয়ারি রহিবে ॥ দেখিবে গাড়াতে যবে জামাল গিরিবে * মাটী চাপা দিবে তায় সেতাব করিয়া ॥ এই ফেকেরেতে মরে যত আরবিয়া * জোকার হারামজাদ এয়ছা যদি বলে ॥ পছন্দ হইল তাহা সবাকার দেলে * সাত গাড়া খোদে রাত বিচে সারি সারি ॥ উপরে ছাউনি করে চিনিতে না পারি * রাত বিচে দাগাদিয়া এই কাম করে ॥ এছহাক উদ্দিন কহে লানত কুফরে *

জোকার বাদসা লড়াই করিয়া মারা যাইবার বয়ান।

পয়ার ॥ রাত ছোবে হৈয়া যদি হইল বেহান ॥ দুদলে নাকারা বাজে ধাওসা নিশান * জোকা ময়দানে এল ঘোড়ায় চড়িয়া ॥ বদিওজ্জামাল তরে কহেন হাকিয়া * শুনরে জামাল তুই বড়া মোছলমান ॥ তুমিত গাঙার বট পেটুক নাদান * জাতি খাছলত তোর আমি না বুঝিনু ॥ পেটুক নাদান এছা কোথা না দেখিনু * আমির তোমার বাপ বড়ই গঙার ॥ নৌসেরঙা বাদসা তরে দিলেক আজার * যবতক নৌসেরঙা আছিল বাঁচিয়া ॥ মুল্লুকে২ তারে দিল খেদাড়িয়া * গোজারিল নৌসেরেঙা ঘুড়িল বালাই ॥ মরিল আমির হামজা হুকুমে এলাই * হরমুজ হৈয়া বাদশা মদান সহরে ॥ তোমার নিকটে সেহ কিবা দোষ করে * সহর বিরান করি দিলে খেদাইয়া ॥ আমার পানাতে সাহা আইল ভাগিয়া করারে আছেন হেথা বাদসা নামদার॥তুমি কেন হেথা ফের এলে মরি-

বার * শুনরে জামাল তেরা ধিক জাত পরে ॥ আসিয়া পৌছিলে যদি না যাইবে ফিরে * এখানে পৌছিলে আসি মউত কারণ ॥ সেতাবি বাহির হও দেখিব এখন * নিশ্চয় জানিবে তুমি হাতেতে আমার ॥ এই ময়দানেতে হবে মউত তোমার * আওরতের মত আছ খিমায় বসিয়া ॥ মৰ্দ্দমি থাকেত এস সমরে চলিয়া * দেখিব কেমন জোর ধররে জামান ॥ নেহাত জানিবে তোর বধিব পরাণ * জামাল শুনিয়া হৈল আগ বরাবর ॥ থোড়া ঘড়ি রহ বেটা ময়দান উপর * ওরে হারামখোর এত দেমাগ তোমার ॥ মগজ তুড়িব তেরা মারিয়া পয়জার * এহা বলে ঘোড়া পরে হইল ছওয়ার ॥ বেছমেল্লা বলে মুখে হৈল রাহাদার * জোকার দেখিয়া গালি দেয় জামালের ॥ আওরে হারাম খোর দেখি কত জোর * জোকার উপরে ঘোড়া জামাল চালায় ॥ ময়দানেতে যেতে ঘোড়া পাও না উঠায় * গোস্বা হৈয়া জামাল ঘোড়াকে মারে কোড়া ॥ কোড়া খায়া সৌখীন লেজ করি খাড়া * ছয় গাড়া পার হৈল কুদিয়া সে ঘোড়া ॥ আসিয়া পড়িল ঘোড়া আগেকার গাড়া * আপন কুওতে ঘোড়া উঠিল কুদিয়া ॥ জামাল খন্দক নীচে রহিল পড়িয়া * খন্দকে গিরিয়া মর্দ্দ ছেরে ধরে ঢাল ॥ দেখিয়া কুফর যত অতীব খোসাল * তাড়াতাড়ি ইটা মাটী যেবা যত পায় ॥ চাপাইয়া দিল মাটী বদিওজ্জামায় * জামাল ঢালের পরে ধরে তার ভার ॥ দেখে খোসালিত হৈল হর মুজ বক্তার * জোকার আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ আরব্ব লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * আবুওল কাছেম আর আবুওল মাজন ॥ বাহা-রাম ওম্মর আর মকবিল জওয়ান * দেখে জামালের হাল হৈল পেরে শান ॥ তাহাতে সাজিয়া এল কুফর শয়তান * লাচার হইয়া সবে তামাম ছেফাই ॥ কুফরের দলে কুদে পড়িল সবাই * হাকিল আছ মানি হাক মাজন মর্দ্দানা ॥ হাকের আওাজে কাঁপে কুফর কমিনা * দোহাতে লাগাম দোন হাতে তলওয়ার ॥ কুফর লস্কর কাটে করে মার২ কখন ছামনে কাটে পিছেতে কখন ॥ কখন ডাহিনে কাটে বামেতে সঘন * বাউ ভরে ঘোড়া পরে চালায় তলওয়ার ॥ গোশ্বাতে কুফর কাটে বিয়াল্লিশ হাজার * মাজন আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ কুফর লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * এক জনে জীতা জানে নাহিক

ছাড়িবে॥ ফিরিয়া না যায় যেন যেথা যারে পাবে*আবুওল কাছেম হেথা করেন লড়াই ॥ বেহদ্দ কুফর কাটে লেখা জোখা নাই * বাউ ভরে তেগ মারে কুদে পাহালওান ॥ কুফর কাটেন যেন কলার বাগান * বাহারাম মকবেল মর্দ্দ চৌদিকে বেড়িয়া ॥ কুফর কাটিয়া চলে মুণ্ড মালা লিয়া * কলার বাগান মত কাটিয়া চলিল ॥ ভেকের দলেতে যেন সর্প সান্ধাইল * চৌদ্দ লাখ আছওার আরবি সেফাই ॥ কুফর লস্কর কাটে লিখিল এছাই * দু প্রহর তক মর্দ্দ ময়দানে লড়িল কুফর লস্কর সব ভাগিয়া পড়িল * হরমুজ ভাগিয়া যায় পুর্ব্ব দিক হৈয়া ॥ জোকার লড়াই ছাড়ি গেল পলাইয়া * জোকার ভাগিল যদি ছাড়িয়া লস্কর ॥ মাজন দেখিতে পায় করিয়া নজর * পলাইয়া যায় গিধি ঘোড়ার পরেতে ॥ মাজন উঠায় ঘোড়া জোকারে ধরিতে * দেখিয়া না দেখে গিধি যায় পলাইয়া ॥ আবুওল মাজন যায় হাওায় মিশিয়া * নিমিষে পৌছিল যদি নিকটে জোকার ॥ তলওার চালায় গিধি হইয়া লাচার * আবুওল মাজন তেগ ঢালে রদ করে ॥ আগুন উঠিল তার ঢালের উপরে * জোকার গোস্বায় হৈল আগ বরাবর ॥ আওরে সেফাই দেখি তোর কত জোর * শুনিয়া মাজন অতি জ্বলিল গোস্বায়॥ বড়া হাকিল আছমানি হাক ভাবিয়া খোদায়*মাজন আল্লার নাম ইয়াদ করিয়া ॥ দুই হাতে জোকারেরে ধরে সামটিয়া * হাকিয়া মাজন তারে ছেরেতে ঘুমায় ॥ জমিনে ডালিয়া তারে বান্ধে হাত পায় ওম্মর ওম্মিয়া হেন কালে সেথা এল ॥ মাজন জোকারে লিয়া ওম্মরেরে দিল * ওম্মর ওম্মিয়া মর্দ্দ জোকারে লইয়া ॥ লোহার পিঞ্জিরায় রাখে কয়েদ করিয়া * হোথায় ময়দান খলি নাহিক কুফর ॥ তাহা বাদেজামালের লইতে খবর * ওম্মর ওম্মিয়া মর্দ্দ খুজিয়া বেড়ায় ॥ কোন খানে জামালের পাত্তা নাহি পায় * কান্দিতে লাগিল সবে না পাই জামারে ॥ জারে২ কান্দে সবে জামাল খাতেরে * অব শেষে ময়দানেতে দেখে বড়২ গাড়া ॥ তাহার ভিতরে কত গিরিয়াছে মড়া * কান্দিয়া খোজেন সবে গাড়া যেই খানে ॥ দেখিয়া মাজন মাটী গাড়া থেকে টানে * সবে বলে এই গাড়ে আছেন জামাল ॥ গাড়া হৈতে মাটী টানে হৈয়া পেরেশান * হাতাহাতি করি সবে মাটী উঠাইল ॥ বদিওজ্জামাল তাহে দেখিতে পাইল *

দেখিল জামাল ছের পরে ঢাল দিয়া ॥ খোদার জেকেরে আছে মসগুল হইয়া * ওম্মর ওম্মিয়া কান্দি জমালে উঠায় ॥ মাজন ঘোড়তে লিয়া লস্করেতে যায় * গোছল দেলায় মাজন জামাল কারণ ॥ তক্ত পরে বসাইল করিয়া যতন * লস্কর সকলে কান্দে পায়েতে পড়িয়া ॥ জামাল তছল্লি দেয় সবার লাগিয়া * থাকিতে হায়াত মারে কোদরত কাহার ॥ দেখ কোথা ভাগি গেল হরমুজ কুফার * ওম্মর ওম্মিয়া কহে জামাল কারণ ॥ জোকার কুফরে রাখি করিয়া বন্ধন * হাজির করিল তারে জামাল হুজুর ॥ জামাল জোকারে কয় পুজা কর দুর * ভুত পুজা ছেড়ে দেহ হও মোছলমান ॥ মহাম্মদী দিন পরে আনহ ঈমান * জোকার বলেন নাহি হব মোছলমান ॥ না মানিব দিন তেরা যায় যদি জান * মুদ্দত চলিয়া গেল যে জাতি উপর ॥ আজি কেন নষ্ট করি কথা শুনে তোর * বারে২ কত বার জামাল বুঝায় ॥ হরগেজ কমজাত গিধি নাহি মানে তায় * বাহারাম মকবেলে কহে বদিওজ্জামান ॥ দুই জনে মার গোর্জ্জ এ বড় শয়তান * বাহারাম হৈল খাড়া গোর্জ্জ হাতে লিয়া ॥ ভিমরায় দেখে জোকা উঠে শিহরিয়া বাহারাম এমন জোরে গোর্জ্জ মেরে ছিল ॥ গোর্জ্জের ধমকে তার জান নেকালিল * দোজখে চলিয়া গেল জোকার কুফর ॥ জারিম বলিয়া তার ছোটা সহোদর * মোছলমান হৈল সেই ঈমান আনিয়া ॥ জামাল দিলেন তারে বাদশাই সুপিয়া * জামালে লইয়া গেল সহর মাঝার ॥ জারিম খাতের দারি করেন তাহার * তামাম লস্কর রহে খুসি খোসালিতে ॥ বারামদী সুত কবি কহে দাস্তানেতে *

হজরত বদিওজ্জামাল খোতন সহর যাইবার বয়ান।

পয়ার ॥ আরামে জামাল রহে কাউছ সহরে ॥ দিনদারি বাতা ইল জারিমের তরে * জারিম কবুল করে জামালের বাত ॥ জামাল জারিমে পুছে হরমুজের বাত * কোথা গেল হরমুজ কুফি দাগাবাজ ॥ ছামনে পাইলে তারে করি যে এলাজ * লড়াইতে ভঙ্গ দিয়া যায় পলাইয়া ॥ কোথা গেল দাগাবাজ কহ বিবরিয়া * জারিম আরজ করে জামাল হুজুর ॥ হরমুজ ভাগিয়া গেল খোতন সহর * খোতন

সহরে বাদশা নামেতে হুমান ॥ বড় জোরওার সেই জহুদ শয়তান *
জাতিতে ইহুদী সেই বড় দুরাচার ॥ বার লাখ আছে তার ছেফা
জোরওার * হরমুজের পেশকার হুমান সর্দ্দার ॥ খোতন সহরে
ফিরে দোহাই তাহার * তাহাতে শীতের কাল জাগা বরফের ॥ ঘোড়া
হাতী উট চলা মুস্কিল রাহের * পুর্ব্ব পানে দেখ ঐ হিমালয় পর্ব্বত ॥
বড়ই শীতের জাগা বরফ তাবত * তাহার উত্তরে আছে কৈলাস
পাহাড় ॥ তাহার উত্তরে জান বলখ সহর * তাহার উত্তরে আছে সহর
খোতন ॥ বড়ই শীতের জাগা শুনহ জামান * সেখানে হরমুজ গেল
লস্কর লইয়া ॥ হরমুজ সেখানে আছে করার হইয়া * শুনিয়া জামাল
কহে আল্লা নেঘাবান ॥ আলবত্তা যাইব আমি সহর খোতান * যবতক
হরমুজ নাদানে নাহি মারি ॥ আরাম হারাম মোর বৃথা প্রাণ ধরি * রহ
ভাই সাহি কর তক্তেতে বসিয়া ॥ কাউছের কর দিবে মদিনা ভেজিয়া
আমি যাই খোতনেতে হরমুজ লাগিয়া ॥ গরীবের বিচার কর তক্তেতে
বসিয়া * জামির কবুল করে যত নছিহত ॥ জামাল ওম্মরে ডাকি কহে
হকিকত * চলহ খোতনে যাব লইয়া লস্কর ॥ দেখিব ইহুদী হুমা
ধরে কত জোর * ওম্মর ওস্মিয়া শুনি জামালের বাত ॥ নাকারা
বাজাতে বলে যতেক নওবত * ধুধু নাকারা শব্দ বাজিতে লাগিল ॥
তামাম ছেফাই সাজি তৈয়ার হৈল * তের লাখ আছওার পাইল
গণিয়া ॥ খোতনে রওানা হৈল পুর্ব্ব মুখ হৈয়া * আগুদলে চলে সাহা
মাজন সর্দ্দার ॥ তার পরে কাছেম রোখামি নামিওার * বাহারাম
তাহার পিছে মকবেল হলব্বি ॥ তের লাখ আছওার চলিলেন সবি *
পিছেতে চলিল জাম ওম্মরে লইয়া ॥ নিশান আজদাহা নীচে মস্ত
জোশ হৈয়া * নিশানে আজব বাজা যায় যত দুর ॥ হাতী উট
ঘোড়া নাচে শুনি তান সুর * ছাড়িল ইরান দেশ পৌছিল তুরান ॥
তুরান ছাড়িয়া গেল যোগান সিস্তান * পৌছিল তুরকি স্থান বদিও-
জ্জামাল ॥ পুর্ব্ব ও উত্তর হৈয়া চলে বাকামাল * পথে ঘাটে বড়ই
কসেল্লা পাইল জাম ॥ খোদার দরগায় দোওা মাঙ্গে অবিরাম * তিন
মাস রাহে চলি বদিওজ্জামান ॥ যাইয়া পৌছিল মর্দ্দ সহর খোতান *
খোতন ময়দান আছে সহর পশ্চিমে॥লস্কর লইয়া তথাপৌছিলেন জামে
গলি কুচা তাম্বু ডেরা বানায় সেখানে ॥ জাছুছ খবর দিল ইহুদী

হুমানে * হুমান শুনিয়া হৈল আগ বরাবর ॥ দেখিব বদিজ্জামা কত জোরওর * হুমান হরমুজে কহে আইল জামান ॥ সেহত বহুত কেড়া নাছোড় নাদান * বহুত সাহস দেখি জামালের তরে ॥ এমন বালাই কভু না দেখি নজরে * তোমার হেথায় থাকা নহে ভালা কাম ॥ কি জানি কি হয় শেষে কিবা পরিণাম * বাঙ্গালাতে চলে যাহ বড় ঘাট সহরে ॥ পানা লিয়া রহিবেক শুন নামদার * খত দেই লিয়া যাহ বড় ঘাট সহর ॥ হেথা আমি দেখি জাম কত জোরওার * হরমুজ কবুল করে হুমানের বাত ॥ বড় ঘাট সহরেতে চলে রাতা রাত * হরমুজ ছাপিয়া যদি বড় ঘাটে গেল ॥ ইহুদী খোর্তনি হুমা ভাবিতে লাগিল * দেল বিচে মছলত করে দাগাবাজ ॥ রাত হানা দিয়া মারি করিব একাজ * লস্কর সাজায় রাতে ইহুদী কুফরে ॥ রাত হানা দিতে চলে জামাল লস্করে * জামাল আরামে ঘুমে লস্কর সহিতে ॥ দুস্মন হামলা করে আসি আচম্বিতে * কাটিতে লাগিল হুমা জামাল লস্কার ॥ নিন্দ হৈতে উঠি জাম শুনি সোর সার * দেখিল দুস্মনে কাটে লস্কর ইয়ার ॥ ঘোড়ার উপরে মর্দ্দ হইল ছওার * হাকিল আছমানি হাক খোদায় ভাবিয়া ॥ বার কোশ আওাজ তার যায় নেকালিয়া * কাঁপিতে লাগিল জমি খোতন সহর ॥ হাকের আওাজে জাগে জামাল লস্কর * চেতন হইয়া তবে দেখেন সবাই ॥ রাত হানা দিয়া কাটে ইহুদী ছেফাই * সকলে খুলিয়া নিল তেগ আপনার কুফর লস্করে পড়ে বলে মার২ * তামাম লস্কর যদি জাগিয়া উঠিল ॥ ইহুদী কুফর পরে হামলা করিল * আরব্বির তেগ বাজি দেখিয়া হুমান ভয়েতে ডরিয়া গেল কুফর শয়তান * জামাল হুমান তরে দেখিতে পাইয়া ॥ গলায় ডালিয়া ফাসি লিলেক বান্ধিয়া * ভাগিল লস্কর যত ইহুদী আছিল ॥ খোদার ফজলে রাত পোহাইয়া গেল * বদিওজ্জা মাল পুছে ইহুদী খাতির ॥ ভুত পুজা দুর কর জাত ইহুদীর * সাজি বারে এবাদত না কর জুম্মার ॥ শুক্রবারে পড় জুম্মা হুকুম আল্লার * তৌরেত কেতাবে আছে হুকুম এমন ॥ মহাম্মদ নবী পয়দা হইবে যখন তামাম কেতাব যত যাবে রদ হৈয়া ॥ ফোরকান শরিফ আল্লা দিবে পাঠাইয়া * তামাম নবীর তিনি হবেন সর্দ্দার ॥ সেই মহাম্মদ আজি বাদসা দুনিয়ার * কোরান নাজেল হৈল তাহার উপরে ॥ এছলামি

কবুল কর যান রছুলেরে * একিদা হালেতে হুমান আনিল ঈমান ॥ খুব ভাতি নেওয়াজিল তাহারে জামান * সাত শ বরছ তক জ্বলিল আগুন ॥ নৌসেরেওা খরছতে সহর খোতন * যে দিন হৈল পয়দা মহাম্মদ রছুল ॥ আতশ আগুন তার হৈয়া গেল গুল * দেখিয়া শুনিয়া হাল হুমা নামদার ॥ আতশি পুজার পর আছিল বেজার * খোদা তালা যত করে ভালাই কারণ ॥ তাঁর খেলা কি বুঝিবে মানুষ অধম জামালে লইয়া হুমা গেল সহরেতে ॥ বসায় তাজিম কার আপন তক্তেতে * খুসি খোসালিতে রহে তামাম ছেফাই ॥ খোতন বলখে ফিরে জামাল দোহাই * এছহাক উদ্দিন কহে আল্লা করি সার ॥ বদিওজ্জা মাল চলে বাঙ্গালা মাঝার *

হজরত বদিওজ্জামাল বাঙ্গালা দেশে যাইবার বয়ান।

শুন ভাই মোসলেম মোর আবেদন ॥ মম দুক্ষ বিলাইতে করেছি মনন * মুদ্দত হইল পুথি করিনু রচনা ॥ কিতক মেহনত হৈল জানেন রব্বানা * না আছে তাকত মেরা পুথি ছাপিবার ॥ খুজিয়া বেড়ায় সদা দেখে দোকান্দার * আমার আরজ শুনি কয়েক দোকানি ॥ ছাপাইয়া দিব বলে লিল কপি খানি * আমি ভি দিলাম কপি ছাপি-বার তরে ॥ নারিল ছাপিতে কিন্তু নাহি দিল ফিরে * আজ ছাপি কাল ছাপি ছাপিছি পিছেতে ॥ দাগা দেয়া দিন ক্ষয় করিল শেষেতে না হক দীনের সাথে কথা ভাড়াইয়া ॥ অবশেষে কপি মেরা দিল খোওাইয়া * পরিশেষে মুন্সী আফাজদ্দি আহাম্মদ ॥ দাও কপি ছাপি আমি কথা দেন খোদ * মোশাবেদা কেতাবের নাহি রেখে ছিনু ॥ দোবারা মেহনত মুঝে করিতে হৈনু * তাঁহার কথায় আমি আশ্বাশিত হৈয়া ॥ আওল আখের পুথি লিখি দোহারিয়া * সায়েরের নাম স্থানে নামটি আমার ॥ থাকিবেক এর ছেওা দাবি নাহি আর * এইত শর্ত্তেতে মায় ওয়ারিশান বাধ্য ॥ রহিলাম চিরকাল অঙ্গিকারে বধ্য * হেথাকার কথা এবে রাখিয়া এখানে ॥ কেচ্ছার বারতা যাহা শুন বন্ধুগণে * বদিওজ্জামাল কহে হুমানের তরে ॥ হরমুজ নাদান কোথা কহ

বেরাদরে * এ কথা শুনিয়া হুমা যুড়ি দোন হাত ॥ কহিল বাঙ্গালা গেল হরমুজ কমজাত * বড় ঘাট সহরে খুটা মারা জাহাগীর ॥ তার কাছে লিল পানা হরমুজ বেপির * বিশ লাখ আছে তার বাঙ্গালী ছেফাই ॥ রাক্ষস খক্ষস কথা লেখা জোখা নাই * খালিসা নামেতে এক ফরজন্দ তাহার ॥ বাহু বলে লিল সাহি বহুত বাদসার * বহুত বাদসার দেশ লিল ছেনাইয়া ॥ রাক্ষস খক্ষসে রাখে গোলাম করিয়া * বড়া জোরওার সেই খালিসা পাহালওান ॥ তারে না আটিতে পারে তামাম জাহান * শুনিয়া জামাল কহে আল্লা নেঘাবান ॥ যাইব বাঙ্গালা দেশে ভাবি ছোবহান * রাক্ষস খক্ষসে আমি কভু না ডরাই ॥ তুড়িব রাক্ষস দেও না দিব রেহাই * দেখিব খালিসা বীর কেমন ছেফাই ॥ মোছলেম করিব যত বাঙ্গালী সবাই ॥ সাহি তক্তে বসে তুমি কর সুবিচার ॥ রায়ত প্রজারে কভু না দিবে আজার * খুশি খেসালিতে রবে ছেরে দিয়া তাজ॥মদিনাতে ভেজে দিবেরছুলে খেরাজ হুমান কবুল করে জামালের বাত ॥ জামাল ওম্মরে কহে শুন হকিকত শুন চাচা লস্কর সাজাও সকলেরে ॥ বাঙ্গালা সহর গেল হরমুজ কুফরে * বাজাও ছওারি ডঙ্কা দেরি নাহি সয় ॥ বাঙ্গালা মুল্লুক যাব যা করে খোদায় * ওম্মর ওম্মিয়া শুনি জামালের বাত ॥ তবলা ঠুকিয়া যে বাজায় নহবত * তামাম লস্কর সাজে কাছেম মাজন ॥ মকবেল বাহারাম সাজে ছেফাই তামাম * ওম্মর ওম্মিয়া সাজে খেয়াল করিয়া ॥ ওম্মরের হাল দেখি হাসে খোতনিয়া * কখন মরদ হয় কখন আওরত ॥ দেও পরী পক্ষ কভু ছওালের মত * চলিল দক্ষিণ পুর্ব্ব হৈয়া রাহাদার ॥ খোতন ছাড়িয়া পৌছে বলখ মাঝার * ছাড়িল বলখ দেশ সব মোছলমান ॥ ফারাজুন নামে বাদশা বলখ ছোলতান * ছেফাই রশদ দিল লেখা জোখা নাই ॥ কৈলাস পাহাড়ে পৌছে জামাল ছেফাই * পাহাড় হইবে পার কেমন করিয়া ॥ পুর্ব্ব দিকে চলে সাহা মাচিন বলিয়া * বরম ধরিয়া ধারে পৌছিল জামাল ॥ কেমনে হইবে পার ভাবে ছোবহান * নাও বানাইল সেথা লস্কর সবাই ॥ কাঠের জঙ্গলে কাঠ কুমি কিছু নাই * এলাহি যাহার সখা তার ভয় কিবা ॥ শুকানতে ডিঙ্গা চলে নাহি কোন শোবা * বরম দরিয়া ঢেউ উঠে আছমানে ॥ এছম

আজম পড়ি ফুকেন জামানে * হর কিস্তি পরে চড়ে ছেফা বিশ জন॥ দরিয়া হইল পার দয়া ছোবহান * হাতী উট ঘোড়া পার হইল কেনারে॥ জামাল শোকরানা ভেজে আল্লার দরবারে * তার পরে চলে বাদশা দক্ষিণ হইয়া॥ কত দিনে মাচিনেতে পৌছিল যাইয়া * মাচিনের বাদশা নাম সিকিম জাহান॥ চুয়াল্লিশ হাজার তার ছেফা পাহালওান * সহরেতে নাহি বাদশা আলাও লস্কর॥ হরমুজ কমকে গেল বড় ঘাট সহর * দক্ষিণ পুরব দিকে চলে রাত দিন॥ জলপাই সহরে গিয়া পৌছিল জমিন * জলপাই নামেতে বাদশা জলপাইর পতি॥ সেহ বড় ঘাটে গেল হরমুজের সাথী * সহর বিরান দেখি জামাল হয়রান॥ আরাম করেন সেথা বদিও-জ্জামান * আবহাওা বড় খুবি কি কব বয়ান॥ তিরিশ নদীর ধারে জলপাই মাকান * জামাল আরাম করি তিন রোজ পরে॥ লস্কর সহিত চলে বড় ঘাট সহরে * পৌছিলেন ধর্ম্ম পাল ধর্ম্মের সহর॥ গোপীনাথ নামে রাজা ধর্ম্মের ঈশ্বর * হাড়ি সিদ্দা পাহালওান বড় জোরওার॥ বাহু বলে জের করে এ ভব সংসার * হাড়ি সিদ্দা মারা গেল কালীঘাট রণে॥ গোপীনাথ রাজা আছে ধর্ম্ম সিংহাসনে * খোলাহাটী সহরেতে গেল পলাইয়া॥ জামাল লুটিল মাল সম্বাদ পাইয়া * সহর বিরান দেখি জামাল হয়রান॥ সহর বড়ই ভাল আজাব মাকান * পড় খাই এত বড় কোথা দেখি নাই॥ আছমানে লাগিল গড় এয়ছা উচা সেই * তার পাশে খাই তার গহেরা এমন॥ দেও পরী ভুত নারে যাইতে কখন * থাকুক মানুষ দেও পরী নাহি পারে॥ তার বিচে গড় মাঝে সাহি তক্ত করে * পশ্চিমে করতোয়া নদী আজিম দরিয়া॥ সে পানী খাইলে বুদ্ধি বাড়ে বাঙ্গালিয়া * জামা হয়রানহৈল সহর দেখিয়া॥লোক জন নাহি চলে বড় ঘাট বলিয়া শুইডাঙ্গা ময়দান ছাড়ে জামাল জাহান॥ বড় ঘাট সহরে পৌছে বদিওজ্জামান * শুনিল লোকের মুখে এই সমাচার॥ হেথা হৈতে এক দিন বড় ঘাট সহর * শুনিয়া জামাল সাহা খোসালিত মনে॥ গলি কুচা বান্ধে রাজা হাট ময়দানে * রাজার হাট ময়দান সে ওড় তার নাই॥ সেখানে বান্ধিল ডেরা আরবি সবাই * খোসালেতে খানা পানী পাকা ইয়া খায়॥ শুইল তামাম ছেফা যার যে খিমায়* ফজরে নামাজ পড়ে

উঠাইয়া হাত ॥ মনাজাত মাঙ্গে জামা আজিজির সাথ * আয় আল্লা পাকজাত করিম কাদের ॥ আপনা করমে তুমি কর জের * রাক্ষস করহ ধ্বংশ এই ভিক্ষা চায় ॥ কবুল হইল দোওা আল্লার দরগায় * বির চিল গোনাগার এছহাক উদ্দিন ॥ জামালের খত পায় খুমার বেদিন *

খুমার বাদসা জামালের লেখা পাইয়া
জঙ্গে সাজিবার বয়ান ॥

পয়ার ॥ বড়ঘাট সহরেতে সাহা খুটামার ॥ করে বাদসাহী তক্ত জোরে আপনার * আলাও লস্কর কত লেখা জোখা নাই ॥ মেছ গারো নাগা কুকি রাক্ষস সেফাই * বহুত মুল্লুক তার ছিল তাবেদার ॥ খালিসা তাহার বেটা বড়া জোরওার * বহুত মুল্লুক লিল কবজ করিয়া ॥ বহুত বাদসার দেশ লিল ছেনাইয়া * এয়ছা জোরওার সেই কি কহিব কারে ॥ ধরিয়া হাতীর শুড় ফেকে দেয় দুরে * ভুত ও প্রেত সাথে লড়েন মোদাম ॥ রাক্ষস জঙ্গির তরে বানায় গোলাম * রাক্ষস খক্ষস যত যেখানে যা ছিল ॥ বহুত রাক্ষসী দেশ ছেনাইয়া লিল * লড়িয়া তাহার সাথে কেহ নাহি পারে ॥ রাক্ষস খক্ষস সেই তাবেদার করে * জোরে না আটিত তারে তামাম জাহান ॥ বড় ঘাটে সাহি করে দবদবা ছোলতান * উজির নাজির কত নাহিক সোমার ॥ দুয়াই শুয়াই দুই বহিন তাহার * না হইল বিয়া তার অকুমারী ছিল ॥ তিন শত বামণ তার পূজারি আছিল * তিন শত বামণ সেথা প্রতিদিন যায় ॥ আসিয়া করেন সেজদা বামণ সেথায় * অঙ্গ দিয়া পিব লহু পানী বহে যায় ॥ সে চিজ বামনগণে শুদ্ধ মনে খায় * সেখানে করিলে সেজদা জন্ম না হইবে ॥ এ স্থানে পয়দা বলি সেজদা করে সবে * বামণ পাকায় ভাত নানা ফল মুল দুয়াই শুয়াই খায় জানিয়া মাকুল * পিছেতে বামণ খায় তাহে সেজদা করি ॥ খালিসা বহিন দুই দুয়াই শুয়ারি * দুয়াই শুয়াই দুই আছে সরোবর ॥ এক খানে যদি কেহ পানী নাড়ে তার * আর খানে পানী কাদা হয় সেতাবিতে ॥ নীচেতে শুড়ঙ্গ আছে লেখে দাস্তানেতে * এই মতে খুমার যে করেন বাদসাই ॥ সুখেতে বাদসাই করে গম কিছু নাই * এক দিন খুটা মর্দ্দ তক্তেতে বসিয়া ॥ সারাব কাবাব খায় মস্ত হাল হৈয়া * হেন কালে লেখন আইল জামালের ॥

উম্মর দিলেন লেখা হাতে খুমারের * ওম্মরের হাল দেখি হাসেন সবাই ॥ এর মত ভুত মোরা কভু দেখি নাই * হাসী দেখি বড় গোস্বা হইল ওম্মর ॥ বলে বেইমান ঝুটা কুফর বব্বর * লেখন পড়িয়া দেহ জবাব এখন ॥ মানুষ দেখিয়া হাস বিচার কেমন * শুনিয়া খুমার গিধি আগ বরাবর॥ কোথারে জামর আসি ধরে খাও এর*জামর রাক্ষস এক ছিল দরবারেতে ॥ উঠিয়া চলিল সেই ওম্মরে খাইতে * বলে এত তানা মার বাদশার খাতের ॥ ॥ কাঁচায় খাইব তোরে দরবার ভিতর * দেখিয়া ওম্মর ভাবে ঘটিল বালাই ॥ কেমনে রাক্ষস হাতে এড়াইয়া যাই * জাম্বিল হইতে টুপি দিলেন মাথায় ॥ গায়েব হইল কেহ দেখিতে না পায় * খুমার দেখিয়া বড় হৈল পেরেশান ॥ ওম্মর ওম্মিয়া তার নজদিকেতে যান * খুমারের আগে যায় শোটা লিয়া হাতে ॥ এক ঘুষী মারে তার ডাহিন বাজুতে * খুমার গোস্বায় দেলে ডাহিনে তাকায় ॥ আপন উজির বসি দেখিবারে পায় * গোস্বায় ভরিয়া গেল লাল হৈল আখি ॥ উজিরের ঘাড় ধরি মারে এক মুক্কি * শুন দাগাবাজ তুমি উজির আমার ॥ মোরে ঘুষা মার এত মগজ তোমার * উজির বলেন শুন বাদসা আলম্পানা ॥ তোমারে মারিব ঘুষা আমি কি দেওানা * বাম দিকে আর ঘুষা মারে আর বার ॥ খাইয়া ঘুষের চোট হৈল বেকারার * আপনার বাম দিকে তাকাইয়া দেখি ॥ বক্তারক বসে আছে খেচে মারে মুক্কি * বক্তারক হাসিয়া বলে শুন আলম্পানা ॥ ওম্মরের কাজ এই কর বিবেচনা * ওম্মর উম্মিয়া মর্দ্দ এয়ছা কাম করে ॥ আপনার তামাশা দেখায় সবা- কারে * আপনা ছেরের তাজ খুলিল ওম্মর ॥ হাক মারি বলে ওরে খুমার বব্বর * লেখন পড়িয়া দেহ জওাব নামার ॥ খুমার পড়েন খত দরবার মাঝার * আছিল খতের মাঝে এই সমাচার ॥ শুন খুটামার বলি কারণে তোমার * জামাল আমার নাম আরব সহরে ॥ আমির হামজার বেটা মালুম তোমারে * তোমার নিকটে হরমুজ দাগাবাজ ॥ এসে পানা লিল বে সরম বেলেহাজ * মারিল বাবাকে মেরা দাগায় ফেলিয়া ॥ লইব বাপের দাদ তাহারে মারিয়া * মহিমে হারিয়া হেথা ভাগিয়া আইল ॥ তোমার নিকটে গিধি লুকিয়া রহিল আপন ভালাই চাহ শুন তুমি বাত * হরমুজে লইয়া এসে মিল মেরা

সাথ * মোসলমান হও তুমি কুফরি ছাড়িয়া ॥ চালাও আপন দেশ তক্তেতে বসিয়া * নতুবা তোমার দেশ করিব বিরান ॥ মোসলমান না হইলে মরিবে নিদান * তামাম লস্কর তেরা গারত করিব ॥ তবেত জামাল নাম মম কহলাইব * আপন ভালাই চাহ শুন মেরা বাত ॥ মোসলমান হও তুমি এসে মেরা হাত * মহাম্মদ নবী ঠিক রছুল আল্লার ॥ তার দিন মানি সাহি কর আপনার * খুমার লেখন পড়ি জ্বলিল গোস্বায় ॥ উজিরের তরে গিধী এয়ছাই ফরমায় * সাজাও রাক্ষস আর ছেফা পাহালওান ॥ দোখব আরব জাতি বদিওজ্জামাল রাক্ষস খক্কস যত সঙ্গেতে যাইবে ॥ বিপক্ষের তরে তারা কাঁচায় খাইবে * এ কথা ওম্মর শুনি হইল বিদায় ॥ জামালের তরে আসি এই বাত কয় * জামাল কহেন চাচা ওম্মর ওম্মিয়া ॥ লস্কর তৈয়ার কর সেতাব করিয়া * এসহাক উদ্দিন কহে ভরসা আল্লার ॥ রাক্ষস জঙ্গির ছেফা আছে বেসোমার * জামাল মানুষ হৈয়া লড়িবে কেমনে ভালরে কলপনা করি রচিলে দাস্তানে *

রাজার হাট ময়দানে লড়াই হইবার বয়ান।

পয়ার ॥ জামাল আছেন হেথা রাজার ময়দানে ॥ বড়ঘাট সহরে আছে হরমুজ শয়তানে * রাক্ষস মানুষ সাজে জঙ্গের কারণ ॥ খুমার সাজেন আর খালিসা জাহান * দশ লাখ ছেফাই সাজে মর্দ্দানা বাঙ্গালী ॥ তুমড়ি লড়াই খেলি করে ঠেলা ঠেলি * সাজিল জয় পাল সাহা অগ্নি মুরতি ॥ সাজিল ক্রোধেতে মত্ত বিহারের পতি * মাচিন কোচিন সাজে কামিক্ষা যোগিনী ॥ ভুটিয়া চুটিয়া সাজে ডোম ও চামানী * নাগা কুকি সাওতাল জুয়াঙ্গ সবাই ॥ সাজিল চীনের সাহা নামে নান কাই * গারো ভুট খেচ সাজে করে কিচি মিচি ॥ ভুত ও ভুতানী সাজে প্রেত ও সন্নাসী * পৌছিল রাজার হাট খুমার নাদান ॥ নানা সুরে বাজা বাজে জঙ্গের ময়দান * ময়দানে হইল খাড়া বিকট মুরত ॥ উত্তরে সিংরিল যেন হেমালয় পর্বত * খুমার কহেন বাত লস্করের তরে ॥ এক পাহালওান গিয়া বদিও জামেরে গলায় কাপড় বান্ধি আনহ টানিয়া ॥ রাক্ষস জঙ্গিরে দেহ খাটকা

কসিয়া * পাহালওান এক ছিল বড় জোরওার॥ পঁয়তাল্লিশ গজ উচা শরীর তাহার * রঙ্গ তার কালা আর তিন সারি দাঁত॥ মহিষের মত দেহ দেখিতে কুৎসিত * ভুতি তার সাত গজ দাঁত তিন হাত॥ ময়দানে আসিয়া হাকে সে মুজি কমজাত * তাহার ছুরাত দেখি আরব্বি হয়রান॥ সাহসে করিয়া ভর চলিল ময়দান * বাহারাম ছালাম করি কহে জামালেরে॥ আমারে হুকুম কর দেখিব কাফেরে * জামাল কহেন যাহ শুপিনু খোদায়॥ কুফরে কাটিয়া ডাল নাই কোন ভয় * বাহারাম ময়দানে গেল ঘোড়া উঠাইয়া॥ কুফর ছামনে খাড়া হইল যাইয়া * বাহারাম গোস্বায় কহে কি নাম তোমার॥ বেনামে মরিবে কেন কহ সমাচার কুফির সওার কহে নাম আপনার॥ নেহায়ত নাম মম হই জোরওার * বাপ মোর খোসা চোচা কাল কুটে ঘর॥ দড়ি বাটী দাদা মেরা শুনহ খবর * হুচা বুচা পচা চাচা বড় জোরওার॥ দেড় শত ভাই মোরা শুন সমাচার * আমার জোরেতে করে খুমার বাদসাই কহরে আরব্বি তোর কিবা নাম হয় * বাহরাম কহে তারে নাম আপনার॥ আলম সহর বিচে বাদসাই আমার * শুনিয়া বাহরাম নাম হাসে বেইমান॥ বাহারাম২ নাম এ আর কেমন * না মিলে নামের মানি এছা কেন নাম॥ বাহারাম পুছে মানে লয়ে কিবা কাম * নেহা বলে শুন ভাই নাম মানি কহ॥ পয়দা শুনে নাম মানি রাখে বাপ মাই * দড়ি পাকাইতে ছিল বাটী কাটিবার॥ সে কারণে দড়ি বাটী নাম হৈল তার * শনিবারে পয়দা হৈল সুদারু হইল॥ শুক্রবারে শুকারু নাম মাতায় রাখিল * বুধ বারে বুদারু মঙ্গলে মঙ্গুলু হৈল॥ সোমবারে শাম নাম জাহের হইল * মাঘে মঘা চৈতে চৈতা আষাঢ়ে আষাঢ়ু॥ ফাগুনে ফাগুনা শ্রাবনে সাওনা ভাদরে ভাদুড়ু * শুনিয়া নেহার বাত হাসে বাহারাম॥ ভাতের জনম মাটী হায়ওানের কাম * এই সব বাত চিতে দিন গোজারিল॥ যার যে ডেরায় গিয়া দুজনে পৌছিল *

পয়ার॥ রাত ছোবে হৈল সাজে দুদলে ছেফাই॥ ময়দানে আসি নেহা করেন বড়াই * বাহারাম মর্দ্দ গেল জঙ্গের ময়দান॥ মারিল খেদঙ্গ তীর নেহা পাহালওান * হাতের আঙ্গুল দিয়া বাহা

রাম ধরিয়া ॥ মারিল হাজার মণি গোর্জ্জ উঠাইয়া * বাহারাম এমন জোরে গোর্জ্জ মেরে ছিল ॥ গোর্জ্জের ধমকে নেহা গুড়া হৈয়া গেল * দড়ি পাহালওান আইল ময়দানে হাকিয়া ॥ রহরে আরবি খাড়া মমিন লোড়িয়া * এয়ছা জোরে মারে লাঠী বাহারাম উপর ॥ লাঠীর আঘাতে হৈল বাহারাম কাতর * লাচার হইয়া গেল বাহারাম মর্দ্দানা ॥ দড়ী বীর মারে লাঠী হৈয়া দেওানা * বহুত কোশেসে রদ বাহারাম করিল ॥ হাজার মনের গোর্জ্জ দড়ীকে মারিল * দড়ী পাহা লওান তাহা ঢালে রদ করে ॥ ফিরিয়া মারিল লাঠী বাহারাম উপরে * বহুত কোশেসে রদ করিল বাহারাম ॥ সাবাস বাঙ্গালী বীর যার এয়ছা কাম * বাহারাম আজেজ হৈল দড়ীর কাছেতে ॥ বাহারাম মারেন নেজা দড়ীর পিছেতে * সেইত নেজার ঘায় কমিনা দড়ীর ॥ দেহ ছাড়ি চলি গেল যমের আগার * বাটী জোরওার দেখি দড়ীর আহ-ওাল ॥ গোস্বায় ভরিয়া গেল দোন আখি লাল * ময়দানে চলিল বাটী ঘোড়াতে ছওার ॥ পৌছিল যাইয়া বাহারাম বরাবর * বাহারামে মারে লাঠী জোরেতে খেচিয়া ॥ বাহারাম লিল লাঠী ঢালে উড়া ইয়া * পিটাপিটি তিন লাঠী মারে বাটী তায় ॥ লাঠীর ধমকে তার ঘোড়া মারা যায় * পেয়াদা হইয়া লড়ে বাহারাম মিয়া ॥ বাটীর উপরে গোর্জ্জ মারিল খেচিয়া * এই মতে লড়ে দোহে দোন জোরওার ॥ কেহ কারে নাহি পারে কারে জিনিবার * নিমাশাম কালে গোর্জ্জ বাহারাম মারিল ॥ বাটির মাথায় লাগি কুফি মারা গেল * শাম হৈল মৌকুফ লড়াই সেই দিন ॥ বারামদী পুত্র কহে এছহাক উদ্দিন *

পয়ার ॥ বেহান হইল যদি রাত পোহাইয়া ॥ দুদলে লস্কর সাজে মহিম লাগিয়া * খুমার কহেন ডাকি খালিসা কারণ ॥ শুন ওহে বেটা মোর ধড়ের জীবন * দড়ী বাটি লস্করের আছিল সর্দ্দার ॥ দুজনে পড়িল মারা মহিম মাঝার * আরবি মমিন যত বড় পাহালওান তাহা নৈলে হইবে কেন হরমুজ হয়রান * এবার অলস ছাড়ি দেহ ওগো বাবা ॥ ময়দানে দেখাও জোর নাই কোন সোবা * খালিসা পাইয়া ছিল মোহিনী আওরত ॥ মহিমে না যায় ছাড়ি তার মহব্বত কি করে বাপের কথা এড়াতে নারিয়া ॥ মহিমের সাজ করে সইসে ডাকিয়া * সহিস সাজায় ঘোড়া করিয়া সাজন ॥ লক্ষ টাকার

জীন বান্ধে করিয়া যতন ॥ একেত ভুটীয়া ঘোড়া করে হিন২ ॥ তার পরে তুলে বান্ধে হীরা মতি জিন * দানা খেলাইয়া দুখি ঘোড়া লিয়া গেল ॥ খলিসা পাইয়া ঘোড়া সওয়ার হইল * যেয়ছা ঘোড়া তেয়ছা যোড়া তেয়ছা পাহালওান ॥ কাল রঙ্গ দেখি তার আলম হয়রান * ডান বামে চলে তাহে রাক্ষস যতেক ॥ খাইতে আরব্বি মাংস দেলে বড় খোস * খালিসা পৌছিল গিয়া ময়দান উপর ॥ হাক মেরে বলে ওরে আরব্বি বব্বর * মরিবার সাধ যার আছে মহিমেতে ॥ সেতাবি হাজের হও মেরা তেগ নীচে * আরব্বির গোস্ত কেয়ছা বড়া মজাদার ॥ চাখিতে লস্কর মেরা আছে বেকারার * সাহাবাজ নামে এক রোখামি পাহালওানে ॥ জামে কহে গেল রাজা হাট ময়দানে * মোকাবেলা হৈল গিয়া আগে খলিসার ॥ খলিসা মারিল তেগ উপরে তাহার * ছেরে ঢাল দিয়া রদ করিতে আছিল ॥ ঢালকে কাটিয়া তেগ জমিনে বসিল * ঘোড়ার সহিতে গেল হৈয়া চারিখান ॥ কিচি মিচি করি তাহা দেখে রাক্ষসান জাহাবাজ নামে আর এক জোরওার ॥ ঘোড়া উঠাইয়া গেল ময়দান মাঝার * সেহবি মরিল মারা খলিসার হাতে ॥ বসিয়া রাক্ষসগণ খায় খোসালিতে * এই মতে তিন শত আরব্বি পাহালওান ॥ খালি-সার হাতে মরে রাক্ষসের জলপান * দেখিয়া বদিওজ্জামা কাপিতে লাগিল ॥ মহিমে যাইতে মর্দ্দ সাজিতে লাগিল * আবুওল মাজন কহে জামাল হুজুরে ॥ রহ দাদা আমি যায় ময়দান মাঝারে * বদিও-জ্জামাল কহে রহ ভাই জান ॥ দেখিব খলিসা বীর কেয়ছা পাহাল-ওান * আবুওল মাজন তবু না শুনিয়া মানা ॥ ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ্দ হইল রওানা * আট রেকাবের উচা ঘোড়া জোরওার ॥ হাওায় মিশিয়া গেল ময়দান মাঝার * খলিসা পাহালওান যথা আছিল ময়দানে ॥ আবুওল মাজন খাড়া হইল সেখানে * দাগাদিয়া হারাম খোর খলিসা কুফর ॥ নেজা ঘুমাইয়া মারে মাজন উপর * মাজন নেজার ফল ধরে বাম হাতে ॥ খলিসা খসায়ে ছড় মারে কোমরেতে হেকমত হুনুরে রদ খলিসা করিল ॥ সাবাস খলিসা বীর তোরে দেখা গেল * তার পরে গোর্জ্জ লিয়া খালিসা নাদান ॥ আবুল মাজন ছেরে মারে শয়তান * মাজন করিল রদ ঢাল দিয়া ছেরে

াফরিয়া মারিল গোর্জ্জ খলিসা উপরে * খলিসা করিল রদ ছেরে দিয়া ঢাল ॥ এই মত গোর্জ্জ বাজি দোহে মস্ত হাল * কেহ কারে নাহি পারে সমান২ ॥ তলওয়ারে২ লড়ে কামানে কামান * তীরেন্দাজী কোমর বন্ধ পাছড়া পাছড়ি ॥ ঠেলা ঠোল ধাক্কা ধাক্কী আর হুড়া হুড়ি তার পরে ফাসি হাতে লিয়া দুই জন ॥ ফাসির লড়াই যে হইল কতক্ষন * এইরূপে লড়ে দোহে ময়দান মাঝার ॥ দুদল লস্করে দেখে তামাসা দোহার * গোস্বায় খালিসা হৈল দেওানা আকার ॥ আবুল মাজনে নেজা মারে দুরাচার * আচানক কোমরে নেজা লাগে মাজনের ॥ জমিনে পড়িল মর্দ্দ জ্বলন খাতের * সেতাবি খলিসা তার বসিল বুকেতে ॥ হাত পায় বান্ধে গিধী দেল খোসালিতে * মাজন তরেতে পুছে খলিসা নাদান ॥ কিবা তেরা নাম কহ আরবি জওান * আবুল মাজন কহে নাম আপনার ॥ বদিওজ্জামার পোতা খাওারেতে ঘর * এদিকে রাক্ষস ছিল চৌদিকে বেড়িয়া ॥ খাইতে মাজন তরে আইল নাচিয়া * খলিসা রাক্ষসে কহে শুন সমাচার ॥ বদিওজ্জামার পোতা এই জোরওার * দেখাব বাবাকে আমি না দিব খাইতে ॥ জামাল পড়িলে ধরা খাবে এক সাথে * এ বলিয়া মাজনেরে বান্ধিয়া লইল ॥ খুমারের আগে গিয়া হাজির হইল * দেখিয়া খুমার গিধি মাজন কারণ ॥ গোস্বায় ভরিয়া কহে কমিনা লাইন * রাক্ষস সামনে দেহ খাইবে চিবিয়া ॥ তামাসা দেখিব আমি খোসাল হইয়া * খালিসা বলেন বাবা যোনাছেব নয় ॥ জামাল পড়িলে ধরা খোওাবে দোহায় * জামালের পোতা এই সাহা খাওারের ॥ মনিব রহিতে কেনে দুঃখ চাকরের * এ বলিয়া বন্ধখানায় মাজনেরে দিল ॥ সাদিয়ানা জয় ডঙ্কা বাজাতে কহিল * দেখিয়া বদিওজ্জামা হাল মাজনেরে ॥ বেহুস হইয়া গিরে জমিন মাঝারে * কতক্ষন পরে হুস পাইল জামাল ॥ দেখেন লস্কর যত কান্দেন বেহাল * রাত হৈল কেমনেতে যাবে মহিমেতে ॥ সারা রাত রহে সবে রোনা পিটনাতে * এসহাক উদ্দিন কহে মরজি আল্লার ॥ মকরুল্লা মাকেরিন কোরাণ মাঝার * খোদার মকর ভাই কে বুঝিতে পারে ॥ অপার মহিমা তার কোদরতের পরে * কবির কলপনা পুথি কয়েদ মাজন ॥ বারামদ্দী পুত কহে জামা বিবরণ *

খালিসা পাহালওান কয়েদ হইবার বয়ান ॥

পয়ার ॥ বেহান হইল যদি রাত পোহাইয়া ॥ খলিসা কুদিয়া এল হাসিয়া হাসিয়া * আরব্বি২ বলে লাগিল হাকিতে ॥ আয়রে বদিওজ্জামা মেরা সামনেতে * রাক্ষস আনিনু সাথে তোমার কারণে খাইতে তোমার হাড়্যি বড়া সাধ মনে * বদিওজ্জামাল দেখি খলিসার তরে ॥ গোস্বা হৈয়া চড়ে মর্দ্দ ঘোড়ার উপরে * দেলে দর্দ্দ মুখে খালি করে হায়২ ॥ এলাহি ভাবিয়া মর্দ্দ মাহমেতে যায় * রণভুমে যেয়ে ঘোড়া হিন২ ডাকে ॥ নব মেঘ পেয়ে যেন বিজলি কড়কে * ঘোড়ার শুনিয়া হাক খলিসা নাদান ॥ জামাল আইল বলি করে অনুমান * জামাল হইল খাড়া খালসার আগে ॥ জামালের হাক শুনি দেও দান ভাগে * আছিল রাক্ষস যত সাথে খালিসার ॥ ভাগিয়া সবেতে গেল জঙ্গল মাঝার * একেলা খালিসা খাড়া জামন মাঝার ॥ বদিওজ্জামাল খাড়া তার বরাবর * খালিসা জামালে কহে কি নাম তোমার ॥ মহিমেতে চাহ আম বদিওজ্জমার * বদিওজ্জা-মাল কহে নাম আপনার ॥ আরব্ব সহরে ঘর ফরজন্দ হামজার * গোস্বায় খালিসা গিধী আগ বরাবর ॥ গোর্জ্জ উঠাইয়া মারে জামাল উপর * জামাল করিল রদ ছেরে দিয়া ঢাল ॥ গোস্বায় অজুদ কাঁপে দোন আাখ লাল * এয়ছাই হেকমতে মারে তলওার খেচিয়া ॥ খালিসার ঘোড়ার পাও ফেলিল কাটিয়া * পেয়াদা হইল গিধি খালসা নাদান ॥ খালিসা পরেতে গোর্জ্জ মারেন জামান * খালসা করিল রদ হুনর করিয়া ॥ জামার ঘোড়ার পাও কাটিব বলিয়া * জামাল ঘোড়াকে পিছে সেতাবি রাখিয়া ॥ খালিসা উপরে মারে তলওার খেচিয়া * খালিসা করেন রদ হেকমত কারণ ॥ জামালে মারিল তেগ জোরেতে আপন * জামাল করিল রদ ছেরে দিয়া ঢাল এই মতে তেগবাজি দোহে মস্ত হাল * তীরেন্দাজি কোটি বন্ধি তলওারে২ ॥ তলওার করাত হৈল মহিম উপরে * বহুত কোশেস করে বাদওজ্জামাল ॥ না পারে জোনতে সাহা হয়রান হৈল * জামা হয়রান হয়ে না পারে জিনিতে ॥ আরব্বি কালামে কহে ওম্মরের সাথে * জামাল বলেন চাচা ওম্মর উম্মিয়া ॥ হাকি আাম লস্করে

খবর দেহ গিয়া * ওম্মর ছেরের তাজ উড়াইয়া দিল ॥ আরব্ব লস্কর তাহা দেখিতে পাইল * তামাম সেফাই রুই দিল দুই কাণে ॥ তামাম ঘোড়ার হানা বান্ধে জনেং * হেথায় আছমানি হাক জামাল হাকিল আড়ে দিকে ষোল কোশ জাহের হইল * দরিয়া পাহাড় কাঁপে জমিন আসমান ॥ বাঘ ও ভালুক ভাগে বাচাইয়া জান * লাখেং হাতী ঘোড়া ছওয়ারি ডালিয়া ॥ পলাইয়া যায় নিজ পরাণ লইয়া * হাকের আওয়াজে হৈল বেহুস খালিসা ॥ জামাল ঘুমায় ছেরে মাকশার খোসা * চিল যেছা বাচ্ছা লয়ে উড়াইয়া যায় ॥ জামাল খালি- সারে তেছা ছেরেতে ঘুমায় * গোস্বায় বদিওজ্জামা কাঁপে থরেং ॥ জামনে ফেলিয়া বান্ধি গুপিল উম্মরে * ওম্মর লইয়া তারে দিল বন্ধখানা ॥ খালিসা হইল বন্দি বিধির ঘটনা * খালিসা হইল বন্দি হরমুজ দেখিয়া ॥ খুমার সাহাকে কহে হাত ইশারিয়া * নাহক একেলা লড়ে হবে পেরেশান ॥ জামাল বালাই বড় আরব্বি জওয়ান একেং লড়াই করিয়া কাম নাই ॥ একেবারে ঘিরে মার মোমিন সবাই খুমার শুনিয়া তাহা করিল কবুল ॥ লস্করে হুকুম করি দিল নামাকুল খুমার আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ আরব্ব লস্কর যত মার খেদা- ড়িয়া * দেওানার মত হৈল খুমার শয়তান ॥ কুড়ি লাখ ছিল সেফা বড়া পাহালওয়ান * একেবারে জামালেরে ঘিরে চারি ধার ॥ জামাল দেখিয়া তাহা আগ বরাবর * হাকিল আছমানি হাক জামাল জাহান ॥ হাকের আওয়াজে কাঁপে জমিও আছমান * শের নর ভালুক ডরেতে পালায় ॥ ভয়ে অজাগর সাপ গাড়াতে সান্ধায় * তোলপাড় পড়ে গেল রাজার ময়দান ॥ ভাটি দরিয়ার পানি ধরিল উজান * জামাল আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ কুফর লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * জামালের হাক শুনি আরব্বি সবাই ॥ কুফরের দল বিচে পড়িল সবাই * সর্প যেন সান্ধাইল মেড়ুকের পালে ॥ তেছাই আরব্বি সেফা কুফরের দলে * জামাল খুলিয়া লিল দু হাতে তলওয়ার ॥ সৌখিন ঘোড়ার পরে আছেত সওয়ার * নেজা গোর্জ্জ তীর ও কামান ফাসি লিয়া ॥ চলিল মর্দ্দানা হালে কুফর কাটিয়া * কচুর বাগান মত কাটিয়া চলিল ॥ বাউভরে চারি দিকে ঘুমিতে লাগিল * আলীর দুল দুল সম জামালের ঘোড়া ॥ লাফে কুদে চার

দিকে নাহি রহে খাড়া * কখন ডাহিনে কাটে বামেতে কখন ॥ কখন সামনে কাটে পিছেতে সঘন * চারি দিকে কুদে কাটে যেয়ছা ভাতি চাক ॥ কুফর কাটিয়া চলে পড়ে লাখে লাখ * চারি দিকে তেগবাজি করিতে লাগিল ॥ হাজার২ সেফা গিরিতে লাগিল * যেখানেতে খোমারের রাক্ষস লস্কর ॥ তেগ মেরে চলে সাহা সবার উপর * গোস্বা ভরে তেগ জোরে মারিয়া গেরায় ॥ দলে দলে মেরে চলে নাহি ছাড়ে কায় * দফা দফা ছাফ করে ঘোড়া বেড়ি দিয়া ॥ যে আইল না ফিরিল জান বাচাইয়া * কারে ধরে বাও ভরে ফেকে দেয় দুরে ॥ মারে লাথি গিরে হাতী জমিন উপরে * সৌখিন ঘোড়া মারে যোড়া যে আসে পিছেতে ॥ মারা গেল কত লোক ঘোড়ার লাথিতে * চাক হেন ঘোরে যেন জামাল সর্দ্দার ॥ দেখে বন্দ লাগে ধন্ধ কুফর সবার * এইরূপে কত শত জামাল জাহান ॥ গেরাইল কত লোকে না হয় বয়ান * আবুওল কাছেম আর বাহরাম পাহালওান ॥ কুফর কাটিয়া চলে নাহিক বয়ান * দুহাতে ধরিল তেগ দাঁতেতে লাগাম ॥ এক চোটে দশ বিশ ভেজে জাহান্নাম * বাউভরে কুদে ফিরে কাটেন কুফর ॥ লহুতে ছয়লাব হৈল ময়দান উপর * নেজা গোর্জ্জ তলওারে কাটেন কুফর ॥ তাহার হেছাব জানে পাক পরওার * অবিরল ধারে কত কাটিয়া চলিল ॥ মানুষ লহুতে নদী ময়দান হৈল * কাটা ধড় লহু বিচে ফেরে সাতারিয়া ॥ এই হালে কুফি কাটে মুণ্ড মালা লিয়া তের লাখ আরবি কুফর পরে ধায় ॥ হাজার২ কুফি কাটিয়া গিরায় * বিশ লাখ কুফি আর আর্বি তের লাখে ॥ দুই দলে এক হৈল কেচেনে কাহাকে * হাড়িয়া কোনতে মেঘ করে গুড়২ ॥ তেয়ছাই কাফের মরে করে হুড়২ * হুড়২ গুড়২ শব্দ ভয়াঙ্কর ॥ জামালের হাকে জমি করে তোলপাড় * মার২ ধর২ হাকের আওাজ ॥ কুফর কাটিয়া চলে যেয়ছা ভাতি বাজ * মারে তেগ বেদেরেগ কিকব বয়ান ॥ এক২ আরবি সেফা আজরাইল সমান * ছয় দিন ছয় রাত বদিও-জ্জামাল ॥ রাজার হাটেতে লড়ে হৈয়া মস্তহাল * জামাল আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ কুফর লস্কর যত মার বেড়ি দিয়া * হুকুম পাইয়া জোর বাড়ে দশগুণ ॥ দেওানার মত যত কুফি করে

খুন * খুমার হেথায় কহে নকিব কারণ॥ মৌকুফি বাজনা তুমি বাজাও এখন * নাহক মানুষ মরে সমর বিচেতে॥ রাক্ষস পাঠাব কাল জামালে বধিতে * শুনিয়া নকিব ডঙ্কা বাজাইয়া বলে॥ মহিম করহ বন্ধ কাল হবে সোলে* জামাল আপন লোকে সাথে করি লিয়া॥ আপন ডেরায় মর্দ্দ পৌছিল আসিয়া * আবুওল কাছেম আর বাহরাম মকবেল॥ আবুওল মাজন লাগি সবে গম দেল * লাচারিতে খানা পিনা পাকাইয়া খায়॥ এসহাক উদ্দিন কহে সবাকার পায় * সাইরির ভুল চুক আর ছোহ খাতা॥ দয়া করে গোনাগারে করিবেন আতা *

বদিওজ্জামালের সহিত রাক্ষসের লড়াই হইবার বয়ান।

ত্রিপদী॥ খুমার মাকানে গিয়া, হরমুজেরে বোলাইয়া, কহে বাত আজিজি হইয়া॥ জামাল বড়ই ধির, তার সম নাহি বীর, মোকাবেলা করিবে যাইয়া * মানুষ কতেক লড়ি, নাহক যাইবে মরি, এই বার রাক্ষস পাঠাই॥ রাক্ষস খক্ষস হাতে, না বাঁচিবে কোন মতে, জামালেরে খাইবে কাঁচাই * এ বলিয়া খুটামারা, হুকুম করিল সারা, যত ছিল রাক্ষস গণের॥ বেটার শোকেতে ভারি, পেরেশান হৈয়া তারি, তোমরা জামালে কর জের * আরব্বি সবারে এবে, যেখানে যে পাবে খাবে, তাহাতে যে আমি বড়া খুসি॥ লেকিন জামাল তরে, কাচায় খাইবে তারে, আমার সামনে খাবে বসি * রাক্ষস যতেক ছিল, শুনি নাচিতে লাগিল, হুহু করি চলিল ময়দান॥ কিচি মিচ রব করে, চলিল ময়দান পরে, যেখানেতে আছেন জামান * ওমর জামালে কয়, দেরি করা ভাল নয়, ঐ দেখ রাক্ষস আইল॥ মেছ গার নাগা কুকি, আসিতেছে ঝিকি মিকি, আর যত জওান সাওতাল কাহার লেবাছ নাই, লাঙ্গা হালে যে সবাই, আসিতেছে হয়ে বদ হাল * মা বাপ মরিলে কার, বাটিলয় সবাকার, খুসি হালে খায়ত বসিয়া॥ বাপ যদি বুড়া হয়, উচাতে চড়ায়ে দেয়, লাঠ দিয়া দেয় গড়াইয়া * মাটীতে পড়িয়া মরে, সবে বসি খায় তারে, রাক্ষস এমন নামাকুল॥ বদিওজ্জামাল শুনি, সাজি চলে গুণমনি, সঙ্গে চলে

কাছেম মকবেল * বাহারাম আজমি অল, আর যত ছেফা ভাল, দু হাতে তলওার আর তীর ॥ পিঠে বুকে ঢাল বান্ধা, নাই কোন সোবা ধান্ধা, রাক্ষসেরা নহে তেছা বীর * কেবল পাথর হাতে, ফেকে মারে শরীরেতে, তাহা বিনে আর কিছু নাই ॥ জামাল হাকিয়া তায়, আপন লস্করে কয়, ঘিরে মার রাক্ষস সবাই * হেট মুখ হৈয়া সবে, তলওার চালাও এবে, দোন হাতে চালাও তলওার ॥ দাঁতেতে লাগাম ধরি, কুদে ফিরে ঘোড়া বেড়ি, রাক্ষসেরে বলে মার২ * ঘোড়ার ছুমের টাপে, ধমকে জমিন কাঁপে, আছমানেতে উঠে তার ধুল ॥ রাক্ষস কতেক তাই, আসিয়াছে ওড় নাই, যতেক রাক্ষস নামাকুল * জামের হুকুম পরে, কাছেম পাহালওান জোরে, বাহারাম আজমি জোরওার ॥ দু হাতে তলওার লিয়া, দাঁতেতে লাগাম দিয়া, কুদে পড়ে রাক্ষস মাঝার * কলার বাগান মত, কাটে রাক্ষসের জাত, ঝাকে২ গিরিছে রাক্ষসে ॥ রাক্ষস পাথর লিয়া, ঢেলা মারে তাকাইয়া,কার গায় নাহি লাগে এসে * জামাল দোহাত জোরে রাক্ষস খক্ষসে মারে, কাটে যেন কলার বাগান ॥ আবুওল কাছেম ফির, কাটি চলে লক্ষ শির, মকবেল বাহরাম জওান * ঘোড়ায় চড়িয়া যায়, হাকেতে পরাণ হায়, অচেতন রাক্ষস সবাই ॥ গোস্বায় আরব্বি তায়, রাক্ষস কাটিয়া যায়, রাক্ষসের হুস গোস নাই * যাহারা হুসেতে ছিল, সেই জন পালাইল, দুপ্রহরে একজন নাই ॥ পাহাড়ের খালে গিয়া, জান মান বাচাইয়া, জঙ্গলেতে ছাপিল সবাই * রাক্ষসের আওলাদ জাতে, আজি রহে পাহাড়েতে, পালাইল বাঁচাইয়া মান ॥ হেথায় জামাল মিয়া, আরব্ব লস্কর লিয়া, নদিতে গোসল জন্য যান * নামাজ আদায় করি, খানা খেয়ে শোয় পড়ি, আরাম করেন ভাবনাতে ॥ মাজন লাগিয়া মর্দ্দ, মুখে হায়২ দর্দ্দ, নিন্দ নাহি হয় সারা রাতে * এসহাক উদ্দিন কয়, জামালের ফতে হয়, হরমুজ ভাগিল কোন পথে ॥ ত্রিপদী লিখিতে গেলে, সময় নাহিক মেলে, একারণে রচি পয়ারেতে *

প্রথম খণ্ডের বাব হইল তামাম।
নীচেতে দ্বিতীয় খণ্ড যাহা লিখিলাম ॥

দাস্তান বদিওজ্জামাল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বদিওজ্জামালের সহিত খুমারের লড়াই হইবার বয়ান ॥

পয়ার ॥ রাক্ষস পড়িল মারা খুমার দেখিয়া ॥ বহুত কান্দেন সাহা তক্তেতে বসিয়া * হরমুজেরে নাই পায় করিয়া নজর ॥ শুনে পালাইয়া গেল খোলাহাটি সহর * নামেতে আজাদ বাদসা বোরহানা শ্বশুর ॥ বড়া জবরদস্ত বাদসা জাহানে মাশুর * শুনিয়া খিমার অতি হৈল পেরেশান ॥ খালিসা কারণে কান্দে অঝর নয়ন * হায় বেটা তেরা জোরে সুখেতে কাটাই ॥ তামাম মুল্লুকে ফিরে আমার দোহাই বহুত কান্দিয়া বাদসা করিল সাজন ॥ মহিমেতে হেকে চলে রাজায় আপন * ময়দানে হৈল খাড়া বিকট মুরত ॥ উত্তরে দাড়াল যেন হেমালয় পর্ব্বত * খুমার পৌছিল যদি ময়দান বিচেতে ॥ বদিওজ্জামাল তাহা পাইল দেখিতে * গোস্বায় জ্বলিয়া মর্দ্দ হাকে বড়া হাক ॥ মকবেল হলব্বি তরে কহে দিয়া ডাক * সেতাব করিয়া আন পোষাক হাতিয়ার ॥ দেখিব খুমার গিধি কেয়ছা জোরওার * এসমাইল নবির আছিল পিরাহান ॥ পিন্ধিল জামাল তাহা ভাবিয়া সোবহান * দাউদ নবীর জেরা পিন্ধিল শরীরে ॥ হুদ পয়গম্বরের তাজ দিল ছের পরে * আছিল কোমর বন্ধ এসহাক নবির ॥ পছন্দ করিয়া তাহা বান্ধিলেক বীর * ছালে পয়গম্বরের মোজা পরিল পায়েতে ॥ সোলেমান নবীর কামান লিল হাতে * ঘোড়ার হানায় তুলে লিল গোর্জ্জ খান ॥ যে গোর্জ্জ বান্ধিত আগে শাম নুরিমান * সৌখিন নামেতে ঘোড়া মাঙ্গাইয়া লিল ॥ খোয়াজ খেজের রশি কোমরে বান্ধিল* আবুওল মাজন লাগি করে হায়২ ॥ কান্দিতে২ জামা মহিমেতে যায় * রণ ভুমে যায় ঘোড়া হিন২ ডাকে ॥ নয়া মেঘ

পেয়ে যেন বিজলী কড়কে * ঘোড়ার শুনিয়া হাক খুমার নাদান ॥ জামাল আইল বলি জানিল শয়তান * জামাল হইল খাড়া খুমারের আগে ॥ জামার হাকের চোটে দেও দান ভাগে * খুমার জামালে কয় কিনাম তোমার ॥ জামাল কহিল তারে নাম আপনার * খুমার কহেন আরে তোর নাম জাম ॥ তেরা ডরে হরমুজ ভাগেন মোদাম এবে তুমি মেরা হাতে মরিবে নিশ্চয় ॥ সামাল এ গোর্জ্জ আমি মারিহে তোমায় * এতেক বলিয়া গোর্জ্জ মারিল কুফর ॥ জামাল ধরিল ঢাল ছেরের উপর * এমন জোরেতে গিধি গোর্জ্জ মেরে ছিল তামাম বাঙ্গালা লিয়া আওাজ পৌছিল * সৌখিন নামেতে ঘোড়া ধমকের চোটে ॥ কাঁপিতে লাগল সেহ মুখে লহু উঠে * জামাল বলেন শুন খুমার কুফর ॥ আর দুই গোর্জ্জ মার আমার উপর * শুনিয়া খুমার ফের দুই গোর্জ্জ মারে ॥ জামাল করিল রদ ঢাল ধরি ছেরে * এয়ছাই জোরেতে গিধি গোর্জ্জ মেরে ছিল ॥ বদিওজ্জামার গায় পছিনা ছুটিল * শাম নুরিমান গোর্জ্জ জামাল লইয়া ॥ খুমার উপরে মর্দ্দ মারিল খেচিয়া * জামাল এমন জোরে গোর্জ্জ মেরে ছিল ॥ এক চোটে খিমারের ঘোড়া মারা গেল * ঘোড়া মারা গেল যদি গিরিল জমিনে ॥ তলওার খুলিয়া ধায় জামালের পানে * জামাল সেতাবি ঘোড়া রাখিয়া পিছেতে ॥ খেচিয়া মারিল গোর্জ্জ খিমারের মাথে * এয়ছাই জোরেতে গোর্জ্জ মারিল জামান ॥ লাগিলে পাহাড় পরে হৈত খান২ * বদিওজ্জামার গোর্জ্জ ঢালে রদ করে ॥ আগুন উঠিল তার ঢালের উপরে * আর এক গোর্জ্জ তারে মারিল জামান ॥ ঢালেতে করিল রদ খুমার বেইমান * খুমার ওয়ার করে জামাল পরেতে ॥ জামাল লিলেক তেগ উড়িয়া ঢালেতে * চারি আঙ্গুলের দলে কাটা গেল ঢাল ॥ গোস্বায় অজুদ কাঁপে দোন আখি লাল * এয়ছাই জোরেতে ঢাল ঝাড়ে পাহালওান ॥ জমিনে গিরিল তেগ হৈয়া খান২ * গোস্বায় খুমার গিধি আগ বরাবর ॥ মুঠ উঠাইয়া মারে জামাল উপর * চাবুক মারিয়া তাহা জামাল রোখিল জমিনে গিরিল মুট ওম্মর দেখিল * তাকিদ রাখিল মুঠ জাম্বিল ভিতর ॥ খুমার বলেন বাত শোনরে ওম্মর * সোণা রূপা লালমতি

মেরা মুঠে খানি ॥ ভাল চাহ ফিরে দেহ না কর শয়তানি * এবাতে ওম্মর হাসে খুমার দেলগির ॥ ওম্মর ওম্মিয়া পরে খেচে মারে তীর * ওম্মর ওম্মিয়া পাতে কাগজের ঢাল ॥ কুদ্বে উঠে একবারে হয়ে মহাকাল * পাওতলে দিয়া গেল তীর রদ হৈয়া ॥ খুমার উপরে মারে পাথর ফেকিয়া * কুদে উঠে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ খুমার বলেন দেলে এ বড় বিপাক * ওম্মর ওম্মিয়া বলে শুনরে পাগল ॥ লড়াই ভুমের চিজ আমার দখল * কখন না পাবে মুঠ শুনরে খুমার ॥ মুঠের খেয়াল ছাড় ওরে দুরাচার * জামাল হাকিয়া বলে খুমারের তরে ॥ মর্দ্দমি থাকেত আইস মেরা বরাবরে * খুমার গোস্বায় জ্বলি অন্য তেগ লিয়া ॥ বদিওজ্জামার পরে মারিল খেচিয়া * ঢালে উড়াইয়া লিল বদিওজ্জামান ॥ জোরেতে মারিল গোর্জ্জ যেন নুরিমান * হাজার মনের গোর্জ্জ মারে ছের পরে ॥ খুমার কমজাত তবু আহা নাহি করে * বহুত কোশেস করে বদিওজ্জামান ॥ না পারে জিনিতে জাম হইল হয়রান * খুমার কমজাত গিধি নেজা লিয়া হাতে ॥ বদিওজ্জামাল পরে উঠায় মারিতে * জামাল নেজার ছড় সেতাবি ধরিল ॥ জোরেতে টানিয়া ছড় ছেনাইয়া লিল * ফলা খসাইয়া ছড় মারে ঘুমাইয়া ॥ খুমার করিল রদ হেকমত করিয়া * তার পরে দুই জনে ফাসি লিয়া হাতে ॥ ফাসির লড়াই দোহে লাগিল করিতে * ফাসিতে২ লড়ে দুই পাহালওান ॥ টুটিল দোহার ফাসি হৈয়া খান২ * তার পরে ধরে দোহে কোমরের দেওাল ॥ টানা টানি কসা কসি দোহে মস্ত হাল * কোমর ধরিয়া দোহে করে এত জোর দোন ঘোড়া হাটু পাতে জমিন উপর * জামাল হয়রান হৈল না পারে জিনিতে ॥ আরব্বি কালামে কহে ওম্মরের সাথে * জামাল বলেন চাচ্চা ওম্মর ওম্মিয়া ॥ হাকি আমি লস্করে খবর দেহ গিয়া * ওম্মর ছেরের তাজ উড়াইয়া দিল ॥ আরব্ব লস্কর তাহা দেখিতে পাইল * তামাম ছেফাই রুই দিল দুই কাণে ॥ তামাম ঘোড়ার হানা বান্ধে জনে২ * হেথায় আসমানি হাক হাকিল জামান ॥ আসমান হইতে যেন পড়িল ঝনঝন * যত দুর যায় তার হাকের আওাজ ॥ আসমান থাকিয়া যেন গিরে গেল বাজ * দরিয়া পাহাড় কাঁপে জমিন আসমান ॥ বাঘ ও ভালুক ভাগে বাচাইয়া জান * লাখে২

হাতী ঘোড়া ছওয়ারি ডালিয়া ॥ পলাইয়া যায় তারা পরাণ লইয়া * হাকের আওয়াজে হৈল বেহুস খুমার ॥ ছেরেতে ঘুমায় তারে জোম জোরওয়ার * চিল যেয়ছা নাখুণে বাচ্চা লিয়া যায় ॥ খুমারের তরে তেয়ছা জামাল ঘুমায় * ঘুমাইয়া ছের পরে হাতে হাতে তায় ॥ ওস্মরে শুপিয়া দিল বন্ধ খানা দেয় * খুমার পড়িল ধরা জামালের হাতে ॥ কুফর লস্কর তাহা পাইল দেখিতে * জয়পাল কুফিয়ান সিকিস জাহান ॥ নানকাই সাংহিন দলাই খাকান * হুকুম কারিয়া দিল তামাম লস্করে ॥ একেবারে চারি দিকে ঘির জামালেরে হুকুম পাইয়া যায় তামাম কুফর॥একেবারে ঘিরে তারা জামে চারি ওর জামাল দেখিল ঘিরে আইল কুফরে ॥ হাকিল আসমানি হাক আরবের শেরে * জামাল আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ কুফর লস্কর যত মার পাছাড়িয়া * হুকুম পাইল যদি জামাল ছেফাই ॥ কুফরের দলে কুদে পড়িল সবাই * হুড়া হুড়ি বড় জঙ্গ কুফরের সাথ ॥ বাধিল এসাক কহে দাস্তানের বাত *

পয়ার * লাখে২ আসওয়ার কুফর ছেফাই ॥ জামালের দিকে ছোটে মারিতে সবাই * জামাল খুলিয়া লিল দুহাতে তলওয়ার ॥ সৌখন ঘোড়ার পরে হইয়া সওয়ার * বাউভরে ঘোড়া পরে জামাল হাকিল ॥ বেসোমার কুফরেরে কাটিতে লাগিল * দু হাতে তলওয়ার মারে জামাল মর্দ্দানা ॥ চলিল সৌখিন ঘোড়া হইয়া দেওয়ানা * কুফর লস্কর ভারি নাহি তার ওর॥জামাল কাটিয়া যায় করি বড়া জোর হাক মারি তেগ ঝাড়ে হাজার২ ॥ এক চোটে কত কাটে কে করে সোমার * কুদে উঠে হাও ভরে বিজলির চাক ॥ কুফর লস্কর কাটে পড়ে ঝাকে ঝাক * আবুল কাসেম আর বাহারাম জওান ॥ রোখানি খাওারি আর যত পাহালওান * বাও ভরে কুদে ফিরে এরাক জোর ওার ॥ বেদেরেগ কুফি কাটে আল্লাহো আকবার * নেজা গোর্জ্জ তরবারি কত শত লিয়া ॥ লহুতে ছয়লাব কৈল যেমন দরিয়া * চারি দিকে কাটি চলে একেক পাহালওান ॥ কুফর কাটেন যেন কপির বাগান * মস্ত হালে মর্দ্দমিতে মারে তলওার ॥ কুফর কাটিয়া চলে হাজারে হাজার * সৌখিন ঘোড়ার পরে জামাল জাহান ॥

কুফর কাটেন যেন মানের বাগান * দাঁতেতে লাগাম দোন হাতে তলওার * কুদে ফিরে শুন্য ভরে বিজলির চাক ॥ কুফর লস্কর ভাগে দেখিয়া বিপাক * মার২ মুখে বলে কুফি কাটি যায় ॥ জামালের হাক শুনি কাফের পালায় * পিছেতে আরব্ব ছেফা চলিল হাকিয়া ॥ লহু নদী বহাইল কুফর কাটিয়া * পালায় কুফর যত ফিরে নাহি চায় ॥ আপন এগানা বলি ফিরে না তাকায় * নানকাই সাংহিন দলাই খাকান ॥ পলাইয়া গেল নিজ লইয়া পরাণ * আর যত বাদসা পোস্তপানা এসে ছিল ॥ জান লিয়া নিজ দেশে পলাইয়া গেল * আবুল কাছেম হাতে জলপাই সাহা ॥ মহিমে পড়িল ধরা এলাহির চাহা * বেহারের সাহা জয়পাল জোরওার ॥ বাহারামের গলে ফাসি দিল দুরাচার * টানিয়া লইয়া যায় জামাল দেখিয়া ॥ হাকিয়া আসমানি হাক ঘোড়া উঠাইয়া * পৌছিল জয়পাল আগে জামাল মর্দ্দানা ॥ বলে থোড়া ঘড়ি রহ কাফের বেদানা * জয়পাল দেখে গোস্বা আগ বরাবর ॥ চাহেকি উঠায় ছোরা মারে জামা পর জামাল করিল রদ হেকমত হুনুরে॥কুদিয়া কোমর তার ধরিল আখেরে হাকিয়া আসমানি হাক ছিরেতে ঘুমায় ॥ জমি পরে ডেলে তারে বান্ধে হাত পায় * বাহারাম তরে লিল খালাস করিয়া ॥ জয়পালে ওম্মর দিল বন্ধ খানা লিয়া * হেথায় আরবি ছেফা জোরেতে হাকিয়া বড় ঘাট সহরেতে গেল রেগা দিয়া * দেখিয়া লস্কর হাল বদিও-জ্জামান ॥ লস্করের পিঠ পরে হৈল পোস্তপান * আবুল কাছেম চলে পোস্তপানা হৈয়া ॥ কুকর লস্কর কাটে মুণ্ড মালা লিয়া * বড় ঘাট সহরেতে আরবি সবাই ॥ লুঠ করে তক্ত তাজ বাদসার বাদসাই বদিওজ্জামাল গেল বন্ধ খানা ঘরে ॥ বন্দিগণে ছেড়ে দিল হাজার হাজারে * না পায় মাজন তরে ঢুড়েন কান্দিয়া ॥ কোথা আছ মেজ দাদা হাকে ফোকারিয়া * আবুল মাজন আছে কুঙার ভিতর ॥ আশিমন পাথর তার বুকের উপর * পাথর ভারিতে কথা না স্বরে জবান ॥ জামালের হাক মাজ শুনিবারে পান * ওম্মরওম্মিয়া কান্দে মাজনের দায় ॥ যেখানে সেখানে মর্দ্দ খুজিয়া বেড়ায় * আর কত আরব্বি ছেফাই ঢুড়ে তাই ॥ মাজনেরে না পাইয়া কান্দেন সবাই * নেহাত জানিল সবে বিচার করিয়া ॥ রাক্ষস মাজন তরে লইল

খাইয়া * ফুকারিয়া কান্দে জামা মাজন বলিয়া ॥ কোথা আছ মাজ ভাই দেখা দাও আসিয়া * এমন সমায় মাজ কুঙাতে থাকিয়া ॥ জোরেতে হাকিল মর্দ্দ বেহুষেল্লা বলিয়া * হাক শুনি জামাল সে দিকে চলি যায় ॥ দেখে এক কুঙা আছে দ্বার বন্ধ তায় * কুঙার মুখেতে আছে বিশমন পাথর ॥ ছুরাখ তাহাতে ছোট চুল বরাবর * জামাল জোরেতে ফেকে পাথর তুলিয়া ॥ কুঙাতে নামিল মর্দ্দ রশি লাগাইয়া * দেখিল মাজন বুকে আশিমন পাথর ॥ মরিবার হাল মত দাস্তানে খবর * জামাল পাথর ফেকে মারিয়া পয়জার ॥ মাজনে লইল মর্দ্দ করিয়া উদ্ধার * আবুল মাজনে দেখি আরব্বি সবায় ॥ গলায় ধরিয়া সবে কান্দে উভরায় * জামাল মাজন তরে সঙ্গেতে লইয়া ॥ ঘোড়ার উপরে লিয়া যায় নেকালিয়া * বড় ঘাট সহর সব উজাড় হইল ॥ রাক্ষস মানুষ দেও পালাইয়া গেল * আবুল মাজনে লিয়া বদিওজ্জামাল ॥ পৌছিল আসিয়া মর্দ্দ রাজা হাট ময়দান * আরামেতে খানা পিনা করিয়া সবায় ॥ কোদরত এলাহি রাত গোজারিয়া যায় * হীন গোনাগার কহে জামাল জীবনী ॥ দাস্তানে যেমন লেখে লিখি সে তেমনি *

হজরত বদিওজ্জামাল লেংটার মুল্লক যাইবার বয়ান ।

পয়ার ॥ বেহানে জামাল সাহা তক্তে দিল বার ॥ আবুওল মাজন আর কাছেম সর্দ্দার * নামি২ জোরওার যত নামদারে ॥ আলাও লস্কর লিয়া বসিল দরবারে * ওম্মর ওম্মিয়া তরে জামাল ফর্ম্মায় ॥ খুমার খালসা তরে আনহ হেথায় * ওম্মর হাজের করে দুজনারে লিয়া ॥ বদিওজ্জামাল পুছে খুমার লাগিয়া * শুন খুমা দিন মহাম্মদি সবছে ভাল ॥ লাশরিক একা আল্লা করহ কবুল * বেগর ছতুনে খাড়া জমিন আছমান ॥ যে করিল পয়দা তাহে আনহ ইমান * বুত পুজা দুর কর না পুজ আগুন ॥ বাউল অধর্ম্ম যত বড়ই জবুন * আর আর তোমাদের যত রীত আছে ॥ তোওবা করিয়া তাহা ত্যাগ মোর কাছে * শেরেক বেদাত ছাড় পাইবে জিন্নাত ॥ আখেরেতে ভাল হবে তাহা কর হাত * না মানিলে মম কথা দুঃখ বড়

পাবে ॥ একুল ওকুল তুমি দুকুল হারাবে * জামাল খুমারে কহে নরম জবানে ॥ তথাচ খুমার গিধি বাত নাহি মানে * বার২ দশবার বুঝায় জামান ॥ কদাচিত নাহি মানে খুমার নদতান * জামাল দেখিল যদি না মানে খুমার ॥ ছঙ্গ দেল শয়তান বেদিন কুফার * শমশের লইয়া হাতে মারে উঠাইয়া ॥ ধড় হৈতে ছের তার গেল জুদা হৈয়া * খুমার পড়িল মারা জামালের হাতে ॥ খালিসা তাহার বেটা লাগিল কান্দিতে * খালিসা কান্দিয়া বলে হায় বাবাজান ॥ আমাকে এতিম করে হারাইলে প্রাণ * বদিওজ্জামাল তারে বহুত বুঝায় ॥ না মানে খালিসা তবু কান্দে উভরায় * জামাল কহেন শুন খালিসা জওয়ান ॥ মহাম্মদি দিন পরে আনহ ইমান * মোহাম্মদী দিন বড়ই মাকুল ॥ কেয়ামতে সাফায়াত মম করিবে রছুল * আল্লা তালা হক বাত বাতাইয়া দিল ॥ খালিসা শুনিয়া তাহা কবুল করিল * কবুল করিল মর্দ্দ মোহাম্মদী দিন ॥ বলহে মোমিন যত আমিন২ * বদিওজ্জামান খালিসারে নেওাজিয়া ॥ বড়ঘাট সহরেতে দিল রাজ্য সুপিয়া * মোছলমান হৈল বড়ঘাট সহর ॥ দিনদারি শরিওত শিখায় ওম্মর* দুয়াই শুয়াই দুই বহিন তাহার॥মোছলমান হৈল দোন নিকটে জামার * আপন লস্কর বিচে দুই জোরওারে ॥ সাদি দিল দু বহিনে ও দুয়াই শুয়ারে * ঘরে২ দিনদারি নামাজ আদায় ॥ জারি হৈল চারি-দিকে ফজলে খোদায় * দুর হৈল ভুত পুজা আফত বালাই ॥ বড়ঘাট সহরে ফিরে জামাল দোহাই * বদিওজ্জামাল কহে খালিসা কারণ বাদসাহি করহ তক্তে খোসালিত মন * জুলুম না করিবেক গরীব লাগিয়া ॥ মদিনায় রছুলে দিবে খেরাজ ভেজিয়া * হরমুজ কোথায় গেল কহ সমাচার ॥ শুনিয়া খালিসা কহে হুজুরে জামার * খোলা-হাটী গেল সেহ আজাদের কাছে ॥ পানা লিয়া সেই খানে ছালামতে আছে * দক্ষিণে অনেক দুর আছে খোলাহাটী ॥ রাহাতে জঙ্গল বড়া পাথরিয়া মাটী * হেথা রহ কিছু দিন চলহ সহর ॥ করিব খেদমতগারী আমিত নকর * জামাল বলেন মাফ কর পালহান ॥ খোলাহাটী গিয়ে দেখি হরমুজ শয়তান * আদল এনছাফ কর গরীবে মেহের ॥ খালিসা কবুল করে বাত জামালের * তাহা বাদে কহে জামা ওম্মরের তরে ॥ জলপাই জয়পালে আন আমার হুজুরে * ওম্মর শুনিয়া আনে

দুজনারে লিয়া ॥ জামাল করেন পুছ দোহার লাগিয়া * শুন বাদসা এছলামিবড়ই মাকুল ॥ লাশারিক একা আল্লা করহ কবুল * পাঙ দিয়া মাটি পানি কাদা বানাইয়া ॥ সে কাদায় মানুষের পুতুল করিয়া আওরতের মত সাজাও পেন্ধান উন্ধায় ॥ তাহাতে করিলে সেজদা কোন ফল হয় * যে বানায় তার পায় সেজদা করিলে ॥ খুসি হবে দোওা দিবে চির কালে২ * শুনিয়া জলপাই আর জয়পাল জাহান ॥ একিদা মনেতে দোহে হৈল মোছলমান * জামাল বিদায় করে মুল্লুকে যাইতে ॥ সকলে রহিতে রহে জামালের খেদমতে * লাচারে জামাল করে সে বাত কবুল ॥ যার যে রেজেক যথা না হয় অতুল * জামাল তৈয়ার হৈল খোলাহাটী যেতে ॥ আলাও লস্কর লিয়া চলিল রাহাতে * দশ লাখ লস্কর পাইল হেসাবেতে ॥ তাহা লিয়া চলে জামা হরমুজে মারিতে * চলিল দক্ষিণ মুখে ভাবিয়া খোদায় ॥ দিনে চলে রাতে রহে খানা পানী খায় * এইমত কত দিন চলে রাহা পর ॥ পৌছিল যাইয়া মর্দ্দ টেগুন সহর * লেংটার মুল্লুক সেই মুল্লুক তামাম ॥ লেংটি পিন্ধিয়া ফিরে যতেক আদম * মাথে টুপি নাই পিন্ধে কোঁচা বানাইয়া ॥ হাট বাজার হেথা সেথা ফিরে খুসি হৈয়া * লেংটি পিন্ধিয়া সবে হামেশা বেড়ায়॥ দু তরফে তাহে কত তামাসা দেখায় * মাঠেতে পায়খানা ফিরে উলঙ্গ হইয়া ॥ বেগানা মরদ পিছা দেখে চমকিয়া * আওরত পায়খানা ফিরে উলঙ্গ যায়গায় ॥ বেগানা মরদ দেখে ছি ছি হায়২ * জামাল পৌছিল যদি সেই সহরেতে ॥ নিমাশাম কালে তাম্বু গাড়ে ময়দানেতে * খোসালিতে খানা পানী পাকাইয়া খায় ॥ ফজরে তামাম লেংটা পৌছিল সেথায় * না জানে লড়াই তারা বেহায়া বেপীর ॥ না করে সালাম কারে নোয়াইয়া শির জামাল সবার তরে করে নছিহত ॥ লেংটা হালে ফির কেন কহ হকিকত * ছাপিতে সরম গাহা সরম কারণ ॥ না ঢাক সরম গাহা কিসের কারণ * মোসলমান হও সবে কলেমা পড়িয়া ॥ এজ্জত ছাপিয়া ফের ছতর ঢাকিয়া * শুনিয়া যতেক লেংটা হৈল মোসল-মান ॥ মহাম্মদী দিন পরে আনিল ইমান * কত লোক সিধা কথা শিখিয়া লইল ॥ আর কত হক হৈতে মুখ ফেরাইল * আল্লা হেদায়েত না করিলে তাহার বান্দায় ॥ না হইবে ভাল সেই জানিবে

সবায় * যে বিজেতে জন্ম যার সেই গুন ধরে ॥ রুপিলে নিমের ফল আম কোথা ফলে * এই সব বাত চিত দিন গুজারিল ॥ খানা খেয়ে রাতে জাম শুইয়া রহিল * এসহাক উদ্দিন কহে মমিন সবায় ॥ দেখনা তামাসা পয়দা করেন খোদায় *

আব্দুওল মাজন গায়েব হইয়া যাইবার বয়ান ।

পয়ার * বদিওজ্জামাল রহে টেগুন সহরে ॥ আরামে শুইয়া মর্দ্দ নিন্দের খুমারে * আমির যাইল যবে কোকাফ সহর ॥ মারিল রাক্ষস দেও আঠার বচ্ছর * আফরিত নামেতে ছিল দেয়ের সর্দ্দার মারিল আমির তারে কোকাফ মাঝার * তার এক বেটা ছিল কছমন নাম ॥ আমিরের ডরে ভাগি ফেরেন মোদাম * যেখানে পালাইয়া গয়া ঘর বাড়ী করে ॥ সেখানে আমির লড়ে ফের ভাগে দুরে * এই মতে ছারা দেশ ছায়ের করিয়া ॥ অবশেষে বাঙ্গালাতে পৌছিল আসিয়া * আতরাই দরিয়া ধারে বেবাহা জঙ্গল ॥ ঝাড় বাড়া সহর নাম রাক্ষস দখল * আদমের বসতি নাই সেথা কোন কালে ॥ রাক্ষস দেয়ের জায়গা দাস্তানেতে বলে * কছমন দেও সেথা পৌছিল আসিয়া ॥ ঝাড় বাড়ী সহর লিল কবজ করিয়া * লস্কর লইয়া সেথা দেও কছমন ॥ আরামেতে রহে সেথা সুখেতে গোজরান করার হইয়া ছিল লইয়া লস্কর ॥ শুনিল জাছুছ মুখে জামালের খবর টেগুন সহরে আছে বদিওজ্জামান ॥ যাইবেক খোলাহাটী লড়াই কারণ * আমির হামজার বেটা বদিওজ্জামান ॥ শুনে কছমন দেও ভাবেন নিদান * আমার খবর যদি জামাল পাইবে ॥ তবেত আমার সাথে লড়িতে আসিবে * না আটিব তার সাথে লড়াই করিয়া ॥ না হক মরিব তার দাগাতে পড়িয়া * বহুত মুল্লক ফিরি ভয়েতে হামজার ॥ হেথা কত দিন রহি হইয়া কারার * ভাবিয়া আছিনু আমি দেলে আপনার ॥ এইখানে বাড়ী ঘর হবে মোকরার * তাহা না হইল মোর নছিবে কি আছে ॥ জামাল পৌছিল আসি টেগুনের বিছে * মক্কর করিয়া গিধি দেও নামাকুল ॥ সাথে লিয়া চলে রাতে লস্কর বিলকুল * টেগুন সহর বিচে করতোয়া দরিয়া ॥ মৌজা

মারিছে পানী আছমান লাগিয়া * দরিয়ার ধারে নিন্দে বদিওজ্জামান
রাত বিচে লস্করেতে পৌছিল কছমন * ভেলা বানাইল মুজি মছলত
করিয়া ॥ বেহুশ করিয়া জামে যাইব লইয়া * আত্রাই দরিয়া কুলে
খাইব বসিয়া ॥ তবেত বালাই যাবে পয়মাল হৈয়া * এত ভাবি
কছমন গলিং ফেরে ॥ তালাস করিয়া নাহি মিলিল জামারে *
আবুল মাজন আছে তাম্বুতে শুইয়া ॥ কছমন শয়তান সেথা পৌছিল
যাইয়া * মুখের চটক যেন পুর্ণিমার চান্দ ॥ বদিওজ্জামাল বলি
করিল পছন্দ * বেহুসের দারু দিল নাকের উপর ॥ নিশ্বাস
টানিতে গেল মগজ ভিতর * আবুল মাজন হৈল যেন মরা গরু ॥
কছমন কমজাত হেকমত কৈল শুরু * হাত পাও বান্ধে তারে
মজবুত করিয়া ॥ হাতেতে লইয়া তারে চলিল উড়িয়া * যতেক
লস্কর ছিল কছমন সাথে ॥ মাজনে লইয়া সবে গেল ঝাড় বাড়ীতে *
বেহানে মাজনে আনে বেহুশ করিয়া ॥ হুশ করাইল নাকে হুশ দারু
দিয়া * আবুল মাজন দেখি হাল আপনার ॥ আল্লাকে ইয়াদ করে
দেলে আপনার * কছমন কহেন শুন আদম আওলাদ ॥ পরিচয়
দেহ তুমি খেতে বড় সাধ * খাইতে তোমার গোস্ত আছি এন্তেজার ॥
কহ তেরা বাড়ী কোথা তনয় কাহার * মাজন কহেন তারে নাম
আপনার ॥ খাওার সহর বিচে বাদসাহী আমার * জামাল আমার
তরে জোরেতে ধরিয়া ॥ মোসলমান করিলেন জুলুম করিয়া *
তাহার জোরেতে আমি জুলুমে পড়িয়া ॥ তার তাবে আছি নিজ
রাজত্ব ছাড়িয়া * শুনিয়া কছমন দেও দাঁতে জীব কাটে ॥ জামালে
না পেনু আমি যেই শত্রু বটে * মাজন কহেন বাত কছমন
লগিয়া ॥ একবাত কহি তুঝে শুন মন দিয়া * জামাল দুস্মন তেরা
আছে কালে কাল ॥ তাহারে খাইলে হবে ভাল সর্ব্বকাল * আমরা
নিস্তার পাই জামালের হাতে ॥ সুখেতে বাদসাই করি আপন তক্তেতে
না যদি ছাড়িয়া দেহ আমার কারণ ॥ পিছেতে খাইবে মুঝে শুন
নিবেদন * শুনিয়া কছমন দেও বিচার করিল ॥ আদম যে কথা
বলে উচিত হইল * মাজনের বাত দেও পছন্দ করিয়া ॥ মাজনে
কাবুতে রাখে বন্ধ খানা দিয়া * জামালে মারিতে করে মছলত সবাই

কেমনে জামালে আনি কাবুতে ফেলাই * রাত কালে আনা তারে ঘটীল মুস্কিল ॥ চৌকি দিয়া জাগে জাম ওম্মর সামিল * এই মতে কত দিন ভাবা গোনা করে ॥ জামাল পৌছিল হেথা ঝড় বাড়ী সহরে হেথাকার কথা হেথা রহিল এখন ॥ বদিওজ্জামার কথা শুন দিয়ামন *

হজরত বদিওজ্জামাল আবুওল মাজনের তল্লাসে ঝাড় বাড়ী সহর যাইবার বয়ান।

পয়ার ॥ হেথায় বদিওজ্জামা ফজরে উঠিয়া ॥ সকলে নামাজ পড়ে লস্কর লইয়া * আবুল মাজন নাহি লস্কর মাঝার ॥ সোর সারাবত খুব হৈল হাহাকার * ওম্মর ওম্মিয়া ঢোড়ে মাজন কারণ কোন খানে নাহি পায় পেরেশান মন * কান্দেন বদিওজ্জামাল লস্কর তামাম ॥ খুসি বিচে গম পয়দা এলাহির কাম * করতোয়া দরিয়া ধারে ঢুড়িয়া বেড়ায় ॥ কোন খানে মাজনেরে দেখা নাহি পায় * কান্দিয়া জামাল বলে হায় পরওার ॥ তামাম লস্কর কান্দে হৈয়া জারে জার * ওম্মর ওম্মিয়া কান্দে আবুল কাসেম ॥ টেগুন সহরে হৈল মাতমের ধুম * কান্দন শুনিয়া যত লেংটারা সবাই ॥ জামালের নিকটেতে আসে ধাওাধাই * শুনিল তামাম বাত আরব্বির কাছে ॥ লেংটা বলে এর কিছু উপায় না আছে * দেওয়ের খেলা হৈল আবুল মাজনে ॥ না পাবে তাহার তরে ঢুড়িয়া জাহানে * বালক বালকাগণ খেলিয়া বেড়ায় ॥ পাইলে বদল করি লইয়া পালায় * খুসিতে লইয়া রাখে আপন ডেরায় ॥ এমন বেহায়া জাত মোদের বালায় * শিশুকে লইয়া পালে করিয়া যতন ॥ তাবাদে কিকরে ভুত নাজানি কখন * ভুতের হইল খেলা আবুল মাজনে ॥ মিছে কেনে রোনা জারি কর কি কারণে * বদিওজ্জামাল কহে লেংটার কারণ ভুতের মোকাম কোথা কহ বিবরণ * লেংটা বলে নাই জানি কোথা তার ঘর ॥ জামাল নাহিক বুঝে সেবাত খবর * জামাল কান্দেন হেথা হৈয়া জার২ ॥ কান্দনার ধুম গেল আকাশ মাঝার * সেই

দিন কুরছি পরি লস্কর লইয়া ॥ জামালের নিকটেতে পৌছিল আসিয়া দেখিয়া জামাল সাহা কুরছির তরে ॥ গলায় ধরিয়া মর্দ্দ কান্দে জারে২ কুরছি কান্দিয়া বলে শুন ভাই জান ॥ না হক কান্দিয়া কেন হও পেরেশান * দরিয়ার বিচে থাকে খেজের জাহান ॥ যাইয়া তাহার পানা লেহ ভাই জান * তোমার উপরে সেই আছে দয়াবান ॥ মাজ নের হকিকত জানাবে নিদান * বদিওজ্জামাল শুনি গোছল করিয়া ছালাতোল তোওবা নামাজ আদায় করিয়া * করতোয়া দরিয়া ধারে যাইয়া পৌছিল ॥ যাইয়া আল্লার নামে জেকের ছাড়িল * খোয়াজ খেজের বলি হাকে ফোকারিয়া ॥ কোথা আছ জীন্দা তুমি দেখা দাও আসয়া * জামাল খোয়াজ তরে করেন স্মরণ ॥ পাতালেতে খোয়া-জের হিলিল আসন * খোয়াজ বলেন আল্লা এ কেমন হৈল ॥ আজ কেনে জাম মোরে তলব করিল * ধাওা ধায় করি জীন্দা জাম আগে যায় ॥ যথা বসে বদিওজ্জামাল তথা খাড়া হয় * জামাল দেখিয়া ধরে পাও খোয়াজের ॥ হাল হকিকত যত করিল জাহের খোয়াজ শুনিয়া অতি লাচার হইল ॥ আবুল মাজন লাগি বেকারার হৈল * তার পরে জীন্দা সাহা নয়ন মুদিল ॥ মাজনের হাল পীর মালুম করিল * চক্ষু মেলি খোয়াজ জীন্দা জামালেরে কয় ॥ আবুল মাজন আছে কয়েদ খানায় * ঝাড় বাড়ী সহরেতে কছমন দেও চুরি করে লয়ে গেল নাহি জানে কেও * দাগা দিয়া আছে মাজন দেয়ের সহিতে ॥ তুমি গিয়া মেরে ডাল দেও কমজাতে * না করিবে ডর বাবা খোদা নেঘাবান ॥ দুই বার ওয়ার না করিবে কদাচন * এক চোটে যাবে মারা দেও নামাকুল ॥ দুবার না মার কভু জানিবে মাকুল * কছমনে মারি আন মাজনেরে গিয়া ॥ এত বলি গেল পীর গায়েব হইয়া * বদিওজ্জামাল আইল আপন লস্করে ॥ কহিল সকল কথা সবার হুজুরে * কুরছি বলেন দাদা যাও শীঘ্র করি ॥ আমিও চলিয়া যাই আপনার বাড়ী * দানবে দেখিলে মোরে বাধাবে জঞ্জাল ॥ জামাল করেন সাজ হৈয়া মস্তহাল * এসমাইল নবির আছিল পীরহান ॥ পিন্ধিল জামাল তাহা ভাবিয়া ছোবহান * দাউদ নবীর জেরা পিন্ধিল শরীরে ॥ হুদ পয়গম্বরে টুপি দিল ছের পরে * আছিল কোমর বন্ধ এসহাক নবীর ॥ জামাল বান্ধিল তাহা

করিয়া ফিকির *ছালে পয়গম্বরের মোজা পরিল পায়েতে॥ সোলেমান নবীর কামান লিল হাতে * ঘোড়ার হানায় তুলে লিল গোর্জ্জ খান॥ যে গোর্জ্জ বান্ধিত আগে শাম নুরিমান * সৌখিন নামেতে ঘোড়া মাঙ্গাইয়া লিল॥ খোয়াজ খেজের রশি কোমরে বান্ধিল * ওম্মর ওম্মিয়া তরে কহেন হাকিয়া॥ নেঘাবানী কর তুমি হুশিয়ার হৈয়া * খোদা চাহে মাজনেরে খালাস করিয়া॥ ফিরিয়া আসিব আমি দেওকে মারিয়া * আবুল কাসেম আর বাহারাম কারণ॥ অছিয়ত করে মর্দ্দ কহেন তখন * রহ ভাই সাবধানে লইয়া লস্কর॥ দেখিব কছমন দেও ধরে কত জোর * আবুল কাসেম চাহে যাইতে ঝাড় বাড়া॥ দেয়ের মাকান দিব আগুনেতে পুড়ি * জামাল বলেন ভাই তুমি যাও যদি॥ কিবা জানি দেয় দাগা হুরমুজ গিধি * হুশিয়ারি রহ ভাই লস্কর লইয়া॥ দাগায় না পড় যেন শুন মন দিয়া * একথা কহিয়া মর্দ্দ খোদায় ভাবিয়া॥ চড়িল ঘোড়ার পরে বেছমেল্লা বলিয়া করতোয়া দরিয়া বড় নাই তার ওর॥ কেনারা না দেখা যায় করিয়া নজর * সওারি সহিতে ঘোড়া নামে দরিয়াতে॥ গায়েব হইয়া গেল দেখিতে২ * দরিয়ার মাঝে ঘোড়া চলিতে লাগিল॥ রাত দিন সাতারিয়া কেনারা পাইল * খোয়াজ খেজের রাহা বাতাইয়া দিল পশ্চিমে নেশানি ধরে ঘোড়া উঠাইল * কত দিন চলে জাম না করে আরাম॥ নীল দরিয়া ধারে পৌছিলেন জাম * সেখানে আরাম জাহাদার না করিয়া॥ সওার লইয়া ঘোড়া যায় সাতারিয়া * তিন দিন তিন রাত চলে সাতারিয়া॥ খোদার মেহেরে পার হইল দরিয়া হেথাকার রাহা বাতাইল জীন্দা পীর॥ ঘোড়া উঠাইয়া চলে জাম জাহাগীর * এই মতে কত দিন যায় নেকালিয়া॥ ঝাড় বাড়ী সহরেতে পৌছিল যাইয়া * এছহাক উদ্দীন কহে দাস্তানের বাত॥ আদমের গন্ধ পায় দেও কমজাত *

কছমন দেয়ের সহিত বদিওজ্জা-মালের লড়াই হইবার বয়ান।

পয়ার॥ জামাল চলিয়া গেল ঝাড় বাড়া সহর॥ টেণ্ডনেতে রহে তার আলাও লস্কর * ওম্মর ওম্মিয়া করে নেঘাবানী তার॥

কাসেমেরে বানাইল লস্করে সর্দ্দার * জামাল পৌছিল যদি ঝাড় বাড়ী বিচে ॥ আসে পাশে দেওগণ আসে তার কাছে * জামালের রূপ হেরি যত দেওগণ ॥ দাঁত পাশরিয়া চলে করিতে ভক্ষণ * খাইব মানুষ গোস্ত বলে দেওগণ ॥ ভয়ঙ্কর রবে ধায় দানব নন্দন * নাচিতে২ চলে জামালে ধরিতে ॥ হেথা জাম ছাড়ে তীর গোস্বায় মনেতে * হরিণ মারিয়া গোস্ত করিয়া কাবাব ॥ আছুদা হইয়া মর্দ্দ খাইল সেতাব * পিছেতে দেয়ের সোর শুনিতে পাইয়া ॥ দেখে দেওগণ আসে মুখ পাশরিয়া * লইয়া খেদঙ্গ তীর বদিওজ্জামান দেয়ের উপর মারে খেচিয়া কামান * কারি তীর লাগে গিয়া বুক মধ্যে তার ॥ আছাড়ে কাছাড়ে গিরে দেও দুরাচার * নিবেদন শুন জামা ধরি তব পায় ॥ আর এক তীর মারি প্রাণ কর ক্ষয় * বাদওজ্জামাল কহে আমি খুব জানি ॥ আর কার কাছে কর এমন শয়তানি * না মারিল জাম সাহা দেয়েরে ওয়ার ॥ আছাড়ে কাছাড় মেল দেও দুরাচার * দেয়ের মরণ দেখি আর দেওগণ ॥ পালাইয়া কছমনে কহে বিবরণ * আইল আদম এক বড়া জোরওার ॥ তীর মারি কত দেয়ে মারে দুরাচার * শুনিয়া কছমন দেও ভাবিতে লাগিল ॥ মাজনের তল্লাসেতে জামাল আইল * লস্কর সাজায় গিধি না করিয়া দের ॥ চলিল জামাল পানে লড়াই খাতের * কছমন পোছিল গিয়া জামাল যেখানে ॥ গোস্বায় পাথর ফেকে জামালের পানে * জামাল এসারা করে ঘোড়ার কারণ ॥ কুদিল সৌখীন ঘোড়া কাঁপে দেওগণ * কছমন কহেন ভাই যত দেওগণ একে২ লড়াই না কর কদাচন * আমিরের বেটা এই বদিওজ্জামাল জোরে জোরওার বড়া আমির সমান * একে২ লড়ে ফতে নাহি পাবে ভাই ॥ একে বারে ঘিরে মার জামালে সবাই * হুকুম করিল যদি দেও কমজাত ॥ জামালে ধরিতে সবে চলে এক সাথ * চারি দিকে দেওগণ লইল ঘেরিয়া ॥ ঝাকে২ পালে২ পাথর মারিয়া * জামাল দেখিয়া তাহা জ্বলিল গোস্বায় ॥ হাকিল আসমানি হাক ভাবিয়া খোদায় * এয়ছাই জোরেতে হাক জামাল মারিল ॥ আসমান হইতে যেন ঝনা২ গিরিল * ষোল কোস যায় তার হাকের আওাজ যেই শুনে সেই বলে পড়িল কি বাজ * দরিয়া পাহাড় কাঁপে জমিন

আসমান ॥ খলবতি পড়িয়া গেল ঝাড় বাড়ী ময়দান * আছিল দেয়ের বাদসা তক্তেতে বসিয়া ॥ বেহুস হইয়া গেল জমিনে গীরিয়া * বারাম নামেতে যেই রাক্ষস সর্দ্দার ॥ হুশ পেয়ে উজিরেরে পুছে সমাচার * উজির বলেন শুন বাদসা নামদার ॥ বদিওর্জ্জামাল এল ঝাড় বাড়ী সহর * দেয়ের সহিতে তার লাগিল লড়াই ॥ তার হাক এই বটে কহিয়া শুনাই * শুনিয়া বারাম কহে উজির কারণ ॥ দেও মেরে পরে হেথা আসিবে নিদান * এই বেলা চল যাই আমরা সবেতে ॥ কাঁচায় খাইব তাহে বসি একসাথে * নহেত মোদের দেশ করিবে বিরাণ ॥ এই ছলা করে সাঝে বারাম শয়তান * যতেক লস্করে তার রাক্ষস আছিল ॥ সকলে সাজিয়া জঙ্গে রওানা হইল * হেথায় জামাল কাটে যত দেওগণে ॥ কখন ছামনে কাটে কখন ডাহিনে * কখন পিছেতে কাটে বামেতে কখন ॥ বাউ ভরে কাটে যেন মোচার বাগান * দুই প্রহর তক জাম তুলওার মারিল ॥ দেয়ের লস্কর সব ভাগেল হইল * লছমন নামে দেও কছমনের ভাই ॥ পাথর লইয়া এল জামালের ঠাই * হাজার মনের এক পাথর লইয়া ॥ জামাল উপরে গিধি মারিল ফেকিয়া * জামাল কুদিয়া রদ করিল হুনুরে ॥ ফাকেতে গিরিল তাহা খোদার মেহেরে সমসম তলওার লিয়া জামাল জাহান ॥ কুদিয়া লছমনে মর্দ্দ মারিল নিদান * কাটা ধড় গড়াইয়া গেল কত দুর ॥ দোজখে পৌছিল গিয়া লছমন কুফর * এই ভাবে আহেমন আর আয়মান ॥ কছমনের ভাই দোহে মারিল জামান * দেখে কছমন দেও হৈল পেরেশান ॥ তামাম দেয়েরে মারে বদিওজ্জামান * তিন ভাই ছিনু মোরা নামি জোর-ওার ॥ মারিল জামাল তারে কেমন প্রকার * কান্দিতে লাগিল দেও দেলেতে ডরিয়া ॥ এসাক উদ্দিন কহে দাস্তান দেখিয়া *

পয়ার ॥ ভায়ের শোকেতে কছমন পেরেশান ॥ লিলেক পাহাড় তুলে হাতেতে আপন * জামাল দেখিয়া তাহা ভুমে দাঁড়াইল ॥ দেখিয়া অবাক মুজি জোরেতে ছুড়িল * ফেকিল পাহাড় দেও কছমন বেহায়া বিজলি সমান জামা রদ করে যায়া * কুদিয়া জামাল মর্দ্দ ক্রোধিত হইয়া॥কছমনের তরে মারে হাতনাড়া দিয়া* লাগিল যাইয়া তার বুক

মাঝে তার ॥ একেবারে পীঠ দিয়া হইল বাহার * কস্মন জমিনে গেরে জ্বলনেতে হায় ॥ মিনতি করিয়া কত জামালেরে কয় * আর এক তীর মার আমার কারণ ॥ একেবারে চলে যাই যমের সদন * এত জ্বালাতন আর সহিতে না পারি ॥ নাশহ জীবন মোর পুন তীর মারি * জামাল হাসিয়া বলে আমি খুব জানি ॥ আর কার কাছে করহ গিয়া মোহিনী না করিল জাম সাহা দোছরা ওয়ার ॥ আছাড় খাইয়ে মৈল দেও দুরাচার * কস্মন পড়িল মারা জামালের হাতে ॥ দেখিয়া লস্কর তার লাগিল কাঁপিতে * ডরে ডরাইয়া ভাগে বাকী দেওগণ ॥ জঙ্গলের ঝাড়ে ঝোড়ে লুকায় শয়তান * দেও যদি মারা গেল জামালের হাতে জামাল শোকরানা ভেজে আল্লার দরগাতে * নামাজ পড়িয়া সাহা উঠাইয়া হাত ॥ মাজনে মিলাও আল্লা করে মোনাজাত * এমন সময় দেখে করিয়া নজর ॥ রাক্ষস লস্কর এল জঙ্গল ভিতর * রাক্ষস দেখিয়া জাম এলাহি ভাবিয়া ॥ চড়িল ঘোড়ার পড়ে বেছমেল্লা বলিয়া * কুদিয়া পড়িল জাম রাক্ষসের দলে ॥ মারে তেগ বেদেরেগ রাক্ষস সকলে * দাঁতেতেলাগাম ধরি দোহাতে তলওয়ার ॥ রাক্ষসে নিপাত করে মুখে মার২ বাও ভরে ঘোড়া পরে হাকিল জামাল ॥ রাক্ষস লহুতে ভুমি হয়ে গেল লাল * বাঘ যেন সান্ধাইল ছাগলের পালে ॥ তেয়ছাই জামাল কাটে রাক্ষসের দলে * নেজা গোর্জ্জ তীর ও কামান ফাসি লিয়া ॥ চলিল মর্দ্দানা হালে রাক্ষস কাটিয়া * কখন ডাহিনে কাটে বামেতে কখন ॥ কখন পিছেতে কাটে ছামনে কখন * চারিদকে কুদে কাটে যেয়ছা তাঁতি চাক ॥ রাক্ষস কাটিয়া চলে পড়ে লাখে লাখ * বাউ ভরে কুদে ফিরে রাক্ষস কাটেন ॥ লহুতেছয়লাব হৈল ঝাড় বাড়ী ময়দান * কাটা ধড় লহু বিচে যায় সাতারিয়া ॥ এমতে রাক্ষস কাটে মুণ্ডমালা লিয়া * তিন রাত তিন দিন বদিওজ্জামান ॥ রাক্ষস কাটিয়া ফিরে কিছুই না খান * মার২ বলিয়া রাক্ষস কাটি যায় ॥ জামালের হাক শুনি রাক্ষস পালায় * ঝাড়ে ঝোড়ে খন্দকেতে ছাপিল যাইয়া ॥ মরিল রাক্ষস পাপী মহিমেতে গিয়া * সর্দ্দার পড়িল মারা লস্কর দেখিয়া ॥ সকলেই জান লিয়া গেল পালাইয়া * যত ছিল মারা গেল বাকী পালাইল ॥ ময়দান হইল খালি কেহনা রহিল * জামাল গোস্বায় কাঁপে ঘোড়ার উপর ॥ কছমনের বাড়ী গেল কেল্লার ভিতর

দেখিল মাজন আছে বেহুসে পড়িয়া॥ রঙ্গ বিরঙ্গ খানা আছে সামনেতে লিয়া * বদিওজ্জামাল দেখি মাজন খাতের॥ কিছু গম কিছু খুসি করিয়া আখের * ঘোড়া হৈতে নেমে জামানের কাছে গেল॥ বন্ধন খুলিয়া তারে খালাছ করিল * অজ্ঞান মাজন সাহা যাদুর জোরেতে॥ বেহুস হইয়া পড়ে আছে বিছানাতে * এছম আজম পড়ি ফুকিল জামান॥ খোদার হুকুমে হুস হৈল বুল মাজন * হোশ হৈয়া দেখে বদিওজ্জামায়॥ গলায় ধরিয়া মর্দ্দ কান্দে উভরায় * জামাল দেলেসা দিয়া আবুল মাজনে॥ গোছল দেলায় তাহে খোসা-লিত মনে * খাবার সামানা কিছু যোগাড় করিয়া॥ আছুদা হালেতে দোহে খায়েন বসিয়া * তার পরে দুইজনে সেখান হইতে॥ রওানা হইল শেষে লস্করে আসিতে * উভয়ে হাটিয়া চলে ঘোড়াকে টানিয়া কত দিনে আত্রায়েতে পৌছিল আসিয়া * সম্মুখে নজরে দেখে আজিম দরিয়া॥ কি করে যাইব পারে ভাবেন বসিয়া * এলাহী মদদ আছে যাহার পরেতে॥ ত্বরাইয়া লয় সেহ আপন কুদরতে * দেখনা জামাল হেথা কেমন আক্কেলে॥ দরিয়া হইয়া পার যায় কৌতু-হলে * মাজনে উঠায় জামা উপরে ঘোড়ার॥ দরিয়াতে ঝাপ দিল ঘোড়া ওফাদার * ধরিয়া ঘোড়ার দুম জামাল চলিল॥ তিন দিন সাতারিয়া কেনারা পাইল * তার পরে চলে জাম পেয়াদা হইয়া॥ কত দিনে করতোয়া পৌছিল আসিয়া * তার পরে যায় দোন লস্কর মাঝার॥ ওম্মর ওম্মিয়া আর কাছেম জাহাদার * মাজনে দেখিয়া সবে খোসালিত মনা॥ আল্লার দরগায় সবে ভেজিল শোক-রানা * দরিয়ার নোনা পানী লাগিয়া অঙ্গেতে॥ জামালের হৈল ঘাও সারা বদনেতে * ওম্মর ওম্মিয়া দারু লাগাইয়া দিল॥ থোড়া রোজ বিচে জাম আরাম পাইল * টেগুন সহরে মর্দ্দ বদিওজ্জামাল॥ রহিল যে কত দিন হইয়া খোসাল * খুব ভাতি চাঙ্গা হৈল জামাল জাহান॥ তার পরে ওম্মরেরে করেন ফরমান * চল খোলাহাটী লিয়া যতেক লস্কর॥ দেখিব হরমুজ গিধি ধরে কত জোর * জামালের হুকুম পায়া ওম্মর মর্দ্দানা॥ খোলাহাটী যেতে ছেফা করিল রওানা * জামাল তৈয়ার হৈল খোলাহাটী যেতে॥ আলাও লস্কর সাথে চলিল রাহেতে * দশ লাখ ছেফা হৈল লিখে হেছাবেতে॥ তাহা লিয়া চলে

জামা হরমুজ বধিতে * চলিল দক্ষিণ দিকে ভাবিয়া খোদায় ॥ দিনে চলে রাতে খানা পাকাইয়া খায় * এই মতে কত দিন চলে রাহা পর ॥ পৌছিল যাইয়া জাম বাঙ্গালী সহর * বাঙ্গালীপুর বলি এক সহরের নাম ॥ গলি কুচা বান্ধে সেথা আরবি তামাম * পারাবত বলি সেই ময়দানের নাম ॥ ময়দানের ওড় নাহি কি কব কালাম * উত্তরে ছৈয়দ পুর পুর্ব্বে করতোয়া ॥ পশ্চিমে খর খড়ি বন দক্ষিনেতে ধুয়া * সেথা হৈতে খোলাহাটী পথ তিন দিন ॥ বদিওজ্জামাল শুনে ওতারিল জিন * গলি কুচা ঠাই ঠাই বসায় তাহার ॥ আজাদের হাল শুন যত বেরাদর * এসাক উদ্দিন কহে বদিওজ্জামারে ॥ হরমুজ কারণে চল খোলাহাটী পরে * তব লাগি আছে জ্বালাতন নুর নেগার ॥ সেতাব করিয়া কর মোলাকাত তার *

আজাদ বাদসা লস্কর জমা করিবার বয়ান ।

পয়ার ॥ খোলাহাটী সহরেতে আজাদ সাহার ॥ বহুত মুল্লক লিয়া বাদসাই মাদার * বোরহানার শ্বশুর সেই বড় জোরওার ॥ বোরহানার গমে রহে হৈয়া জার২ * হরমুজের মদদেতে গিয়া মদীনাতে ॥ দাগাদিয়া হামজারে মারে হেকমতে * এখানেতে হরমুজ লিল পানা তার ॥ তাহার কমক জন্য হইল তৈয়ার * সুফিয়ানে আনাইল ধর্ম্ম পাল পতি ॥ ষাইট হাজার ছেফা যার বড় হাতী * মহাস্থানে সাহা এল নামে পশুরাম ॥ আজাদের ভাই হয় জোরে গুণধাম * দাতাকর্ণ বাদসা এল তাম্র লিপ্ত পতি ॥ অনঙ্গ কলিঙ্গ কত আসে তার সাথী * আজাদের শ্বশুর এই কর্ণ নামদার ॥ উড়িষ্যা বিহার লিয়া রাজত্ব যাহার * জোতিষ পুরের বাদসা ভগদত্ত নামে ॥ খোলাহাটী আসিলেক মহিমের কামে * আজাদের মামা এই বড় জোরওার ॥ পিরগ মুল্লক লিয়া বাদসাই তাহার * ঘোড়া ঘাট রংপুর হৈতে এল রাজাবান ॥ তিন লাখ যার সাথে ডাকাতিয়াগণ * পশুরাজা মহা বীর লেখন পাইয়া ॥ আজাদের কমকেতে পৌছিল যাইয়া * মেছ

গারো কুকি নামা মগী জাহাপানা ॥ খোলাহাটী পৌছে আজাদের পোস্তপানা * বদিওজ্জামাল হেথা কহেন ওস্মরে ॥ এখানে লস্কর ঢের কুফর লস্করে * কুফরের নাহি ওড় না করিবে ডর ॥ দুহাতে কুফর মার বান্ধিয়া কোমর * এই মতে বলা কহা করিতে আছিল ॥ আজাদ সাহার লেখা আসিয়া পৌছিল * আছিল খতের মাঝে এই সমাচার ॥ শুনহ বদিওজ্জামা বচন আমার * আমির তোমার বাপ ফেরেবে ডালিয়া ॥ বহুত বাদসার সাহি লইল ছিনিয়া * তাহাকে মারিতে আর কেহ পারে নাই ॥ আখেরে আমার হাতে না পেল রেহাই ফের সে শুনিনু আমি তার বেটা তুমি ॥ তামাম মুল্লুকে ফির করিয়া মর্দ্দমি * পাহালওানি কারে বলে তোরে শিখাইতে ॥ লস্কর করিনু জমা তোমাকে মারিতে * যাইতে তোমার কাছে লস্কর তৈয়ার ॥ আমার নছিব গুনে পৌছিলে সেকার * ষোল ক্রোশ জুড়ি মোর লস্কর তৈয়ার ॥ লড়াই কারণ আমি আছি এন্তেজার * মরিবার তরে যদি আইলে নেকালিয়া ॥ নেহাত মরিবে হেথা না যাবে বাচিয়া * বাচিবার সাধ যদি থাকেত তোমার ॥ তবেত একাম কর শুন সমাচার গলায় কাপড় বান্ধি যোড় করি হাত ॥ হরমুজে সালাম কর মাফ চাহ বাত * আরবের কর হরমুজে দেহ আনি ॥ তাহা হৈলে তেরা জান বকসী করি আমি * নহেত নেহাত জান মনে আপনার ॥ এই ময়দানেতে হবে মউত তোমার * বদিওজ্জামাল পড়ি লেখন এয়ছাই জওাব লিখিল ফিরে মজমুন এয়ছাই * শুনরে আজাদ বদবক্ত নামাকুল ॥ নেহাত জানিনু তুই হারালি দু কুল * আপনা ভালাই চাহ সে তাব করিয়া ॥ হরমুজের তরে আন গলে রশি দিয়া * মোসল মান হও তুমি আনিয়া ইমান ॥ নহেত পয়জারে তেরা উড়াইব জান * খোলাহাটী রাজ তেরা ভাসাব পানিতে ॥ জরু জাত যত তেরা হালাল খোরে দিব * এহা যদি নাহি করি শুন তুঝে কই ॥ আমির হামজার বেটা কদাচিত নই * আজাদ লেখন পড়ি জ্বলিল গোস্বায় উজিরে ডাকিয়া গিধি এইবাত কয় * তৈয়ার হইয়া রহ তামাম ছেফাই ॥ ময়দানে বেহানে যাব করিতে লড়াই * হুকুম পাইয়া সাজে কমিনা কুফর ॥ এসাক উদ্দিন কহে দাস্তানে খবর *

আজাদ বাদসার সহিত বদিওজ্জামা-লের সহিত লড়াই হইবার বয়ান।

পয়ার ॥ শুনহ আল্লার বান্দা যত মমিনান ॥ দুনিয়া কায়েম কার না রবে কখন * আজাদ বেগানে উঠে কহেন হাকিয়া ॥ চলহ লস্কর যত মাহয লাগিয়া * দাতা কর্ণ চলে আর চলে পশুরাম ॥ ভগদত্ত বাদসা চলে বান রাজা নাম * চলিল হরমুজ জঙ্গে চলিল বক্তার ॥ ষোল ক্রোশ জুড়ি চলে কুফর লস্কর * পারাবত ময়দানে যদি পৌছিল কুফর ॥ জামাল দেখিতে পায় করিয়া নজর * হাতিয়ার তলওার শুন্য নাহি যে কামান ॥ তামাম লস্কর হাতে তীর আর বাণ জামাল শোকর ভেজে আল্লার দরগায় ॥ এখানে হরমুজ গিধি মারা যেন যায় * কুফর লস্কর যত বোধ সোধ নাই ॥ চর্ম্মের এজার পিন্ধে আরবি ছেফাই * চর্ম্ম ও লোহাতে ছাপি শরীর বেবাক ॥ জামাল ময়দানে চলে হাকি বড়া হাক * কাসেম বাহারাম চলে মকবেল মাজন ॥ ওম্মর ওম্মিয়া চলে পিঠ নেঘাবান * নয় লাখ আরবি চলে যতেক ছেফাই ॥ ময়দানে হইল খাড়া করিতে লড়াই জামাল নজর করে দেখে তাকাইয়া ॥ হরমুজ ময়দানে খাড়া মহিম লাগিয়া * জামাল খোদার আগে করে মোনাজাত ॥ আয় আল্লা হরমুজেরে করহ নিপাত * আজাদ লস্করে নিজ কহিল হাকিয়া ॥ বদিওজ্জামাল তরে মার খেদাড়িয়া * একে২ লড়াই করিয়া কায নাই ॥ একুবারে ঘিরে মার আরবি ছেফাই * হুকুম পাইল যদি কুফর লস্কর ॥ একুবারে ঘিরে জামালের চারিওর * আরবিরা বিচ খানে চোদকে কুফর ॥ জামাল লস্কর পরে করে বড়া জোর * আছিল সবার হাতে তীর ও কামান ॥ ঝাকে২ মারে তীর কুফর শয়তান * বদিওজ্জামাল হাকি কহেন লস্করে ॥ কুফর লস্কর যত মার খুব জোরে * এহা বলে মারে হাক তাকিয়া আসমান ॥ খলবলি পড়িয়া গেল পারাবতি ময়দান * আসমান জমিন কঁপে দরিয়া পাহাড় ॥ হাতী ঘোড়া ভেগে যায় ডালিয়া ছওর * আবুল মাজন হাকে কাণে লাগে তালা ॥ কুফর শুনিয়া হাক হইল উতালা * জামাল দুহাতে লিল দুই তলওার ॥ হাকিয়া আসমানি হাক বলে

মার২ * জামাল আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ কুফর লস্কর যত মার খেদাড়িয়া * হুকুম পাইল যদি জামাল ছেফাই ॥ কুফর কাটিতে লাগে আরব্বি সবাই * নয় লাখ জামালের ছেফাই আছিল আল্লা২ বলে সবে মারিতে লাগিল * বাঘ যেন সান্ধাইল ছাগলের পালে ॥ তেয়ছাই আরব্বি ছেফা কুফরের দলে * জামাল খুলিয়া লিল দুহাতে তলওার ॥ সৌখীন ঘোড়ার পরে হইয়া সওার * নেজা গোর্জ্জ তীর ও কামান হাতে লিয়া ॥ চলিল মর্দ্দানা হালে কুফর বধিয়া * বাউ ভরে চারি দিকে কুদিয়া চলিল ॥ কলার বাগান মত কাটিতে লাগিল * আমীর দুল দুল সম জামালের ঘোড়া ॥ লাফে চারি দিকে এক খানে নহে খাড়া * কখন ডাহিনে কাটে কখন বামেতে ॥ কখন ছামনে মারে কখন পিছেতে * চারি দিকে কুদে কাটে যেয়ছা ভাতি চাক ॥ কুফর কাটেন যেন পড়ে ঝাক২ * চারি দিকে তেগবাজী করিতে লাগিল ॥ হাজার২ ছেফাই কাটিয়া চলিল * আবুল মাজন হেথা পড়ি বিচ খানে ॥ মারিলেক কত কুফা আল্লাপাক জানে * দাঁতেতে লাগাম ধরি দুহাতে তলওার॥ এক চোটে কত কাটে কে করে সোমার * বাউ ভরে কুদে ফিরে কাটেন কুফর ॥ তাহার হেছাব জানে পাক পরওার * নেজা গোর্জ্জ তলওারে গেরায় মাজন ॥ হাজারে২ কাটে কেকরে গনন * হাত পাকড়িয়া কারে ফেকে দেয় দুরে ॥ ঘোড়ার সহিত কারে চারি খান করে * কলার বাগান মত কাটিয়া চলিল ॥ মানুষ লহুতে ময়দানে নদী হৈল * কাটা ধড় লহু বিচে যায় সাতারিয়া ॥ কুফর কাটিয়া চলে মুণ্ড মালা লিয়া * কাসেম বক্কার আর বাহারাম মকবেল কুফর কাটিয়া চলে বড়া গোস্বা দেল * হাজারে২ কুফি রণে মারা যায় নয় লাখ আরব্বি কুফর পরে ধায় * ষোল ক্রোশ কুফি আরব্বি নয় লাখ ॥ দুই দল এক হৈল অবাক এসাক * অষাঢ়িয়া মেঘ যেন করে গুড়২ ॥ তেমনি কাফের মরে করে তুড়২ * জঙ্গের বাজার খুব গরম হইল ॥ জামালের হাকে জমি করে টলমল * মার মার ধর২ হাকের আওাজ ॥ কুফর কাটেন আরব্বিরা জাহাবাজ * মারে তেগ বেদেরেগ না হয় বয়ান ॥ এক২ আরব্বি যেন যমদুত সমান * ষোলদিন ষোলরাত বদিওজ্জামায় ॥ লড়েন কুফর সাথে কিছু নাহি

খায় * জামাল আপন লোকে কহিল হাকিয়া ॥ কুফর লস্কর মার ঘোড়া বেড়ি দিয়া * হুকুম পাইয়া জোর বাড়ে দশ গুন ॥ আরব্বি সেফাই যত কুফা করে খুন * আবুল কাসেম হেথা মগ কুকি সাথে হাজার২ কাটে এক ফোরছতে * কারেবা কাঠিয়া ডালে তলওার মারিয়া ॥ চাবুকের চোটে কারে দেয় উড়াইয়া * কচুর বাগান যত কাটিয়া চলিল ॥ বাঘ যেন ছাগলের পালে সান্ধাইল * হাকিল জোরেতে হাক কাসেম মর্দ্দানা ॥ হাকের আওাজে মরে কুফর কমিনা মগী কুকি নাগা আর কাফেরান যত ॥ তীর ছেওা আর কোন নাহি হেকমত * ঝাকে২ মারে তীর কাছেম উপরে ॥ চর্ম্ম ও লোহাতে অঙ্গ কারি নাহি করে * কাছেম দুহাতে তেগ চালায় ঘুমিয়া ॥ হাজার২ কাটে গোস্বা দেল হৈয়া * কখন ডাহিনে কাটে বামেতে কখন ॥ কখন পিছেতে কাটে কখন ছামনে * দাঁতেতে লাগাম দোন হাতে তলওার * হাকি জোর করে শোর কাটেন কুফর * চারি দিকে ফিরে ঘোড়া যেছা ভাতি চাক ॥ কুফর ভাবেন দেলে এ বড় বিপাক * আবুল কাসেম জোরে তেগ মারি যায় ॥ তেগবাজি দেখে ভাগে কাফের সবায় * আজাদ দেখিল যদি হাল লস্করের ॥ টিকিতে না পারে আগে বদিওজ্জামেরে * গোস্বা হৈয়া ঘোড়া পরে হইল সওার ॥ লড়াই করিতে চলে মুখে মার২ * ভগদও দাতাকর্ণ পশুরাম যান ॥ লড়াই কারণে সবে চলিল ময়দান * মরণ জীওনের কুণ্ডা দিলেন খুলিয়া ॥ জীওনের জল দেয় সবারে ছিটিয়া * জীওনের জল পেয়ে যত মরাগণ ॥ জীউ দান পেয়ে লড়ে লড়াই কারণ * আজাদ সবার তরে কহিল হাকিয়া ॥ বদিওজ্জামার তরে মার খেদা-ড়িয়া * হুকুম পাইয়া লড়ে কুফর ছেফাই ॥ যত মারে তত বাড়ে লোখা জোখা নাই * কুফর লস্কর যদি ফিরিয়া আইল ॥ দেখিয়া বদিওজ্জামা গোস্বা বড়া হৈল * হাকিয়া জামাল কহে লোকে আপনার ॥ খুব জোরে কুফরেরে মার তলওার * হুকুম পাইয়া যত আরব্বি জওান ॥ কাফের কাটেন যেন মুলার বাগান * কাটে যত বাড়ে তত কুফর ছেফায় ॥ কি ভেদ ইহাতে আছে টের নাহি পায় * জামাল হয়রান হালে কাটেন কুফর ॥ যত কাটে বাড়ে ফের নাহি তার ওর * এমন সমায় সেথা কুরছি আইল ॥ জামালের আগে বাত

কহিতে লাগিল * শুন ভাই নাহক তুমি হয়রান হৈয়া॥ লড়াই করিয়া যার কুফর লাগিয়া * আব হায়াতের কুণ্ডা রাখে পগুরায়॥ জীন্দা হৈয়া যায় যত মুর্দ্দগণ তামাম * মহাস্থান সহরেতে আছে সেই কুণ্ডা॥ ওম্মর ওম্মিয়া সেথা দেহযে ভেজিয়া * খারাব করিলে কুণ্ডা তবে হবে ফতে॥ জামাল ওম্মর আগে লাগিল কহিতে * শুন চাচ্চা যাহ তুমি মহাস্থান সহর॥ আবহায়াতের কুণ্ডা করিয়া নজর * খারাব করহ কুণ্ডা যাইয়া সেতাব॥ নহে এ মহিমে দেখি বড়ই খারাব ওম্মর ওম্মিয়া শুনি জুতা পায় দিয়া॥ ঘড়ি একে মহাস্থানে পৌছিল যাইয়া * গরু এক জবে করে রাহার উপর॥ বামন সাজিল এক হজরত ওম্মর * জাম্বিলে লইয়া গোস্ত সহরেতে গেল॥ বহুত ঢুড়িয়া কুণ্ডা নজরে দেখিল* ফেকিল গরুর গোস্ত সে কুণ্ডা মাঝেতে॥ ফিরিয়া আইল মর্দ্দ লড়াই ভুমেতে * এখানে জামাল মারে দুহাতে তলওয়ার কুফর কাটেন জোরে হাজার২ * মস্ত হালে ময়দানেতে করেন লড়াই কুফর কাটিয়া চলে লেখা জোখা নাই * আজাদ বেপির হেথা আব-হায়াতের॥ পানা আনি ছিটা দেয় সবার খাতের * মরা নাহি হয় জেন্দা দেখিয়া আজাদ॥ মাথায় মারিয়া হাত ভাবেন বিষাদ * আরাব্বি ছেকাই হেথা জঙ্গের ময়দানে॥ কুফর কাটেন কার কথা নাহি মানে * আরব্বির তেগবাজি কুফর দেখিয়া॥ লড়াই ময়দান ছাড়ি যায় পলাইয়া * পলায় কুফর যত ফিরিয়া না চায়॥ ঘোড়া বেড়ি দিয়া মারে আরব্বি সবায় * কুফর লস্কর যদি ভাগিয়া পড়িল॥ দেখিয়া বদিওজ্জামা বড়া গোস্বা হৈল * তাড়াতাড়ি ঘোড়া বেড়ি দিয়া ময়দানেতে॥ জমা কারি মারে তেগ আপনার হাতে * জামাল কুফর কাটে জঙ্গের মাঝার॥ হুরমুজের তরে গিয়া পায় দেখিবার * জামাল উঠায় ঘোড়া হরমুজে ধরিতে॥ হরমুজ কুফর তাহা পাইল দেখিতে * কি করে লাচার হৈয়া তলওয়ার ধরিয়া॥ বদিওজ্জামার পর মারিল খেচিয়া * জামাল উড়িয়া লিল ছেরে ধরি ঢাল॥ গোশ্বায় অজুদ কাঁপে দোন আখি লাল * হরমুজ এমন জোরে গোর্জ্জ মারি ছিল॥ বদিওজ্জামার গায় পাছনা ছুটিল * শাম নুরিমান গোর্জ্জ লইয়া জামাল॥ হাকিয়া মারিল বলি সামাল২ * জামাল এমন জোরে গোর্জ্জ মেরে ছিল॥ গের্জ্জের ধমকে তার ঘোড়া মারা গেল *

ঘোড়া মারা গেল গিধি গিরিল জমিনে ॥ তলওার খুলিয়া ধায় জামালের পানে * জামাল সেতাবি ঘোড়া পিছেতে রাখিয়া ॥ হরমুজ উপরে গোর্জ্জ মারিল খেচিয়া * হরমুজ করিল রদ ঢালের উপর ॥ গোস্বায় বদিওজ্জামা কাঁপে থর থর * গোস্বায় ভরিয়া গেল লাল হৈল আখি ॥ হরমুজের ঘাড ধরে মারে এক মুক্কি * মুক্কি খায়া হরমুজ হইল লাচার ॥ হাকিয়া কোমর ধরে জাম জোরওার * জামাল আল্লার নাম ইয়াদ করিয়া ॥ একেবারে ছেরে তুলে হরমুজে ধরিয়া * চিল যেয়ছা বাচ্চা লিয়া উড়াইয়া যায় ॥ জামাল হরমুজে তেয়ছা ছেরেতে ঘুমায় * গোস্বায় বদিওজ্জামা কাঁপে থর২ ॥ ঘুমাইয়া ছের পরে মারিল কাছাড় * জামাল এমন জোরে আছাড় মারিল ॥ মগজ ফুটিয়া হাড় খান২ হৈল * হরমুজ মরিল যদি জামালের হাতে ॥ বক্তারক উজির তাহা পাইল দেখিতে * কাঁপিতে লাগিল গিধি দহশত পাইয়া ॥ পলাইয়া যায় গিধি পরাণ লইয়া * মদায়েন হৈতে গিধি গেল পলাইয়া ॥ নুর নেগারের আগে পৌছিল যাইয়া * হেথায় ময়দান বিচে কাছেম মাজন ॥ কুফর কাটেন তিনি হয়ে পেরেশান * মার২ বলিয়া কুফর কাটি যায় ॥ দুজনার হাক শুনি কুফর পলায় * ভগদত্ত দেখে যদি হরমুজের হাল ॥ দাতাকর্ণ সহ দোহে হইয়া বেহাল * পলাইয়া যায় দোহে মহিম ছাড়িয়া ॥ বাহারাম দেখিতে পায় নজর করিয়া * যবে বাহারাম মর্দ্দ ঘোড়া হাকাইল ভাগিয়া পালায় কর্ণ কাছেম দেখিল * সেতাবি ধরিতে চলে চালাইয়া ঘোড়া ॥ কর্ণরাজ ছামনেতে হৈল গিয়া খাড়া * লাচার হৈয়া কর্ণ দাঁড়ায় ফিরিয়া ॥ মারিল খেদঙ্গ তীর বাহারাম লাগিয়া * বাহারাম হাতে ধরে তীরের কারণে ॥ ডান হাতে মারে নেজা কর্ণে হি নাদানে * কোমরে লাগিল নেজা পড়িল জমিতে ॥ সেতাবি বাহরাম বসে তাহার ছিনাতে * বুকেতে বসিয়া তার বান্ধে হাত পায় ॥ পিঠ মোড়া করি মর্দ্দ চলিল রাহায় * হেথায় কাছেম সহ ভগদত্ত তরে ॥ জঙ্গের বাজারে জঙ্গ দুইজন করে * কেহ কারে নাহি পারে সমান২ ॥ ভগদত্ত মহারাজ বড় পাহালওান * নেজা গোর্জ্জ তীর তেগ বাকী কিছু নায় ॥ কসাকসি খেচাখেচি করেন দোহায় * বহুত কোশেষ করে কাছেম জাহান ॥ জিনিতে না পারে সাহা হইল হয়-

রান * এমন সময়ে সেথা পৌছিল ওম্মর ॥ কাছেমের তরে কহে কর খুব জোর * কাছেম ওম্মরে দেখি হইয়া খোসাল ॥ সাহস করিয়া ধরে কোমরের দেওাল * লইয়া আল্লার নাম করে বড়া জোর ॥ একেবারে উঠাইল ছেরের উপর * ঘুমাইয়া ছের পরে বান্ধে হাত পায় ॥ ওম্মরে সুপিয়া দিয়া চলিল রাহায় * রাহেতে হইল দেখা বাহারাম সাথে ॥ পিঠ মোড়া খুলি দিল ওম্মরের হাতে * ওম্মর কয়েদ করি দুজনারে লিয়া ॥ খিমার বিচেতে রাখে বন্ধ খানা দিয়া * পশুরাম গোপীচান্দ গেল পলাইয়া ॥ আপন২ দেশে সাহি করে গিয়া * হোথায় মাজন লড়ে আজাদের সাথে ॥ দুইজনে জঙ্গ করে কেহ নাহি জিতে * হাজার হেকমত করে আবুওল মাজন ॥ আজাদেরে নাহি পারে করিতে বন্ধন * গোস্বায় মাজন হাকে লিয়া আল্লা নাম॥হাকের ধমকে কাঁপে আলম তামাম* দরিয়া পাহাড় কাঁপে জমিন আছমান * হাকেতে বেহুস অতি আজাদ বেইমান ॥ মাজন জোরেতে তারে ছেরেতে ঘুমায় ॥ জমিনে ডালিয়া মর্দ্দ বান্ধে হাত পায় * আজাদ পড়িল ধরা মাজনের হাতে ॥ কুফর লস্কর তাহা পাইল দেখিতে * সাহস করিয়া কেহ নাজায় লড়িতে ॥ আজাদ করেন মানা হাত ইসারাতে * পারাবত ময়দানে যত কাফের লস্কর ॥ দিকে দিকে পলাইল দেশ দেশান্তর * ময়দান হৈল খালি কাফের লুকায় ॥ জামাল ঘোড়ার বাগ তবু না ফেরায় * গোস্বায় আপন লোকে কাটিয়া চলিল ॥ ওম্মর ওম্মিয়া তার আগে খাড়া হৈল * কি কর জামাল মিয়া দেখ তাকাইয়া ॥ কাহার লস্কর মার চিনিতে নারিয়া * তখন জামাল মর্দ্দ হুশেতে আইল ॥ গোস্বায় হাতের তেগ খাপেতে রাখিল * আমিরের তাপ ছিল তোর কলিজায় ॥ যখন হরমুজে মারে করিয়া লড়ায় * খালি যদি হৈল সব ভাগিল কুফর ॥ জামাল ফেরায় বাগ মহিম উপর * কাছেম বাহারাম আর মাজনে লইয়া ॥ আপন খিমার বিচে পৌছিল যাইয়া * সকলে আরাম করি খানা পানী খায় ॥ রাত হৈল আরামেতে শুয়ে নিন্দ যায় * জামাল নিন্দের ঘোরে বিছনায় শোয় ॥ আজব সুন্দরী এক দেখে তাকাইয়া * পুর্ণিমার চাঁদ মত কমলের শশী ॥ জাম পাশে বিছানাতে কহে বাত হাসি * চৌদ্দ বরছ ছেন রূপ কাঁচা সোণা ॥ পরি কি তাহার কাছে

হইবে তুলনা * জামালের গলা ধরি কহে বিনাইয়া ॥ জীবন চঞ্চল হয় তোমা না হেরিয়া * জামাল কহেন কহ কি নাম তোমার ॥ কাহার নন্দিনী তুমি কোন দেশে ঘর * শুনিয়া কহেন বিবি নুর নেগা নাম ॥ হরমুজের বেটী আমি মদায়ন মোকাম * যখন লড়াই কর মদায়ন মাঝার ॥ আমার বাপের সাথে মহিম তোমার * কোঠার উপরে চড়ি বালাখানা হৈতে ॥ তোমাকে দেখিয়া মরি আশক জ্বালাতে * আগুন নিভাও মেরা শোন হজরত ॥ নহেত জহর খেয়ে মরিব আলবত * এ বলিয়া নুর নেগা বসে জামা কোলে ॥ মুখে২ চুম্ব দেয় বদন কমলে * এমন সমায় দিল মুরগ আজান * জামাল চেতন পেয়ে মন উচাটন * না দেখে আওরতে জাম হৈল পেরেশান ॥ ফজর নামাজ বাদে কান্দেন জামাল * কান্দিতে২ জাম নিদ্রা বেশ হৈল ॥ আবার আওরত ঐ সামনে আইল * নেহাত আশক বিবী জামের উপর ॥ কোথায় পাইব দেখা কহসে খবর * খোয়াবে জামাল কহে শোনরে নেগার ॥ যদি চাহ মোর সাথে দেখা করিবার * আরব্ব সহরে থাকি মদিনা মোকাম ॥ বদিওজ্জামাল বলি জান মেরা নাম * সেখানেতে দেখা পাবে শুন সমাচার ॥ জামাল বিদায় হৈল জাগিল নেগার * জামাল চেতন পেয়ে কান্দিতে লাগিল ॥ চক্ষের পানিতে তার বসন ভিজীল * কবির কলপনা এই জামের দাস্তান ॥ এসাক উদ্দিন কহে ভাবি সোবহান *

বদিওজ্জামাল আজাদকে মদিনা ভেজিয়া দিবার বয়ান।

পয়ার ॥ বেহান হইল যদি রাত পোহাইয়া ॥ দরবারে বসিল জাম ইয়ার লইয়া * হেন কালে ওম্মর ওম্মিয়া কহে বাত আজাদ পড়িল ধরা মাজনের হাত * ভগদত্ত ধরা গেল কাসেমের হাত ॥ বাহারাম ধরিয়া আনে কর্ণ নেকজাত * জামাল বলেন আন তিন জনা তরে ॥ ওম্মর হাজির করে জামাল হুজুরে * জামাল বলেন ভাই আজাদ জাহান ॥ মোহাম্মদী দিন পরে আনহ ইমান * বুত পুজা দুর কর লানত মুরতে ॥ মুরতি পুজিয়া কেনে যাবে দোজ-

খেতে * আজাদ ইমান আনে একিন করিয়া ॥ ভগদত্ত দাতাকর্ণ তিন জনে মিলিয়া * দাতাকর্ণে কহে বাত বদিওজ্জামান ॥ যে রকম দাতা তুমি ধন্য তব ইমান * এখন মমিন হৈলে মহাম্মদা দিনে ॥ যাহ ভাই বাদসাহী করহ খুসী মনে * উড়িষ্যা বিহার লিয়া করহ বাদসাই ॥ আদল এনসাফ কর খুসিতে সদাই * ভগদত্ত তরে কহে জাম জাহাগীর ॥ পীরাগের তক্ত দিনু তোমার খাতের * বাদসাই কর গিয়া দেশেতে আপন ॥ রায়েতেরে কষ্ট তুমি না দিবে কখন * আজাদে শুপল তক্ত বাঙ্গালা তামাম ॥ আজাদ উঠিয়া বলে করিয়া সালাম * না লিব তাজ তক্ত দুনিয়ার আরাম ॥ পৌছাইয়া দেহ মোরে মদীনা মোকাম * দিদার করিব আমি কদম রছুল ॥ তাহার খেদমত করা আমাকে কবুল * শুনিয়া জামাল অতি খোসালিত হৈয়া আজাদ কারণে দিল মদীনা ভেজিয়া * আজাদ পৌছিল গিয়া মদীনা সহর ॥ রছুলের খেদমতে হইল হাজের * ভগদত্ত দাতাকর্ণ বিদায় হইয়া ॥ আপনা তক্তের পরে বসিল যাইয়া * আজাদের বেটা ছিল আজিজ জাহান ॥ খোলাহাটী সাহি তারে দিলেন জামান আজীজ আরজ করে জামালের তরে ॥ চল যাই খোলাহাহাটী বাদসাহি দরবারে * আরাম করহ থোড়া শুন নামদার ॥ পাইলে কসেল্লা ঢের ময়দান মাঝার * জামালে কবুল করে আজিজের বাত খোলাহাটী যায় মর্দ্দ আজিজের সাথ ॥ সাত লাখ লস্কর যে পাইল শুনিয়া ॥ তাহা লিয়া চলে জাম খোলাহাটী লাগিয়া * যাইয়া পৌছিল জাম খোলাহাটী সহর ॥ আজিজ বসায় জামে তক্তের উপর * আজিজ খেদমত করে থাকিয়া হাজের ॥ নানা চিজ নেয়ামত খেলায় জামের আম জাম নারিকেল শুপারি কাঁঠাল ॥ বাতাবি কমলা লেবু আর কত তাল * পাকা পেঁপে আনারস নারকোলি কুল ॥ চাঁপা কলা পেয়ারায় হৈল মসগুল * খাইয়া এসব ফল মর্দ্দানা জামাল ॥ আজিজেরে দোওা দিল হইয়া খোসাল * আবুল মাজন আর কাসেম জাহান ॥ মকবেল ওম্মর বাহারাম পাহালওান * খাইয়া বাঙ্গালার ফল হইল নেহাল আজিজেরে নেক রাহা বাতায় জামাল * বদিওজ্জামাল পুছে আজিজের তরে ॥ বক্তার উজির গিধি গেল কোথা কারে * আজিজ বলেন গেল পশ্চিম দিক দিয়া ॥ শুনিয়াছি যাবে সেহ ইরাণে চলিয়া

জামাল শুনিয়া কহে রহ তুমি ভাই ॥ বিদায় করহ মোরে মদায়েনে যাই * বক্কারকে যবতক আমি না মারিব ॥ আরাম হারাম মোর দেলেতে জানিব * এই সব বাত চিতে দিন গোজারিল ॥ বারামদী নন্দন কবি পয়ারে কহিল *

হজরত বদিওজ্জামাল মদায়েন সহরে যাইবার বয়ান।

পয়ার ॥ মাচিন সহর হৈতে চিটান জুড়িয়া ॥ মোছলমান হইলেক বাঙ্গালা জুড়িয়া * বেহানে জামাল সাহা আজিজেরে কয় ॥ তাকিদ বিদায় কর দেরি নাহি সয় * সোজা পথে পশ্চিমেতে যাব মদায়েন ॥ মোছলমান করাইব সহর ইরান * আজিজ কবুল করে জামালের বাত ॥ খানাপানী খেলাইল আদরের সাথ * বিদায় হইল জাম বাঙ্গালা হইতে ॥ মাজন কাছেম চলে ওম্মর সহিতে * কত দিনে হিন্দুস্থানে পৌছিল যাইয়া ॥ কায়জান উজির কহে আরজ করিয়া * আমার বাদশাই হেথা দেহলি সহর ॥ সকলে বেদিন জাতি আন দিন পর * জামাল কবুল করে আরজ তাহার ॥ মোছলমান করা হৈল দিলহিলী সহর * পাঁচ ওক্তে ঘরে২ পড়েন নামাজ ॥ নবীর তরিক ছাড়া নাহি কোন কাজ * শরা শরিয়ত যত দিনের আহকাম ॥ সবাকারে শেখাইল আরব্বি তামাম * তার পরে কহে জাম কায়জান লাগিয়া ॥ দিলিহিতে দিনু তোরে বাদশাহী সুপিয়া * দিনদারি কাম লাগি মসগুল থাকিবে ॥ মুল্লুকের খেরাজ মদিনা পাঠাইবে * এ বাত কহিয়া জাম রওানা হইল ॥ কত দিনে কেরাচিনে যাইয়া পৌছিল * বোরহানার সাহি সেথা বাড়ী হেন্দিয়ার ॥ মুল্লুক উজার আছে সহর বাজার * দেখিয়া জামাল সাহা লোক মাঙ্গাইয়া ॥ মুল্লুক আবাদ করে কত দিন রৈয়া * বোরহানার বেটী ছিল মফিজা সুন্দরী ॥ রূপের লাবণ্য মতি অতি বিদ্যাধরী * আপনা ছেফাই এক মমতাজ নামে ॥ মফিজা সহিত বিয়া দিল সাহা জামে * কেরাচিন সহরে দিল তাহারে বাদসাই ॥ কেরাচিন সহরে ফিরে জামালের দোহাই * তার পরে চলে জাম লইয়া লস্কর ॥ বালুছ সহর ছাড়ে ইরান সাগর * পৌছিল ইরান মাটী জামাল মর্দ্দানা ॥

সিধা পথে পাহাড় আছে করেন ভাবনা * সিরাজ সহর বলি রওানা হইল ॥ কত দিনে সিরাজেতে যাইয়া পৌছিল * সিরাজ সহর হৈতে যায় নেকালিয়া ॥ কত দিনে মদায়েনে পৌছিল যাইয়া * মদায়ানে ডালিয়া তাম্বু খায় খানা পানী ॥ বক্তারক হারামজাদা করেন শয়তানি * বক্তারক আসিয়া হেথা মদায়ন সহরে ॥ বদিওর্জ্জামাল মরে বড় ঘাট সহরে * রাক্ষসের হাতে মারা পড়িল জামান ॥ আরব লস্কর যত হারাইল জান * রাক্ষস খাইল ধরি হরমুজ বাদশারে ॥ লস্কর সহিতে ধরি খাইলেক জোরে * হুনুর করিয়া আমি আইনু বাঁচিয়া ॥ হরমুজ দিলেন মোরে বাদশাই সুপিয়া * নুর নেগারের সাথে কর সাদি কাম ॥ এ বাত করিল জারি মদায়ন তামাম * মদায়েন লোক যত এ কথা শুনিয়া ॥ বক্তারে ছালাম করে বাদশাই জানিয়া * নুর নেগারের সাথে হইবেক সাদি ॥ মদায়েনের যত লোক সবে কহে বাদী * নুর নেগার বিবি জান না করে কবুল ॥ বহুত ওম্মর তার ছেরে পাকা চুল * নব্বই বরছ হৈল ওম্মর তাহার ॥ একারণে বাদশাজাদী বড়ই বেজার * বেজারের কারণেতে দেরী বিয়া হৈতে ॥ কত শত লোক ভেজে বিবি বুঝাইতে * সাদীর লগন বাদে গেল চারি মাস ॥ তবু নাহি মানে বাত বক্তার আফছোছ * এমন সময় সেথা পৌছিল জামান ॥ ডরে বক্তারক গিধি হইল অজ্ঞান জামালে মারিতে গিধি করেন ভাবনা ॥ ভাবে মনে জামালেরে দিব রাত হানা * জামাল হয়রান হেথা নেগার লাগিয়া ॥ বক্তারক করিবে সাদি এ বাত শুনিয়া * গোস্বায় জ্বলিয়া গেল জামাল জাহান ॥ মহিষের সাজ করি চলিল ময়দান * যাইয়া পৌছিল জাম দরবার ভিতর ॥ যেখানে বক্তার গিধি তক্তের উপর * জামালে দেখিয়া গিধি যায় পলাইয়া ॥ কোঠার ভিতরে গিধি ছাপিলেন গিয়া * জামাল খুলিয়া মারে দুই তলওার ॥ সৌখীন ঘোড়ার পরে বলে মার২ * জামালের হাক শুনি আরবি সেফাই ॥ সাহি খানে কুফরের কাটেন সবাই * দরবার ভরিয়া গেল সবে মারা গেল ॥ ছিয়াওস সাথে জাম মোলাকাত কৈল * কদম চুমিয়া জাম করিল ছালাম ॥ বক্তারক উজির কোথা পুছ করে জাম * কোথা গেল বক্তারক উজির বেইমান ॥ ছিয়াওস বলে গেল অন্দর মোকান * জামাল এ কথা

শুনি অন্দরেতে যায় ॥ বহুত ঢুড়িয়া ফিরে উজিরে না পায় * হেথায় উজির গেধি অন্দরেতে গিয়া ॥ হরমুজ বিবিকে কহে মিনতি করিয়া শুন বাদশাজাদী কদমে জানাই ॥ রাহাজানি ডাকাইতি আইল হেথাই * সহর করিল লুট রায়ত হয়রান ॥ লুটিয়া ভাণ্ডার খানা করিল বিরান * অন্দরেতে আসিতেছে লুটিতে ইজ্জত ॥ সাবধানে ছাপাইয়া রহ ছালামত * শুনিয়া নবীনা কেশ জবানী তাহায় ॥ কোঠার ভিতরে গিয়া ছাপে আপনার * বক্তারক নেগারে লিয়া পলিদ শয়তান ॥ কোঠার ভিতরে গিয়া ছাপে দুইজন * দুইজনে আর কেহ নাই ॥ একায় পাইয়া গিধি কথা কহে এই * শুন বিবি শাহাজাদী বাদশার কুণ্ডারী ॥ তোমার এস্কেতে আমি রাত দিন মরি * এখানে নাহিক কেহ পুরাও মন আশ ॥ আল্লা চাহে হবে বিভা তব হব দাস * নুর নেগার শাহাজাদী জবাব না দেয় ॥ ছুরত দেখিয়া গিধি ছবুর না হয় * হাত বাড়াইয়া ধরে নেগারের হাত ॥ দেখিয়া নেগার তাহা ভাবেন নেহাত * বহুত বেজার বিবি বক্তার উপর ॥ কোমর হইতে বিবি নেকালে খঞ্জর * চালাইয়া দিল বিবি পেটে বক্তারের ॥ পেট হৈতে পিঠ দিয়া হইল বাহের * বক্তারক মারা গেল নেগারের হাতে ॥ নেগার হইল খুসি আপন দেলেতে * একায় রহিল সেথা নেগার জাহান ॥ সদাই মনেতে জাগে বদিওজ্জামান * হেথায় জামাল ঢোড়ে নেগার কারণ ॥ বহুত তালাস করে পেরেশান মন * আখেরে কোঠার বিচে দেখে তাকাইয়া ॥ কোঠার ভিতরে গিধি গিয়াছে মরিয়া * দেখে পাশে বসে এক নাজনি আওরত ॥ পুর্ণিমার চান্দ আছে জমিনে আলবত * জামালে যখন দেখে নুর নেগার জান ॥ আসকে জ্বলিয়া বিবি খাইল পটকান * বেহুস হইল বিবি ছুরাত দেখিয়া ॥ জামাল বিবির পানে দেখে তাকাইয়া * নেগারে দেখিয়া জাম বেহুস হইল ॥ অচেতন হৈয়া মর্দ্দ জমিনে গিরিল * সেখানে নাহিক কেহ বাতাস খেলায় ॥ দুই জনে দুই ঠাই মড়ার মত রয় * ওম্মর ওম্মিয়া হেথা হয়রান হইয়া ॥ ঢুড়িয়া ফেরেন মর্দ্দ জামাল লাগিয়া * বাহের অন্দর দেখে ছাদ বালাখানা ॥ কোঠা এমারত পাকশালা পায় খানা * কোন খানে নাহি পায় তালাস করিয়া ॥ জারং কান্দে ফিরে ওম্মর ওম্মিয়া * ঢুড়িতে২ মর্দ্দ কোঠা

বিচে গেল ॥ বক্তারক উজিরের লাশ দেখিতে পাইল * খঞ্জর খাইয়া গিধি গিয়াছে মরিয়া ॥ ওম্মর আফছোছ করে তাহাকে দেখিয়া * ভিতরে ঢুকিল গিয়া ওম্মর ওম্মিয়া ॥ দেখেন জামান আছেন বেহুস হইয়া * ভিতরেতে এক বিবি নাজনি আওরত ॥ পুর্ণিমার চাঁদ মত দেখিতে ছুরত * সেহ আছে বেহুসেতে মরণ সমান ॥ বাদশাজাদী বেহুসেতে বদিওজ্জামান * দেখিয়া ওম্মর মর্দ্দ জাম্বিল হইতে ॥ হুস দারু নেকালিয়া দিলেন নাকেতে * জামাল চেতন হৈয়া দেখে তাকাইয়া ॥ ওম্মর ওম্মিয়া কোলে আছেন বসিয়া * নাজনি আওরত হেথা ঘোমটা টানিয়া ॥ অধ বদনেতে আছে সরমেন্দা হৈয়া দুইজনে হাত ধরি ওম্মর ওম্মিয়া ॥ বাহেরে আইল মর্দ্দ অন্দরে থাকিয়া দেখিয়া নবিনা কেশ জামার কারণ ॥ ওম্মর ওম্মিয়া তরে পুছে বিবরণ কহ বাবা ওম্মর এই হয় কোন জন ॥ কাহার ফরজন্দ আর কোথায় মোকান * ওম্মর ওম্মিয়া কহে নবিনা কেশেরে ॥ আমির হামজার বেটা জাম নাম ধরে * শুনিল যখন বিবী নাম জামালের ॥ তখনি চলিল বিবী কাছে জামালের * নুর নেগারের হাত ধরিয়া তখন ॥ জামালের হাতে ওম্মর দিলেন তখন * আর কহে শুন বাবা বদিও-জ্জামাল ॥ সাদী করি এই তক্তে রহ যে খোসাল * শুনিয়া বদিও-জ্জামা নেহাল হইয়া ॥ বাহের তক্তেতে বসে এলাহি ভাবিয়া * দোহাই ফিরিল ছারা ইরাণ সহর ॥ বদিওজ্জামাল হৈল বাদসা ইরাণের * মদায়নের তক্ত পরে জামালের বাদসাই ॥ ইরাণ জুড়িয়া ফেরে জামালের দোহাই * এসহাক উদ্দিন কহে আল্লা করি সার ॥ কারে কিবা কর তুমি মালেক মোক্তার * সাত মুল্লুকের সাহি ছিল হরমুজের ॥ সে সাহি দিলেন আজি বদিওজ্জামের *

হরমুজের বেটী নুর নেগার সাহাজাদীর সহিত হজরত বদিওজ্জামালের বিবাহ হইবার বয়ান ।

পয়ার ॥ আল্লা২ বল ভাই আল্লা ভাব মনে ॥ আল্লা বিনে কেহ নাই এই ত্রিভুবনে * মায়ার সৃজিয়া দিল পদ্ম পাতের পানি ॥ পর আপন হয় আর রাগ ও রাগিনী * বিবাহের হার গেঁথে রাখে দুনি-

ন্নাতে ॥ পর বেটা পর বেটী বান্ধে এক সুতে * নয়নেং যখন হয়ত মিলন ॥ পিতা মাতা খোদা ভুলে নারীর কারণ * নারির মক্করে যবে পড়েন মরদ ॥ আক্কেল ওকুফ যত ইমান গারদ * ফের সে আওরত হৈল দোজখের চাটী ॥ কি ভেদ ইহাতে আছে আল্লা জানে খাটী * কবিকার কহে ভাই আল্লা লীলা খেলা ॥ তার ভেদ সেই জানে কবিকার পাগলা * বদিওজ্জামাল কহে ওম্মরের তরে ॥ শুন চাচ্চা যাহ তুমি গিলান সহরে ॥ আমার মাতাকে আন তাজিম করিয়া ॥ এখন করিব সাদী নেগার লইয়া * মাও না আসিলে আমি না করিব সাদী ॥ ওম্মর ওম্মিয়া কহে মোবারক বাদী * তামাম সেফাই শুনি হইল খোসাল * বাহারাম কাসেম যাজন সবে খোসহাল * ওম্মর চলিয়া গেল গিলান সহর ॥ গিল ছওারের আগে কহিল খবর * শুনিয়া ওম্মর বাত গিল ছওার বিবী ॥ মদায়ন যাইতে বিবি সাজেন সেতাবি * গজনকার বাদসা সাজে লস্কর লইয়া ॥ চলিল ওম্মর মর্দ্দ গিলছাওর লিয়া * হেথায় বদিওজ্জামা পাইল খবর ॥ গিল ছওার বিবি আসে রাহার উপর * সেতাবি চলিল জাম আগুবাড়াইতে সালাম করিল জাম মায়ের কদমেতে * গজনকার বাদসা তরে করিল সালাম ॥ সকলে হইল খুসি দেখে চক্ষে জাম * বদিওজ্জামাল লিয়া মায়ের কারণ ॥ মহলে ভেজিয়া দিল করিয়া যতন * বসিল যাইয়া বিবী মহল মাঝার ॥ করেন নবিনা কেশ তাজিম তাহার * এখানে বদিওজ্জামা কহেন ওম্মরে ॥ বিবাহের আয়োজন কর খুব কোরে * ওম্মর ওম্মিয়া মর্দ্দ হুকুম পাইয়া * হরমুজের ভাণ্ডার খোলে টাকা কড়ি লিয়া * আরাস্তা করিল যত সহর বাজার ॥ সাদীর লগন করে দিলত জামার * উট গরু দুম্বা দিল করিয়া কোরবানী ॥ ইরান জুড়িয়া লোক খেলায় খানা পানি * বড় ধুম ধাম হৈল লেখা জোখা নাই ॥ সকলে মারহাবা মুখে খোসাল সবাই * সায়েত বুঝিয়া মর্দ্দ ওম্মর ওম্মিয়া ॥ বদিওজ্জামার সাদি দিল পড়াইয়া * আরবের দস্তুর মত হৈল সাদী কাম ॥ সাদি দিনে গিলছার আর বেটা জাম * খুসী খোসালিতে দোন হাসি খুসি মন বেটা বধু শ্বাশুড়ি মিলাইল ছোবহান * ভুল চুক মাফ মেরা করিবে মমিন ॥ এসাক উদ্দিন কহে আমিন আমিন *

ওস্মর ওস্মিয়া মদিনা শরিফ যাইবার বয়ান।

পয়ার ॥ ইরাণের তক্তে সাহি করেন জামাল ॥ ভাণ্ডার খুলিয়া যে খয়রাত করে মাল * ফকির মেছকিন যত ছিল ইরাণের ॥ সবে মালদার হৈল দানে জামালের * তামাম ইরাণ জুড়ি হৈল মোসলমান ॥ ঘরে২ নামাজ পড়ে ফোকারি আজান * মোহাম্মদী জোস খুব উথলিয়া গেল ॥ ঘরে২ হরেক লোকের পাক হৈল * বদিওজ্জামাল হেথা নেগার লইয়া ॥ রহিল চাল্লিশ দিন খেলওতে যাইয়া বেটা বধু মুখ দেখি গিল ছওার খুসি ॥ শোকরানা ভেজেন বিবি ঘর মাঝে বাস * ওস্মর ওস্মিয়া কহে বদিওজ্জামারে ॥ শুন বাবা সাহি কর ইরান সহরে * আছিল খোলফত দেলে যত আপনার ॥ আল্লা তালা মিটাইল আরমান তোমার * মরিল হরমুজ আর মিলিল বাদসাই ॥ দিন দারি হৈল জারি মুল্লকে সবাই * এখন বিদায় কর আমার লাগিয়া ॥ নবীর খেদমতে আমি রহিব যাইয়া * ওস্মরের কথা শুনে বদিওজ্জামাল ॥ দেলেতে হইল গম হইল উতাল * চক্ষে বারি বহে জামা কহে বিনয়েতে ॥ আমারে ছাড়িয়া আপে যাবে মদিনাতে * ওস্মর ওস্মিয়া বলে শুনহ জামান ॥ নবীর খেদমত পরে এ জান কোরবান * বদিওজ্জামাল শুনি করিল বিদায় ॥ ওস্মর খোসাল হালে চলে মদিনায় * হজরত রছুল কাছে আসিয়া পৌছিল ॥ নবীর খেদমতে জান নেছার করিল * তার সাথে বাহারাম আবুল মাজন ॥ পৌছিল মদিনা বিচে কেতাবে লিখন * আবুল কাসেম গেল রোখাম সহর ॥ আদল এনছাফ সাহি করে জোরওার * খাওার সহরে আর না গেল মাজন ॥ নবীর খেদমতে রহে জেহাদ কারণ * আবুওল মাজনের বেটা আবুল নাছের ॥ বাদসাহি করেন তিনি তক্তে খাওারের * মদায়েনে সাহি করে বদিওজ্জামান ॥ বল ভাই আল্লার নাম যত মোসলমান *

দাস্তানের বিবরণ।

পয়ার ॥ যে সব বয়ান হৈল দাস্তান মাঝার ॥ দাস্তান লেখিতে ইচ্ছা না ছিল আমার * যে সব বয়ান হৈল দারাজির সাথ॥ হামজার দাস্তানে নাই সেই হকিকাত * লোকের খাহেস ভারি শুনিবারে সেই ॥ বহুত তালাস করে কভু মিলে নাই * কেমনে বাহের হৈল বদিওজ্জামাল ॥ কি মতে করিল সাদী নুর নেগার জান * লোকের খাহেস আমি দেখিয়া বিস্তর ॥ দাস্তান বদিওজ্জামা করিনু সায়ের * খোদাতালা মেহেরবান নবি পোস্তপানা ॥ সাইরি করিনু পুথি ফজলে রব্বানা * এই দোওা মাঙ্গি আমি দরগায় আল্লার ॥ মেহনত বরবাদ যেন না হয় আমার * আবার দোছরা আমি এ আরজ করি ॥ জিউ দান পায় যেন আমার সাইরি * লোকে খুব মস্ত হৈয়া শুনে ঘরে২ ॥ বুল২ আসক যেয়ছা ফুলের উপরে * তবে মেরা মেহনত সফল হয় সাই ॥ তোমার দরগায় খোদা এই ভিক্ষা চাই * ছাহেবান মজলিসে আরজ আমার ॥ তামাম মমিন পদে সালাম হাজার * কবির কল্পনা এই কেতাব জামার ॥ দাস্তান বদিওজ্জামা হইল প্রচার * সাচ্চা মিছা আল্লা জানে তার ঠিক নাই * লোকের খাহেস দেখে বিরচিনু এই * আপনার আক্কেল মাফিক যাহা জানি ॥ কবিতা করিনু আমি আখেরি কাহিনী * আমার কবিতা নহে কেতাব সমান ॥ কেবল লিখিয়া গেনু কেচ্ছার বয়ান * খোদার এলহাম যাহা আক্কেলে আইল ॥ দাস্তানের বিচে তাহা সাইরি হইল * এহাতে আমার দোষ না ধরিবে ভাই ॥ সবার কদমে এহা আরজ জানাই * তের শত কুড়ি সাল ছাব্বিশা ফালগুণ ॥ দাস্তান হইল ইতি শুনহ মমিন * লোভেতে পড়িয়া জেন্দেগানি হৈল ফানা ॥ গোনা খাতা মাফ কর এলাহি রব্বানা * তোমার রহম বিনে কোন চারা নাই ॥ ওহে আল্লা তোমা আসা করি সর্ব্বদাই * হাত পাও নাক চক্ষু শরীর বেবাক ॥ ইমান এজ্জত মাল জরু বেটা আক * যাবতিয়া এবাদত যত ইতি আর ॥ এসহাকে যাহা দিলে আয় পরওার * তামাম শুপিয়া দিনু তোমার কারণ ॥ এলাহি রহমত কর ওহে সোবহান * মুনসী হাজী আফাজ উদ্দিন পেয়ারা তোমার ॥ মেহের করিবে তারে পরওার

দেগার * দাস্তান ছাপিয়া তিনি করিল প্রচার * গোনা খাতা মাফ কর গফুর গফ্যার * বিনা মুল্যে দিনু এই জামালের দাস্তান ॥ দাওা দাবি নাহি মোর শুন সোবহান * পহেলা ছাপাতে কেতাব দিবে এক শত ॥ তাছাড়া ছাড়িয়া দিনু যতেক সরত * আমা সেওা বাদে যত আছে ওারেসগণ ॥ কেহনা ছাপিতে পাবে ছেওা ছাহেবান * এতে মোর দাওা দাবি কিছু না রহিল ॥ দাস্তান বদিওজ্জামা আফাজের হৈল * এতেক দাস্তান মোর হইল তামাম ॥ মমিন মমিনা পদে আমার সালাম *

সুচী পত্র

সূচী পত্র

মৌলবী কফিল উদ্দিন সিদ্দিক প্রণীত।

মজমুয়া মৌলুদে সিদ্দিকি

মায়া সিদ্দিকল ওয়েজিন।

আজ পর্য্যন্ত বঙ্গ ভাষায় যত প্রকার মৌলুদের কেতাব ও পুস্তক বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে ওয়াজ নসিহত মাজেজা, আদি বিষয় না থাকায় তাহাতে মৌলবী, মুন্‌শী, বক্তা এবং মৌলুদ খান্‌দের কতদূর অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা ভুক্ত-ভোগীগণই জানিতেছেন। আমরা সেই অসুবিধা দূরকরণার্থে এই পুস্তকখানা প্রকাশ করিলাম। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে বরং সহি মোস্‌লেম আবু-দাউদ নেসায়, ত্রিমিজি, এবনে মাজা মেশকাত, আলমগীর, তফসির আহাম্মদি, হোসায়েনি, দোররাতোন্নাছেহিন, আনিসল ওয়ায়েজিন, কাছাছল আম্বিয়া মেয়েরাজন্নবু ওয়াত, জামেয়ল জোমা, ফয়েজুল হার মায়েন প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিত হইল। এই গ্রন্থভ্যন্তরে আরবীতে আয়াত, হাম্‌দ নাত, ওয়াজ, নসিহত, গজলাদি বেহাগের সুরে পয়ার ছন্দ এবং গদ্যাদি বক্তৃতাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা দ্বারা মৌলুদ এবং ওয়াজ নসিহত ও বক্তৃতার কার্য্য সমাধা হইবে। ডবল ক্রাউন গ্লেজ কাগজে ৪২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, হাফ বাইণ্ডিং ১ম, ২য় ও তৃতীয় একত্রে তিন খণ্ড মূল্য ১৸৵০ এক টাকা চৌদ্দ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। নানাবিধ কেতাবাদি পাইকার দিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে।

মুন্‌শী আবদুল হামিদ সাহেব কৃত—

গোলদাস্তান হেকায়েত।

ইহা রত্নময়, অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়, অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থ। যদি জীবনে আনন্দ-স্রোত ছুটাইয়া বিমল-আনন্দসাগরে ভাসমান ও অলৌকিক ঘটনাপূর্ণরসে মাতিতে সাধ থাকে, তবে এই সুযোগ হারাইবেন না। ইহাতে শাহাদাত মোরগের অত্যাশ্চর্য্য গুণাগুণ, বোগদাদবাসী খাসেদ তনয়দ্বয় সাদ ও সাইদ সুখ ও দুঃখ উপভোগ, বরগা খোরবাদের সনম নাম্নি বিবির দুর্ব্যবহার তিনটী বৃক্ষপত্রের বিভিন্ন কেরামত ইত্যাদি বিষয় সরল ভাষায় লিখিত আছে। ভাবে টল্ মল্ রসে ঢল্ ঢলের চূড়ান্ত পুস্তক। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র

মুন্‌সী মহাম্মদ দানেশ মরহুম সাহেব কৃত।

দেখহ নামেতে কেচ্ছা দেল আফরোজ। পাতে পাতে লেখা এর জন্তর বগোজ॥ পতঙ্গ কাকের চিড়িমার কবুতর। বুড়া বাঘ মোসাফির হরিণ গিধড়॥ সুবোধ কাক হাড়গিল্লা আর বিল্লীর। বজোছন কেলাওতি বেনের বেটীর॥ হাতী ও গিধড় আর ধুবির গাধার। গোবিন নবীন সাদ রাজার কুমার॥ বাকল চোপড় কুটনী গোয়ালিণীর।॥কাক সর্প মালিনীর চিন খারাবীর॥ আর কত শত কেচ্ছা সরল ভাষাতে। লিপিবদ্ধ এর মাঝে পাইবে দেখিতে॥ নব নব ভাবে লেখা শুনিতে মধুর। পড়িলে দেমাগ তব হবে ভরপুর॥ হরগেজ না ছাড়িবে বসিলে পড়িতে। পুনশ্চ দেখিব বলে রবে ব্যাকুলেতে॥ পারিশ্রমিক তিনটি আনা দিয়া লও। খরিদ করিয়া দেখ সবাকে দেখাও॥